ভিন গ্রহে মানুষ গোয়েন্দা

অধ্যাপক সুনির্মল রায়

ও

অধ্যাপক সঞ্জয় মজুমদার

মালা পাবলিকেশনস্

৫১, কালীনাথ মুন্সী লেন

কলিকাতা-৩৬

প্রকাশক :
শ্রীঅরুণ কুমার বর্দ্ধন
মালা পাবলিকেশন্‌স্‌
৫১, কালীনাথ মুন্সী লেন
কলিকাতা-৩৬

প্রথম প্রকাশ :
সরস্বতী পূজা
মাঘ, ১৩৬৯

প্রচ্ছদ : শ্রীস্বপন রায়চৌধুরী
ব্লক : সন্তোষী প্রসেস
৯, নলিন সরকার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

পরিবেশক :
রূপম
৪, নিমাই বোস লেন, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

[এক]

এ এক নতুন গ্রহ। রোদ্‌দুরে ঝিম ধরা তুপরের মত চারদিকের নীরবতা। তিনটি উৎকণ্ঠিত মানবসন্তান পথভ্রষ্ট মহাকাশযান ত্রিশূল—১৫-এর ভেতরে অজানা পরিণামের অপেক্ষায় বসে রইলো। কয়েক মিনিট পরে তাদের ধরে নিয়ে আসা সামনের যান থেকে মানবাকৃতির একজন ধীরে ধীরে নেমে এলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো তাদের সামনে। ঐ লোকটি কি পৃথিবীরই কোনো মানুষ? হয়তো তা-ই, হয়তো তা নয়। পৃথিবীর তিন অভিযাত্রীর চোখ ক্রমশঃ বিস্ফারিত হতে থাকে। তারা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল লোকটিকে। হুবহু মানুষের মত, কেবল হাতের সংখ্যা যোলো, আর চোখ তু'জোড়া। এক জোড়া চোখ সামনের দিকে, আরেক জোড়া মাথার পেছন দিকে। কানের পাতা নেই।

ত্রিশূলের খুব কাছে দাঁড়িয়ে লোকটি তু-হাতের ইঙ্গিতে কী যেন বোঝাতে চাইছে। বাকী চোদ্দটি হাতে ধরে আছে সেই প্যাঁচানো দড়ি। বিকাশ এবং স্বপন চকিতে তাকালো অধিনায়কের মুখের দিকে। নির্মলের মুখ এখন দেখাচ্ছে ছিন্ন মেঘের মতো। তার পরিচিত ঠোঁট তুটি যেন খানিকটা শিথিল হয়ে গেছে। দাড়ি-গোঁফের সবুজ ছায়ায় মুখটা সামান্য বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কিন্তু চোখে সেই প্রখর দীপ্তি যা নির্মলের ব্যক্তিত্বই প্রকাশ করে। সহকর্মীদের বিহ্বলতা বুঝতে পেরে নির্মল নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল—'আমাদের নেমে যাবার জন্যে ডাকছে মনে হয়।'

স্বপন বলল 'এখন তো আর আমাদের কোনো জোর নেই, নামতেই হবে।'

'ইয়েস্, আমরা ওদের হাতে বন্দী'-বিকাশ কথাটা তাড়াতাড়ি

বলেই দরজার কাছে এগিয়ে গেল। বাইরের নতুন ধরণের লোকটির দিকে চোখ রেখে নির্মল সংক্ষেপে বলল-'চল, নামি।'

দরজা খুলে তারা তিনজনই বাইরে এসে দাঁড়ালো। নতুন গ্রহটির অস্তিত্ব এবার তারা আরো স্পষ্ট করে অনুভব করল। কোনো ভয় নেই আর তাদের, আছে কেবল প্রতিক্ষণের নানারকম বিস্ময়। তিনজনের চোখ নানা দিকে ঘুরতে লাগল। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সব কিছু তন্নতন্ন করে দেখে নেবার কাজে। একবার শুধু নির্মল বিড়বিড় করে বলল—'এরকম হয়তো লক্ষ লক্ষ গ্রহে প্রাণ আছে, জীবনের অস্তিত্ব আছে।'

'এরা কিন্তু বেশ উন্নত, আমার অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে।' বিকাশের এ কথার উত্তরে নির্মল শুধু আস্তে করে মাথা নেড়ে বলল—'হুম্'।

তিন অভিযাত্রীকে দেখতে পেয়ে এক এক করে সে গ্রহের অধিবাসীরা ভীড় জমাতে আরম্ভ করল। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই যে একরকম দেখতে, তা নয়। সব মানুষই কি আর একরকম দেখতে হয়? তা হয় না বটে, তবে কয়েকটি ব্যাপার যেমন—মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংখ্যা—সবার ক্ষেত্রেই সমান। এদের কিন্তু তা নয়। এদের হাতের এবং চোখের সংখ্যা সকলের সমান নয়। নির্মলের মনে পড়ে ছোটবেলায় তাদের স্কুলের একজন দারোয়ান ছিল যার ডান হাতের আঙুল ছিল ছয়টি। বুড়ো আঙুলের পাশে আরেকটা ছোট বুড়ো আঙুল ছিল। আর চোখের সংখ্যা দু'য়ের বেশী হতে কখনো দেখেনি বটে, তবে হিন্দুদের দুর্গা বা কালী প্রতিমার পরিকল্পনায় তৃতীয় নেত্রের বিশিষ্ট ভূমিকা তো আছেই। নতুন গ্রহের অধিবাসীদের নানারকম হাতের এবং চোখের সংখ্যা লক্ষ্য করে বিকাশ বেশ অবাক হয়েছে, স্বপনের তো রীতিমত মজা লাগছে। কিন্তু নির্মলের কাছে ব্যাপারটা এখন আর তেমন বিস্ময়কর ঠেকছে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পেরে গেছে যে এদের হাত-পায়ের সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক-

পন্থায়। দেহের অভ্যন্তরে আছে জীবকোষ এবং সেই জীবকোষের মধ্যে আছে 'জিন্' নামক একটি পদার্থ। ঐ 'জিন্' হল আসল শক্তি যার ইচ্ছানুযায়ী হাত-পায়ের সংখ্যা নির্ধারিত হয়। এমন কি মানুষের আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী এক একটি জিন্ আছে। কোন্ জিন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী এবং কোন জিন্ কিভাবে তৈরী করা যায় সে সব রহস্য এখন বৈজ্ঞানিকদের জানা। তাঁরা জানেন কৃত্রিমভাবে তৈরী জিন্ শরীরের ভিতর ঢুকিয়ে 'জিন্'-কে নিয়ন্ত্রিত করে মানুষও ইচ্ছা করলে হাত-পায়ের সংখ্যা বাড়াতে কমাতে পারবে, চরিত্র পরিবর্তন করতে পারবে। অর্থাৎ জিনের রাসায়নিক শক্তিকে প্রয়োজন মত কাজে লাগিয়ে বৈজ্ঞানিক-পন্থায় মানুষের দেহে দু-হাতের পরিবর্তে অসংখ্য হাত সৃষ্টি করা যায়, হাত বের করে দেওয়া যায় পিঠ থেকে, গলা থেকে, মাথা থেকে, হাঁটু থেকে—যেখান থেকে খুশী। পা-চোখ-কানের ব্যাপারও এরকম করা সম্ভব। তা ছাড়া সাহসীকে করা যায় ভীতু-গোছের। দুর্বলচিত্তকে সমুন্নত বীর্যে মণ্ডিত করা যায়। বিজ্ঞানীরা এসব করতে পারেন ঠিকই কিন্তু পৃথিবীতে এসব এখনো করা হয় নি। হয় নি, কারণ বৈজ্ঞানিকেরা এখনো তার প্রয়োজনবোধ করেন নি। এরাও হয়তো বা জীবকোষের জিন্‌কে আয়ত্তে এনে তাকে নিয়ন্ত্রিত করে, বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে হাত-চোখ ইত্যাদির সংখ্যা বাড়িয়ে রেখেছে। এরকম অবস্থায় মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়বে কি কমবে বোঝা যায় নি কিন্তু এই নতুন গ্রহের অধিবাসীরা হয়তো কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্যেই এরকম ব্যবস্থা করেছে!

ভীড় করে থাকা অধিবাসীদের একজন হঠাৎ বলে উঠল—হুর, তা, এ···

যে লোকটি তাদের ধরে এনেছে সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো—পা লা কা।

নির্মলের কানের কাছে মুখ নিয়ে স্বপন বলল—ওরা বোধহয় আমাদের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করছে। তাই না?

নির্মল বলল—হুঁ, তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু—কথা শেষ না করে নির্মল এতোক্ষণ পরে হাসল।

'কিন্তু, কী ? হাসছ যে ?' স্বপন জিজ্ঞাসু হল।

'হাসছি, তুমি অমন্ ফিস্‌ফিস্ করছ বলে। চেঁচিয়ে বললেও কি তোমার কথা ওরা বুঝবে ?' এবারে ওরা তিনজনই হেসে ফেলল। তাদের হাসি চম্‌কে থেমে গেল একটি কথা শুনে—হুর, কি, পিন—হুর, কি, পিন্'। একজন গ্রহবাসী হঠাৎ তাদের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে উঠল।

স্বপন—ও কী বলছে ?

বিকাশ—কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

নির্মল—আর, কী করছে দ্যাখো।

সেই অধিবাসীটি ততোক্ষণে পকেট থেকে একটা অদ্ভুত যন্ত্র বার করে মুখের সামনে ধরে বলতে লাগল—নি, চা, তি, ও···নি চা, তি···। তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হল সে অন্য কোথাও কিছু খবর পাঠাচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামনে শূন্যের মধ্যে একজনের ছবি ভেসে উঠল। ছবিটি যার, তাকে দেখে মনে হয় এই গ্রহের সম্ভ্রান্ত কেউ। সেই ছবির ঠোঁট নড়ে উঠল—হু, তা, ফি···। ছবিটির ঠোঁট নড়া দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল এটা স্বপ্নও নয়, জাদুও নয়। নিশ্চয়ই অন্য কোন জায়গা থেকে কারো ছবির প্রোজেক্‌শন পাঠানো হচ্ছে। প্রোজেক্‌শনের মুখ-চোখ দেখে বোঝা যায় তার মধ্যে প্রভুত্বের অহংকার আছে। হয়তো এ গ্রহের রাজা-টাজা কেউ হবে !

হাতে যন্ত্র-ধরা সেই অধিবাসী এবারে নির্মলের দিকে এগিয়ে এলো। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো তাদের মুখের দিকে। তারপর যন্ত্রটা মুখের সামনে তুলে ধরে আবার বলতে লাগল মু-চা-লি ও···। শূন্যে প্রোজেক্‌শনের মুখ নড়ে উঠল—কুর্, তা। তৎক্ষণাৎ ছবিটি মিলিয়ে গেল। যন্ত্র-হাতে অধিবাসীটি আর একজন অধিবাসীকে ইঙ্গিত করল, কী বুঝিয়ে দিল যেন। সেই অধিবাসীটি কাল ব্যয়

না করে তিন হাতে তিনটি ধাতব পোষাক এনে হাজির করল। পোষাক তিনটি প্রায় সমান মাপের। স্যাণ্ডো গেঞ্জির মত হাত কাটা, আর সার্ট-প্যাণ্ট একসঙ্গে জোড়ালাগানো—পা থেকে গলা পর্যন্ত লম্বা একটা ইস্পাতের খোলের মত। তিন হাতে তিনটি পোষাক বাড়িয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে পরে নেবার নির্দেশ দিল। বিকাশ হতভম্বের মত নির্মল এবং স্বপনের দিকে তাকালো। তাদের তিনজনের অঙ্গে তখনো মহাকাশযানের অতি হাল্‌কা পোষাক, হাত-পা ঢাকা জোব্বার মত। মুখ থেকে মুখোশ নামানো, পিঠে সিলিণ্ডার বাঁধা। তাদের পোষাকে পকেটের মত অনেকগুলো খোপ। তিনজন অভিযাত্রীকে ইতস্ততঃ করতে দেখে অধিবাসীটি আরো কাছে এগিয়ে এলো এবং দু-হাত বাড়িয়ে তিনজনের পরিহিত পোষাক দ্রুতহাতে খুলে দিতে লাগল। পোষাকের দড়ি-দড়া-বোতাম সব খোলা হয়ে গেলে অধিবাসীটি কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে তিন পৃথিবীবাসীর শরীর দেখতে লাগল। এখন তিনজনের পরণে শুধু গেঞ্জি আর ছোট অন্তর্বাস। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। এর মধ্যেই তিনটি মানুষ যেন নতুন গ্রহের পারিপার্শ্বিকের তীব্রতা সারা শরীর দিয়ে অনুভব করে শিউরে উঠল। পরক্ষণেই সেই পোষাক-বাহক দ্রুতহাতে ধাতব পোষাক চাপিয়ে দিল স্বপনের পেশীময় লোমশ বুকে। বিকাশের গোলাকার বলিষ্ঠ উরুর পিছন দিকে বোতাম এঁটে দিল, নির্মলের দীর্ঘ ছড়ানো দেহ টান-টান করে ধাতুর পোষাক বসিয়ে দিলো। নির্মল মনোযোগ দিয়ে পোষাকটি লক্ষ্য করে বলল—এই পোষাক দেখছি একসঙ্গেই সার্ট ও প্যাণ্টের কাজ করে। বিচিত্র সাজে সেজে তার বুঝি এখন বেশ মজা লাগছে। স্বপন খুব অবাক হয়ে বললে—'এটা কী হে, সামনের দিকে পেটের কাছে ঐ ঘড়ির মত? ১ থেকে ১০০০ পর্যন্ত লেখা!'

পোষাক পরানোর কাজ সারা হলে অধিবাসীটি তাদেরকে ইঙ্গিতে ডেকে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। নির্মল-বিকাশ স্বপনের আর বুঝতে বাকী রইলো না যে তাদের তিনজনকে নিয়ে এই গ্রহের

অধিবাসীদের একটা বড়োদরের পরিকল্পনা চলছে। আর এই পরিকল্পনার মূল নির্দেশক হল ঐ ছবি। এর থেকে মুক্তি পাবার আর উপায় নেই। নির্মল বলল—আমাদের পেছন পেছন যেতে বলছে।

স্বপন—হ্যাঁ, তাই মনে হয়।

বিকাশ—চল, যাওয়া যাক ওর পেছনে পেছনে।

ওদের তিনজনকে নিয়ে অধিবাসীটি হাজির হল একটা প্ল্যাটফরমের ওপর। তারা দেখল সেখানে আরো অনেক অধিবাসী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে তিনজনই অবাক। প্রায় একই সঙ্গে তিনজনে চেঁচিয়ে উঠল—'আরে, আরে ওকি?' অধিবাসীরা লাইন দিয়ে ওপরের দিকে উড়ে চলেছে। ওদের জন্যে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল।

নির্মল আঙুল তুলে দেখালে—'ছাখো, ছাখো, প্রথম লাইনের অধিবাসীদের গতি সমান।'

'কিন্তু, প্রতি লাইনের গতি আলাদা আলাদা'—বিকাশ ওপর থেকে চোখ না নামিয়েই বলল। স্বপন আরও একটু বিশ্লেষণ করে বলল—'ছাখো, প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক লাইনে প্রতি অধিবাসীর ওড়ার গতি সমান।' তিনজোড়া বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে দিয়ে বক-পাঁতির মত উড়ে চলল বিচিত্র মানুষের মালা।

যে-অধিবাসীটি তাদের এখানে নিয়ে এসেছে সে তাদের সঙ্কেত জানালো। কিন্তু সেই সঙ্কেত তাদের কারো বোধগম্য হল না। হাবভাব দেখে অধিবাসীটি বোধহয় বুঝতে পারল। তাই এগিয়ে এসে তিনজনকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর নিজের এবং তাদের তিনজনের পোষাকের সামনের ঘড়ির সুইচ্ টিপে কাঁটা ঘুরিয়ে নিয়ে এলো ২০ সংখ্যায়। আর—

আর দেখতে দেখতে চারজনই নয়-দশ ফুট ওপরে ভেসে উঠল। উঠেই চারজন সমান গতিতে সামনের দিকে উড়তে আরম্ভ করল।

এ যে কী বিস্ময়কর কাণ্ড কে কাকে বোঝাবে। পৃথিবীর তিনটি হতবাক্ মানুষ সবেগে উড়ে চলেছে। কী করে এটা সম্ভব হচ্ছে? পাশাপাশি চারজন উড়ে চলেছে—কিন্তু কেউ কারো দেহ স্পর্শ করছে না। পরস্পরের মধ্যবর্তী দূরত্বও সমান-সমান। এ যেন কম্প্যুটারের হিসেবের মত নির্ভুল। স্বপন চীৎকার করে বলে উঠল—

—এ কী আশ্চর্য!

—'অবাক হোয়ো না স্বপন, বিজ্ঞানীর মনে বিহ্বলতা থাকা উচিত নয়'—পাশ থেকে জবাব দিল নির্মল—'এর কারণটা বার করতে পার?'

বিকাশের ঠিক ডান পাশে উড়ে চলেছে তাদের গাইড—সেই অধিবাসীটি। তার দিকে তাকাবার অবসর নেই। বিকাশ কোন দিকে না তাকিয়েই বলল—'আমার মনে হয় আমি কারণটা ধরতে পেরেছি।'

'কী ব্যাপার, বলো তো'—নির্মল জিজ্ঞেস করে।

বিকাশ জবাব দেয়—'এরা প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত গতির পক্ষপাতী। সেই গমনাগমনের গতি ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে চায় এবং সেই সঙ্গে যানবাহনের বাহুল্য বর্জন করাও এদের লক্ষ্য।'

'তুমি কী বলতে চাইছ?' মাঝপথে স্বপন প্রশ্ন করে।

'আমি বলতে চাইছি'—বিকাশ আবার আরম্ভ করে—'এদের এই পোষাকটাই যান হিসাবে কাজ করছে।'

'এক্জ্যাক্ট্লি'—নির্মল সোৎসাহে বলে ওঠে—'আমি এটাও লক্ষ্য করেছি, যারা উড়ছে তাদের সব্বার পোষাক এক, এমনকি মাপেও যেও এক।'

বিকাশ—'সামনের এই ঘড়ির কাঁটাটি আসলে ওড়ার গতি নির্ণয় করে।'

স্বপন—'কিন্তু, আমরা থাম্‌ব কী করে। ঘড়ি তো আমার চালাতে জানি না।'

নির্মল—'আমাদের গাইডই-তা বাত্‌লে দেবে।'

তিনজনের ব্যাকুল কণ্ঠের কথাবার্তা ফুরোবার আগেই সামনে আর একটা প্ল্যাটফরম দেখা গেল। সেটার কাছাকাছি আসতেই গাইড তাদের ঘড়ির আর একটা সুইচের দিকে ইঙ্গিত করল। স্বপন সঙ্গীদের ডেকে বলল—'এই যে এটা, এটাই টিপতে বলছে।' তিনজনেই সুইচ্‌ টিপল। সঙ্গে সঙ্গে গতি কমে এলো এবং নিম্নমুখী হল। গাইড সহ সবাই নেমে দাঁড়ালো প্ল্যাটফরমে। অভাবনীয় অভিজ্ঞতায় মহাকাশচারীদের দেহমন যেন বদলে গিয়েছে। দেহে ক্লান্তি নেই এতটুকু। মন কিছুটা অবসন্ন—এইমাত্র।

গাইড তাদের ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে সামনে এগোতে লাগল। তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে কিছুদূর গিয়ে গাইড একটা ঘরের মধ্যে ঢুকল। ঘরটি অবিকল কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরির মত। সেই ঘরেই ঢুকতে হল গাইডের নির্দেশে। চতুর্দিকে যন্ত্রপাতি, সুইচ বোর্ড, ধাতু নির্মিত টেবিল, তাক, আলমারি, নানা আকৃতির পাত্র। ট্রম্বের গবেষণা-কেন্দ্রের ছবিটি নির্মলের চোখে ভেসে উঠল। হয়তো বা বিকাশ-স্বপনেরও তাই। কিন্তু তারা কেউ-ই বুঝতে পারছে না কেন তাদেরকে এখানে আনা হয়েছে। এতোক্ষণ ধরে যা কিছু ঘটছে তার উদ্দেশ্যই বা কী?

গাইড লোকটি অন্য একজন অধিবাসীকে ডেকে আনল। সেই অধিবাসীর হাতে লম্বা এবং বেশ মোটা একটি সিরিঞ্জ। অধিবাসীটি ঘরে ঢুকে গাইডের নাকের সামনে একটা ছোট কাপড়ের টুকরো তুলে ধরল এবং গাইড তৎক্ষণাৎ ঢলে পড়ে গেল। ক্লো-রো-ফর্ম···আঁতকে উঠল তিন মহাকাশচারী। নির্বিকার মুখে অধিবাসীটি গাইডকে একটি ইস্পাতের বেঞ্চিতে শুইয়ে দিল। ধীরে ধীরে নিথর হয়ে গেল গাইডের দেহ। বিকাশ আর্তনাদ করে উঠল—

—'নির্মল, গাইডকে মেরে ফেলেছে?'

—'এ্যাঁ, এসব কী হচ্ছে ?

—'এর মানে কী ?'

—'আমাদেরও একে একে মেরে ফেলবে ?'

—'ইয়েস্, হোয়াট্ টু ডু ?'

—'চল, এখান থেকে পালাই ।'

—'পালাতেই হবে, পালাতেই হবে, নইলে মরে যাব ।'

কার মুখ থেকে কোন্ কথা বেরুলো, কেউ বুঝতে পারল না। কেবল এক প্রচণ্ড আতঙ্ক তাদের হৃদপিণ্ডে আঘাত করতে লাগল। গাইডকে শুইয়ে দিয়ে অধিবাসীটি সিরিঞ্জ হাতে এগিয়ে এলো স্বপনের দিকে। স্বপন লাফ দিয়ে দু-পা সরে এলো। মুহূর্তের মধ্যে বিকাশ এবং নির্মল দরজার দিকে ছুটে গেল। দরজা বন্ধ। শরীরের স-ব শক্তি জড়ো করে দরজায় লাথি মারতে লাগল। কিন্তু লোহার মত দৃঢ় দরজা। অথচ দেখতে ঘষা কাঁচের মত। তবু দরজায় লাথির পর লাথি মারতে লাগল বিকাশ ও নির্মল। শুধু শব্দ উঠল, কপাট নড়ল না। এমন সময় তারা দেখতে পেল দুই হাতে স্বপনকে জাপটে ধরে অধিবাসীটি তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা সবাই মিলে অধিবাসীটিকে সজোরে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিতে চাইল। অথচ···অথচ সে-ও দরজার কপাটের মতই অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অধিবাসীটি অন্য দুই হাত বাড়িয়ে ওদের দুজনকে ধরতে গেল। লোহার সাঁড়াশির মত শক্ত হাতে আটকে গেল বিকাশ। শুধু নির্মল চোখের পলকে ছুটে গেল পাশের একটি যন্ত্র-ঠাসা ঘরে।

অধিবাসীটি বড় বড় চোখে শাসন তুলে দাঁড়ালো স্বপন ও বিকাশের দিকে। নিমেষের মধ্যে মোটা-লম্বা সিরিঞ্জটি বিঁধিয়ে দিলো স্বপনের মাথার ঠিক মাঝখানে। স্বপনের ভয়ার্ত চীৎকার শুনে বিকাশ চোখ বুঁজে কাঁপতে লাগল। এবারে সিরিঞ্জটি স্বপনের মাথা থেকে বার করে বিকাশের মাথায় ফুটিয়ে দিল। বিকাশের গলা দিয়ে বেরুলো একটি জান্তব আর্তনাদ।

'ভয় কোর না বিকাশ, আমি বেঁচে আছি'—অতর্কিতে শোনা গেল স্বপনের গলা। এক সেকেণ্ড পরেই বিকাশ চোখ মেলে তাকালো স্বপনের দিকে। স্বপনের মুখ থমথমে, এলোমেলো দৃষ্টি। তবু সে সান্ত্বনার সুরে বলল—'ভয় পেয়োনা, আমাদের মারবে না বোধহয়। ঐ ছ্যাখো কী করছে লোকটা'।

স্বপনের দৃষ্টি অনুসরণ করে বিকাশ দেখল লোকটা সেই একই সিরিঞ্জ বেঞ্চিতে পড়ে থাকা গাইডের মাথায় ফুটিয়ে দিচ্ছে। বিকাশের চেয়ে স্বপন এতোক্ষণে একটু বেশী ধাতস্থ হতে পেরেছে। স্বপন বলল—'ছ্যাখো, আমাদের মাথা থেকে যা কিছু বের করেছে সবই ঐ গাইডের মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে।'

বিকাশ প্রশ্ন করে—'এসবের কী উদ্দেশ্য?'

স্বপন বিড়বিড় করে—'দেখি, কী করে।'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে গাইড উঠে দাঁড়ালো। তাদের দুজনের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বলল—'এবারে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে আর অসুবিধে হবে না'! স্পষ্ট ভাষা শুনে বিকাশ এবং স্বপন বলে উঠল—'আরে? আপনি…মানে…আমাদের ভাষায়…এ কী করে সম্ভব হল?'

গাইড হেসে বলল—'খুব অবাক হচ্ছেন, তাই না? স্বাভাবিক। সব বুঝিয়ে বলছি। এই যে লোকটিকে দেখছেন—'

গাইডের কথা শেষ হবার আগেই পাশের ঘরে কিসের একটা শব্দ হল এবং অধিবাসীটি দৌড়ে চলে গেল সেদিকে। এদিকে গাইড হাসিমুখে বলতে লাগল—'ঐ লোকটি আপনাদের স্মৃতি আর আপনাদের কথা বলার ভঙ্গি, ক্ষমতা এবং ভাষার রীতি আমার মধ্যে ট্রান্স্ফার করেছে।'

'এ কী বলছেন?' স্বপন বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায়।

—'হ্যাঁ ঠিক তাই। আর এজন্যেই তো আমি অনায়াসে আপনাদের মত কথা বলছি। বিকাশ প্রশ্ন করে—'এর কী প্রয়োজন ছিল?'

গাইড হেসে জবাব দেয়—'আছে, আছে। প্রয়োজন আছে বৈকি! আচ্ছা, আপনাদের অন্য বন্ধুটি কোথায়?'

অধিবাসীটি পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে দাঁড়ালো। কোনো কথা বলল না। গাইডের প্রশ্নের জবাব দিলো বিকাশ—'কী জানি, কোন্ দিকে যে গেল।'

—'আচ্ছা, ওকে খুঁজে বার করবে'খন ও। ঐ লোকটারই দায়িত্ব রইলো সে-কাজে। আপনারা এবারে আমার সঙ্গে চলুন।'

—'কোথায়?' স্বপন অন্য বিপদের আশঙ্কায় কাতর হয়ে ওঠে।

—'আমার বাড়িতে চলুন। আপনাদের স-ব দেখাব, বুঝিয়ে সুজিয়ে দেবো।'

বিনাবাক্যে গাইডের পেছনে পেছনে বেরিয়ে গেল বিকাশ আর স্বপন।

[দুই]

ঘরটিতে কেউ নেই। চারদিকে শুধু সুইচ্ বোর্ড আর অসংখ্য বাল্‌ব। এখানে সে কোথায় লুকোবে! নির্মল ব্যতিব্যস্ত হয়ে আড়াল খুঁজতে লাগল। পাশের ঘর থেকে সিরিঞ্জ হাতে লোকটি হয়তো এখুনি ছুটে আসবে তাকে পাকড়াও করতে। কী করবে তখন সে? ও ঘর থেকে কোন প্রকারে পালিয়ে আসা গেছে। কিন্তু শেষ রক্ষা বুঝি আর হল না। লোকটার সারা গায়ে লৌহস্তম্ভের মত শক্তি, এতগুলো হাত যেন অক্টোপাসের শুঁড়। তা ছাড়া কী অসম্ভব চট্‌পটে। চক্ষের নিমেষে সে চেপে ধরতে পারে।

নির্মল বিভ্রান্ত চোখে লুকোবার মত একটা জায়গা খুঁজতে লাগল। পালাতে পারলে সব চেয়ে ভালো হত। কিন্তু স্বয়ংক্রিয় দরজার কপাটগুলি বন্ধ করা আছে। কোনো রকম আঘাতেও সে দরজা খুলবেনা। দেয়াল ধরে দাঁড়াবার উপায় নেই। যেখানটায় হাত

পড়ছে সেখানটাতেই সুইচ্ বোর্ড। আঙুলের ছোঁয়া লেগে পট্ পট্ করে নানারকম আলো জ্বলে উঠছে। সুইচ্ হাতড়াতে হাতড়াতে নির্মল বাঁ দিকের দেয়ালের কোণে চলে এলো। এখানটায় একটা পার্টিশন আছে কালো অন্ধকার কাচের। সেই পার্টিশনের ফাঁকে কোনোমতে লেপটে দাঁড়িয়ে পড়ল নির্মল। আর তখনই একটা অবিশ্বাস ব্যাপার ঘটে গেল। দেয়ালের সঙ্গে লেপটে দাঁড়াতে গিয়ে হঠাৎ-ই তার হাত ঠেকে গেল একটি সুইচের গায়ে। আর তৎক্ষণাৎ কালো কাচের পার্টিশনে লাগানো একটা বাল্‌ব জ্বলে উঠল। আশ্চর্য রকমের একটা রঙ ফুটে উঠল বাল্‌বের গায়ে। এই রঙটির কোনো নাম দেওয়া চলে না—না বেগুনি, না গোলাপি, না মেরুণ—এমনই অদ্ভুত রঙ। এই রঙ পৃথিবীর কোথাও দেখা যায় না। বিজ্ঞানী নির্মল ভালো করেই জানে যে ব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক বর্ণ আছে যা দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ সেগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। মানুষ যে রঙটাকে বলে সবুজ—সেই সবুজের ভিতরকার অনেক রঙ-ই চোখে ধরা পড়ে না, তেমনি লাল হলুদ, খয়েরি ইত্যাদি কোনো রঙেরই সবটা চোখে দেখা যায়না। সেই রঙগুলো ব্যাখার অতীত। জ্বলে ওঠা বালবের গায়ে এমনই এক অদ্ভুত আলো ফুটে উঠল কালো কাচের গায়ে। মুহূর্তে নির্মলের মাথায় এক বুদ্ধির তড়িৎ খেলে গেল। তার মনে হল কালো কাচের বিপরীতে যে রঙ ফুটে উঠেছে, কালো কাচ থেকে সরিয়ে আনলে সেই রঙটা আর কারুর চোখে পড়বেনা। মানুষের চোখে তো নয়ই, এই গ্রহের অধিবাসীরাও হয়তো এই রঙ আলাদা করে দেখতে পাবে না। তাই বাল্‌বটিকে ভিন্ন বর্ণের কাচের গায়ে ঝুলিয়ে রেখেছে। অতএব এই বাল্‌বটি যদি শরীরের সঙ্গে যুক্ত করে জ্বালিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তার দেহ ঐ অদৃশ্য রঙের আবরণে ঢাকা পড়ে যাবে, আর রঙটি দৃষ্টিগোচর হবে না বলে তার দেহটিও কারো চোখে পড়বে না। স্টেজের ফুট লাইটে লাল আলো জ্বাললে অভিনেতার দেহটি রক্তিম দেখায়, নীল আলো জ্বললে দেখায় নীল বর্ণের, সবুজ আলো জ্বললে

সবুজ। তেমনি দেহের কোনো অংশে এই অদৃশ্য রঙের আলো জ্বললে সেই আলোর আবরণে দেহটি ও অদৃশ্য বোধ হবে। এই কথাটি মনে পড়া মাত্র নির্মল উন্মাদের মত ব্যাকুল হাত বাড়িয়ে বাল্‌বটি খুলে নিল হোল্‌ডার থেকে। পরনের পোষাকেই আছে তড়িৎ-সংযোগের ব্যবস্থা। কোমরের ডান দিকে পকেটের মত খোপে আছে তারযুক্ত ব্যাটারী। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নির্মল সেই বাল্‌বটিকে পোষাকের একটি ভাঁজে স্থাপন করে ব্যাটারীর তার যুক্ত করে দিল। আলো জ্বলে উঠল। আর, সে আলোর রঙে নির্মলের দেহ আবৃত হয়ে গেল। এখন সে যেখানে খুশী দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। হাত বাড়িয়ে ধরতে আসবে না। কিন্তু মন থেকে সংশয় পুরোপুরি গেলনা। এই রঙটা মানুষ দেখতে পায় না বলে এই গ্রহের অধিবাসীরাও দেখতে পাবে না তার কি স্থিরতা আছে? বুকে সাহস জড়ো করে পার্টিশনের আড়াল থেকে ঘরের মাঝখানে বেরিয়ে এলো নির্মল। চৌকো ঘরের একটি দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় ভেন্টিলেটারের মত বসানো জানলা। আপাততঃ ওটিই একমাত্র পালাবার পথ! আর কিছু চিন্তা করার সময় নেই। পাশের ঘর থেকে স্বপনের চীৎকার শোনা গেল, পরক্ষণেই বিকাশের। ওরা এতোক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। এবারে নিশ্চয়ই তাকে ধরতে আসবে ঐ বীভৎস লোকটি। না, আর অপেক্ষা নয়। দুর্বার সাহস নিয়ে সুইচ বোর্ডের কোণ গুলিতে পা দিয়ে দিয়ে, হাত বাড়িয়ে উঁচু সুইচ বোর্ডের কোণ ধরে বাদুড়ের মত ঝুলে পড়ল নির্মল। অতি কষ্টে ভেন্টিলেটারের কাচ ঠেলে খুলে দিতে পারল। আর, মুহূর্তের মধ্যে কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে লাফিয়ে পড়ল ল্যাবরেটরির বাইরে। লাফিয়ে পড়ার শব্দ কি কেউ শুনতে পেল?

এখন কী করবে সে? কোন্ দিকে যাবে? তাকে কি কেউ দেখতে পাচ্ছে? কারো নজরে পড়লে কি আর সে বেঁচে থাকবে?—এক ঝাঁক প্রশ্ন তার মনের মধ্যে ভীড় করে এলো! কিন্তু আর বিমূঢ়তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলেনা। ল্যাবরেটরির ত্রিসীমানা

পেরিয়ে যেতে হবে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের মত নির্মল ছুটতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে কতদূরে এসেছে কে জানে। কিন্তু হঠাৎ-ই দাঁড়াতে হল। সামান্য দূরে দুটি লোকের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলছে। ওরা কারা? নির্মলের সারা শরীর ভয়ে শিউরে উঠল। ওরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছে? একটি লোক পালাতে চাইছে, কিন্তু ওই কুঁজো মত লোকটি তাকে বারবার জাপটে ধরার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত জোয়ান লোকটি অবসন্ন হয়ে কুঁজো লোকটির কবলে ধরা পড়ে গেল। নির্মল খানিক দূরে দাঁড়িয়ে হতভম্বের মত তাকিয়ে দেখতে পেল কুঁজো লোকটি অপর ব্যক্তির হাত জাপটে ধরে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। আর পালাবার পথ নেই। এবার সেও ধরা পড়ে যাবে। সরে যাবার কথা ভেবেও নির্মল এক ইঞ্চি নড়তে পারলনা। আতঙ্কে তার পা দুটো ভারী হয়ে গেছে। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। ক্রমশ এগিয়ে আসছে লোক দুটি। এখন তাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ধরা পড়ে যাওয়া লোকটির হাত মাত্র চারটে। চারটে হাতই এখন ডানা ভাঙা জটায়ুর মত দু-পাশে ঝুলে আছে। তার চোখে-মুখে অবসাদ। কুঁজো লোকটির চোখে ক্রূর দৃষ্টি, দশটি হাতের পেশী যেন ক্রোধে এবং বিজয় গর্বে ফুলে ফুলে উঠছে। নির্মল স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে রইল। জীবনে কখনো তার এরকম নিজেকে অসহায় মনে হয়নি। আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। তারপরেই সে দু-জন গ্রহবাসীর নজরে পড়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে···উফ্, নির্মল আর কিছু বুঝতে না পেরে চোখ বুজে ফেলল। আর সেই এক পলকের অবকাশে লোক দুটি তার পাশ দিয়ে হন হন করে হেঁটে চলে গেল।

চোখ মেলেই নির্মলের বুক ফুঁড়ে যেন এক প্রবল 'হুর্‌রে' ধ্বনি বেরিয়ে আসতে চাইল। ওরা তাকে দেখতে পায়নি, নিশ্চয়ই দেখতে পায়নি। দেখতে পেলে একজন পৃথিবীবাসীকে মাঝপথে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও কিছুতেই পাশ কাটিয়ে চলে যেতো না।

আলোর রঙের আবরণ তাকে যথার্থই ঢেকে রেখেছে। তাহলে এই গ্রহের অধিবাসীরাও ওই রঙটি সাদা চোখে দেখতে পায়না? নির্মল যেন আনন্দে ফেটে পড়তে চাইল। নিজেই নিজের বুদ্ধির জন্যে গর্ব বোধ করল। সে নিশ্চিত হয়ে গেল এই গ্রহের কেউ আর তাকে হত্যা করতে পারবেনা। এ যে কত বড় শান্তি সে কাকে বোঝাবে! এই আলোর আবরণ নিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে, যা খুশী করবে—কেউ তাকে বাধা দিতে আসবে না। কিন্তু, সে ঘুরে বেড়াবেই বা কেন? এই গ্রহে অকারণে পড়ে থাকবেই বা কেন? ত্রিশূল চালিয়ে সে আবার পৃথিবীর দিকে যাবে। অবশ্য ত্রিশূল এদের হাতে বন্দী হয়ে পড়ে আছে। তাকে মুক্ত করার কৌশল জেনে নেওয়া অত সোজা নয়। অগত্যা—

—অগত্যা নির্মলের কৌতূহলী মন সজাগ হয়ে উঠল। পৃথিবীর মানুষদের মত ঐ দুটো অধিবাসী এরকম ধস্তাধস্তি করছিল কেন এবং এখন তারা গেলই বা কোথায়—সেটুকু জেনে নেবার জন্যে তার মনে একধরণের অস্থিরতা জেগে উঠল।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল লোক দুটি বেশ খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। দ্রুত পায়ে সে তাদের অনুসরণ করতে লাগল।

[তিন]

—'এই ল্যাবরেটরিতে কী হয়?'—ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে পা দিয়ে প্রথম কথা বলল স্বপন, তার কথার লক্ষ্য কয়েক পা দূরে এগিয়ে যাওয়া গাইড। স্বপনের প্রশ্ন শুনে গাইড ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর বিকাশ এবং স্বপনের সঙ্গে এক লাইনে হাঁটতে হাঁটতে বলল—'কী না হয়? সবই হয়। প্রধানতঃ এখানে ইচ্ছেমতো টেষ্ট-টিউবে মানুষ তৈরী করা হয়। যে রকম খুশী মানুষ। হুবহু আপনার বা আমার মত। অন্য যে-কোনো রকমও হয়ে থাকে।'—গাইডের কথা শুনে

বিকাশ যেন তেমন অবাক হল না। টেষ্টটিউবে মানুষ সৃষ্টি করা তার কাছে তেমন অবাক কাণ্ড কিছু নয়। সে জিজ্ঞোসা করল—'আর কি কাজ হয় ?'

গাইডও নির্বিকার মুখে জবাব দিল—'আর স্মৃতি বা বচন ক্ষমতার ট্রান্সফার তো স্বচক্ষেই দেখলেন।' স্বপন শুধু 'হুম' শব্দ করে নীরবে হাঁটতে লাগল। কেউ আর কোন কথা না বলে পা চালালো। স্মৃতির ট্রান্সফার—ঐ ভীষণ ঘটনার মুহূর্তেই নির্মল নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কোথায় গেছে কে বলবে ? এখনো বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে ! বেঁচে থাকার প্রসঙ্গ মনে আসায় বিকাশ হঠাৎ-ই জিজ্ঞেস করে বসল—'আচ্ছা, আমাদের কাছে আপনারা কী চান ?'

—'মানে ?'—গাইড পাল্‌টা প্রশ্ন করল।

'মানে হল, এই আরকি, ইয়ে, মানে'—বিকাশ আম্‌তা আম্‌তা করে বলল—'আমাদের কোনো ভয় নেই তো ?'

গাইড সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো না। কয়েক পা হাঁটতে হাঁটতে একটু থেমে থেমে বলল—

—'তা ঠিক বলতে পারব না। তবে আজকের দিনটা অন্তত আপনাদের কোনো ভয় নেই। কারণ'—

স্বপন ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করে 'কী কারণ ?'

—'কারণ আজ আমাদের দেশের এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বিয়ে।'

'বি-য়ে ?' বিকাশ এবং স্বপন নিতান্তই অবাক হয়ে গেল।

'—হ্যাঁ বিয়ে। আপনারাও দেখতে পাবেন।'

কথায় কথায় তারা তিনজন একটি ঘরের কাছে এসে হাজির হল। আয়তনে খুব বড় নয়, মাঝারি। গাইড যদিও বলল 'এই যে আমার ঘর' তবুও এটিকে ঠিক বাসগৃহ মনে হলনা। এটাও অনেকটা ল্যাবরেটরির মত। গাইড ওদের দুজনকে ডাক দিল—'আসুন ভিতরে।'

আবার একটা ঘরে প্রবেশ করতে দুজনই ইতস্ততঃ করছিল।

ঐ ঘরের মধ্যে কোন্ অজানা বিপদ যে ওত পেতে বসে আছে তা কে বলে দেবে। কিন্তু মনের ভয় প্রকাশ করে ফেলা তখন অসৌজন্য হবে। বিশেষ করে গাইড যখন বলেছে খুব শীগগির কোন বিপদ ঘটবে না। মনের ভাব চাপা দেবার জন্যে স্বপন পুরাণো প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রশ্ন করল—'আমরা এই গ্রহে নেমে যার প্রোজেক্শন দেখেছি, তারই কি বিয়ে?'

—'হ্যাঁ উনিই আমাদের রাজা, অর্থাৎ এ গ্রহের প্রধান ব্যক্তি।' গাইডের কথায় কিছু কিছু ব্যাপার এখন স্পষ্ট হয়ে আসছে।

ঘরে ঢুকে গাইড ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল—'আপনারা নিশ্চয়ই স্নান করতে ভালোবাসেন? চলে যান ঐ পাশের বাথরুমে। চট্ করে স্নানটা সেরে নিন।'

বিকাশ যেন তার কথা শুনতেই পায় নি এমন ভাব করে হঠাৎ বলল—'আচ্ছা আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করবেন। একটা কেন, পদে পদে যা মনে আসে তাই জিজ্ঞেস করবেন। বলুন।'

গাইড প্রশ্নের জবাব দিতে দস্তুর মত উৎসাহ দেখালো। বিকাশ বলল—'এখানে আসবার পথে দেখলাম একজন লোক একা একা দাঁড়িয়ে কী একটা ট্যাবলেট খাচ্ছে, ওটা কী?'

'ওঃ, ও-টা? বলছি। ঐ লোকটার মনে খু-ব দুঃখ হয়েছে, তাই আনন্দ অনুভূতি জাগায় এমন ট্যাবলেট খাচ্ছিলো।'

'সেটা আবার কী?'—বিকাশ রীতিমত বিব্রত বোধ করে।

গাইড বুঝিয়ে বলতে থাকে—'অনুভূতি ব্যাপারটা তো মস্তিষ্কের কয়েকটি কোষের রাসায়নিক ক্রিয়া। সেই রাসায়নিক ক্রিয়াও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বিভিন্ন অনুভূতি সৃষ্টিকারী বিভিন্নরকম ট্যাবলেট আমাদের এখানে রয়েছে। কোষের রাসায়নিক ক্রিয়া দমন করার জন্যে বাইরে থেকে বিপরীত রাসায়নিক শক্তি পাঠালেই তো প্রয়োজন মত অনুভূতি বদলানো যায়।

'বলেন কী ?'—স্বপন যেন লাফ দিয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি'—গাইড অবিচলিত কণ্ঠে বলল—'রাজার সঙ্গে যে মেয়েটির বিয়ে হতে চলেছে সেই মেয়েটিকে আসলে বিয়ে করতে চেয়েছিল ঐ লোকটি। কিন্তু ঐ মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত পেলো না বলেই লোকটি খুব দুঃখ পেয়েছে। অতএব— আচ্ছা, যান যান, স্নান সেরে আসুন।' গাইড ওদেরকে তাড়া দিয়ে বলে—'দরজা বন্ধ করে পোষাক খুলে নেবেন। পারবেন তো ? এরপর ১ নম্বর সুইচ টিপে এক মিনিট পরে ২ নম্বর সুইচ টিপবেন। ব্যস্, আর কিছু না।'

স্বপন—সুইচ্ টিপে স্নান ?

গাইড—হ্যাঁ, ২ নম্বর সুইচ টিপলেই এক ধরণের জোরালো ঠাণ্ডা গ্যাস এসে আপনার শরীরের সমস্ত নোংরা সাফ করে দেবে, শরীরকে ঠাণ্ডাও করবে। ঠাণ্ডার মাত্রা বাড়ানো কমানোর জন্যে ১-২ লেখা আর একটা কন্ট্রোলার বোর্ড আছে।

বিকাশ—আশ্চর্য ব্যবস্থা তো ?

গাইড—'খুব আশ্চর্য লাগছে ? এখন বলুন কী ধরণের খাবার আপনারা খেতে চান। আমি ল্যাবরেটরি থেকে চট্ করে আপনাদের খাবার তৈরী করে নিয়ে আসি'—কথা বলতে বলতে গাইড মৃদু হাসল। তারপর বলল—'হয়তো আপনারা খাবার তৈরীর কথা শুনেও অবাক হচ্ছেন। মহাকাশযান নিয়ে বেরিয়েছেন, তাই আপনারা বিজ্ঞানের খবর রাখেন আশা করি। হয়তো জানেন, স্বাদ ইত্যাদি হল কতকগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়া। কোন স্বাদের জন্য কি কি রাসায়নিক দ্রব্য কতখানি দরকার হবে তা আমরা জানি। সেই সব রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োজন মত মিশিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা যে কো[illegible] খাবার তৈরী করতে পারি।'

স্বপন ব্যস্তভাবে জানতে চাইল এখানে চাষ করে ফ[illegible] ফলানো হয় কি না। গাইড বুঝিয়ে দিল যে ফসল হয় বটে, [illegible] পৃথিবীর ফসলের সঙ্গে তার মিল হয়তো নেই।

খাবার-দাবারের ব্যবস্থা বুঝে গাইড বিদায় নিল। বিকাশ ও স্বপন ঢুকলো বাথরুমে।

ছু-মিনিটে স্নান সেরে বেরিয়েই তারা দেখতে পেল গাইড হাজির। জানালো খাবার তৈরী। কিন্তু খাবার খেতে যেতে হবে ল্যাবরেটরিতে। গাইড আরও জানালো ওদের এই দেশে মোট পঞ্চাশটি ল্যবরেটরি আছে যাতে প্রত্যেকের খাবার তৈরী হয় এবং প্রত্যেককে খেতেও হয় ঐ সব ল্যাবরেটরিতে বসে।

বিকাশ ও স্বপন ল্যাবরেটরিতে গিয়ে দেখে আরো অনেকে খেতে বসেছে। খাদ্য-খাদকের এক বিচিত্র দৃশ্য দেখে তারা কেবলই ক্ষণে ক্ষণে অবাক হতে লাগল। তারাও খেতে বসল। কিন্তু অবাক কাণ্ড—তাদের খাদ্য তো সেই চিরপরিচিত ডাল-ভাত-তরকারী-মিষ্টি-ছুধ! এরা কী করে এমন সুস্বাছু খাবার তৈরী করল? খানিকটা দূরে নিজের আসনে খেতে বসেছিল গাইড। সে খেতে খেতে বলল—'এখানে মাঠে বা ল্যাবরেটরিতে খাবার অতি অল্প সময়ে তৈরী করা যায়। যত বড় খুশী আকারের সর্বোৎকৃষ্ট যে কোনো খাবার, যে কোনো ফসল তৈরী করতে পারি আমরা। যে-কোনো গাছ যে-কোনো ফল মাত্র কয়েক মিনিটে ফলানো যায়। সেসব ফলের আকার এবং স্বাদও ইচ্ছে মতো বদল করা যায়।'

অসামান্য ক্ষমতার কথা শুনতে শুনতে বিকাশ মন্তব্য করে—'আপনাদের দেখছি বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের বিশেষ প্রয়োজন। এত রাসায়নিক দ্রব্য পান কোথা থেকে?'

'কোথা থেকে পাই?' গাইড খাবার থেকে মুখ তুলে বলে—'রাসায়নিক দ্রব্যেরও অনুভূতি আছে। উত্তেজনায় সাড়া দেয়। ওদেরও চাষ হয় এখানে। তা ছাড়া…'

'তা ছাড়া?'

—'তা ছাড়া আমাদের গ্রহে আছেন একজন প্রধান এবং পাঁচজন সহকারী কেমিস্ট। তাঁরা তাঁদের উদ্ভাবন শক্তি দিয়ে নিয়মিত কেমিক্যাল্‌স্ তৈরী করেন।'

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে গ্যাসের সাহায্যে হাত মুখ ধুয়ে নেয় ওরা। স্বপন আপন মনেই বলতে থাকে—'কী উন্নত আপনারা! খাওয়া-দাওয়ার সামান্য কষ্টটুকুও নেই।' 'অনেকে তো আবার ঝামেলা কমাতে পেট ভরানো ট্যাবলেটও খায়। একটা ট্যাবলেট খেয়ে আপনি যত দিন খুশী কিছু না খেয়েও থাকতে পারেন। শরীরেরও কোনো ক্ষতি হবেনা—' হেসে জবাব দেয় গাইড।

ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। বিকাশ জানতে চাইল রাজার বিয়ে কখন। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে। ওদেরকেও নাকি যেতে হবে সেই বিয়েতে। রাজার আমন্ত্রণ। স্বপন কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছেনা। এ দেশে মানুষ তৈরী করা হয় ল্যাবরেটরিতে, এবং এদের মধ্যে নারীর কোনো ভূমিকাই নেই। এমনকি সন্তানের জন্মদান ও পালনের দায়িত্বও নারীর ওপর নয়। তবু এখানে বিবাহ প্রচলিত আছে কেন? নারী পুরুষের সংসার সাজানোর অর্থ কী? কিন্তু মুখ ফুটে এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করেনি।

এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে গাইড ওদেরকে চম্‌কে দিয়ে বলে 'রাজার আদেশে কাল আপনাদের বিচার হবে।'

'বি-চা-র?' আর্তনাদ করে ওঠে দুজনে। গাইড আর কোনো কথা বলেনি। সন্ধ্যে হয়ে আসায় গাইডের সঙ্গে ওরা দুজন এগিয়ে চলে রাজবাড়ীর দিকে।

[চার]

মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল নির্মলের। বিকাশ আর স্বপনকে গাইডের সঙ্গে যেতে দেখেও ধরা দিল না তাদের কাছে। তবে স্বপন, বিকাশ বেঁচে আছে দেখে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো সে। নীরবে ভীড়ের পেছনে পেছনে সে-ও পা বাড়ালো দুর্গের দিকে। বিকাশ-স্বপন আর গাইড লাইন থেকে একটু বেরিয়ে এসে আলাদা ভাবে হেঁটে চলেছে। নির্মল

ঠিক তাদের পেছনে এসে দাঁড়ালো। তখনো সে ভাবতে পারেনি যে তার জন্যে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছে। সে ওদের তিনজনের পেছনে চলতে চলতে স্পষ্ট শুনতে পেল গাইড খাঁটি বাংলা ভাষায় বলছে—'ঐ যে আমাদের রাজার বাড়ী'। 'আমরা কি এই খাবার থালাগুলো রাজার পায়ের কাছে রাখব?'—স্বপন হাতের থালা দেখিয়ে প্রশ্ন করল গাইডকে। বিকাশ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—'না, তা কেন, উনি তো বলেছেন যে থালাগুলো রাখতে হবে সারিবদ্ধ ভাবে মেঝের ওপরে।'

'হ্যাঁ, এটা এখানকার একটা রীতি'—গাইড বলতে লাগল- 'থালাগুলো থাকবে ঘরের মাঝখানে। রাজার বিয়ে হয়ে গেলে পর প্রত্যেকে নিজের নিজের থালা আবার হাতে তুলে নেবে এবং বাইরে খোলা মাঠে বেরিয়ে এসে থালার খাবার-দাবার খাবে।'

গাইডের কথা ফুরোতেই স্বপন বলে উঠল—'আপনি আবার কষ্ট করে আমাদের জন্যে পৃথক খাবারের ব্যবস্থা করলেন।'

'না, না, কষ্ট তো কিছু নেই। কী করে খাবার তৈরী হয় স-বই তো বলেছি। আচ্ছা, চলুন, এগোই আমরা।'

রা-জা-র বিয়ে? ঐ দুর্গে? স্বপনরা ওখানেই যাচ্ছে? নির্মল কিছু ঠাহর করতে পারল না। কেবল ওদের তিনজনের সঙ্গে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল রাজবাড়ীর দিকে। মনে মনে আওড়ালে—এখানকার রাজার বিয়ে। সেই প্রোজেকশনের ছবিই কি রাজা?

[পাঁচ]

ল্যাবরেটরিতে লাইন দিয়ে খাবারের থালা আনবার সময় কয়েকজনকে দেখা গেছে বটে কিন্তু তখন ওদের কারুর প্রতি তেমন নজর দেয়নি বিকাশ ও স্বপন। এখন হঠাৎ রাজবাড়ীর সোপানে দাঁড়িয়ে একরাশ মধুর ঝমাঝম্ শব্দ শুনে দুজনে একসঙ্গে ডান দিকে চোখ ফেরালো। পৃথিবীর নৃত্যশিল্পীদের মত এই রমণীমণ্ডলের পরণে

উজ্জ্বল শাড়ি নেই, হাতে গলায় ফুলের গয়না নেই, মাথায় নেই সাদা মখমলের ওড়না—তবু এই মহিলারা যে নর্তকী তা তাদের পায়ের ঝুমুর, দেহের কমনীয় ভঙ্গি এবং এক বিশেষ ধরনের সাজ-সজ্জা দেখেই বোঝা যায়। মেয়েদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ঝক্‌ঝকে ধাতবপাত্র—অনেকটা ধূপদানীর মত। মাথার ওপর ঝুঁটি করে বাঁধা চুলে ইস্পাতের গোলাকার কুণ্ডল, চোখের ওপরে-নীচে কাজলের মত টানা হাল্‌কা সবুজ রঙ, সুডৌল গালে লাল-নীল রঙের সূক্ষ্ম নক্সা আঁকা, চিবুকে অভ্র চূর্ণের মত কী যেন চিক্‌ চিক্‌ করছে, প্রত্যেকের ঠোঁটে চিকন হাসি। আর তাদের পরণে অদ্ভুত কালো রঙের পোষাক—সেই সুইচ-বসানো জামা ও প্যাণ্ট। প্রত্যেকের হাত মাত্র দুটি করে, চোখও এক জোড়া করে। পায়ের গোড়ালিতে কয়েক সারি অদ্ভুত নূপুর বাঁধা রয়েছে। সেই নূপুরের শব্দ মধুর কিন্তু খুবই প্রবল। চারদিকে পায়ের ধ্বনি ছড়িয়ে সেই সব মেয়েরা দল বেঁধে দুর্গের ভিতরে ঢুকে গেল।

বিচিত্র সাজের মহিলাদের দিকে তাকিয়ে বিকাশ যেন আপন মনেই বলল—'বিয়ের পর নাচ-গান হবে মনে হচ্ছে।'

স্বপন ও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলল—'আমারও তা-ই বোধ হচ্ছে। ওদের অনেককেই দেখতে কিন্তু অবিকল আমাদের মানে মানুষদের মত। তাই না?'

'ওদের দেখে অবধি আমার ভুল হয়ে যাচ্ছে আমরা আমাদের পৃথিবীতেই এখনো আছি কি না'—বিকাশ জবাব দিলো। সে একটু থেমে আবার বলল—'তা ছাড়া ছাখো, সমস্ত ব্যাপারটাই—'

'কী, বল'—স্বপন উৎসুক হয়ে ওঠে।

'মানে গোটা বিয়ের অনুষ্ঠানটাই কী রকম যেন আমাদের পরিচিত বিয়ে-টিয়ের মত। খাওয়াদাওয়া আছে, জমায়েত হচ্ছে, আবার সেই সঙ্গে আনন্দানুষ্ঠানও আছে মনে হচ্ছে'—বিকাশ কথা বলতে বলতে হাসল।

স্বপন মাথা নেড়ে বলল—'তুমি ঠিকই বলছ বিকাশ। আচ্ছা, এদের বিবাহের রীতি কী রকম?'

'তা তো আমিও জানি না। গাইডকে জিজ্ঞেস কর তো?' বিকাশ গাইডের দিকে মুখ ফেরাতে গিয়ে দেখল ওদের কাছ থেকে সে একটু এগিয়ে গেছে। কয়েক পা তাড়াতাড়ি হেঁটে ওরা গাইডের কাছাকাছি এগিয়ে এলো। গাইড তাদের প্রশ্ন শুনে প্রথমে একটু হাসল নীরবে, তারপর হাসিমুখেই বলল—

'আপনারা যে বিজ্ঞানী তা বুঝতে পারছি;'

'কী করে?'

'অর্থাৎ স-ব ব্যাপারেই দেখছি আপনাদের খুব কৌতূহল। আচ্ছা বলছি, শুনুন। এখানকার আমরা সব্বাই গিয়ে তো সভাগৃহে ঢুকব, দেখব সেখানকার মেঝেতে প্রত্যেকের থালা সাজিয়ে রাখার জন্যে ছক কাটা আছে। থালার পাশে পানীয়ের গেলাস রাখার জন্যে থাকবে ছোট ছোট বৃত্তের মত গোল দাগ। একদিকে থাকবে দুটো সিংহাসন —একটিতে বসবেন রাজা, অপরটিতে রাজার ভাবী স্ত্রী। আরেক দিকে গ্রহের গণ্যমান্যদের যেমন ধরুন বিচারক, প্রধান কেমিস্ট, সহকারী কেমিস্ট ছ-জন, পদার্থবিদ্যা বিশারদ, গণিত বিদ্যার প্রধানগণ, আইনরক্ষক (আপনাদের ভাষায় পুলিশ অফিসার), বিভিন্ন ল্যাবরেটরির ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী প্রমুখের আসন থাকবে, আরেকদিকে দর্শনার্থীদের জন্য বিরাট খোলা জায়গা। কিন্তু দরজার দিকে কারুর দাঁড়াবার বা বসবার জায়গা থাকবে না। সময় হলে একজন বিশিষ্ট নাগরিক দুহাতে দুই গেলাস পানীয় নিয়ে এসে ঢুকবে ঐ দরজা দিয়ে। থালা সাজানো মেঝের মাঝখান দিয়ে থাকবে তার এগিয়ে যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে, সে সোজা এগিয়ে যাবে রাজা-রাণীর কাছে। রাজা ও রাণী তাঁদের জন্য নির্ধারিত গেলাস দুটি হাতে তুলে নেবেন, পরস্পরের গেলাস বাড়িয়ে জনগণকে অভিবাদন জানাবেন, জনতার হর্ষ-ধ্বনি যখন চরমে উঠবে তখন তাঁরা একজনের গেলাসের সঙ্গে আর একজনের গেলাস ঠেকিয়ে দিয়েই আবার সরিয়ে নেবেন। তারপর বিচারক তাঁর আসনে বসে সঠিক সময় ঘোষণা করতেই প্রথমে রাজা তাঁর পানীয় গ্রহণ করবেন,

ধীরে ধীরে পান করলে হবে না—এক নিশ্বাসে সবটুকু পান করবেন। রাজার পানীয় গ্রহণ শেষ হয়ে গেলে রানী তাঁর গেলাস ঠোঁটে ঠেকিয়ে পান সুরু করবেন। ব্যস্, বিয়ের ব্যাপার শেষ।'

'ব্যস্ আর কিছু নয় ?'—স্বপন জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, আবার কি ? রাজার বিয়ে হয়ে গেলে যার যার খাবার থালা এবং গেলাস নিয়ে দুর্গের বাইরে চলে এসে খাওয়া দাওয়া করবে।' গাইড খুব সাবলীল ভাবে কথা বলল।

'কিন্তু নাচ-গান, মানে আনন্দানুষ্ঠান কখন হবে ?' বিকাশ উৎসুক গলায় প্রশ্ন করে।

'নাচ গান হবে কে বলল আপনাদের ?'—গাইড হাসতে আরম্ভ করল।

'না, মানে, এই অনুমানে বলছি। সাজ গোজ করা মেয়েদের দেখলাম কি না তাই'—বিকাশ আম্‌তা আম্‌তা করে বলে।

'ঠিকই ধরেছেন। খাওয়া-দাওয়ার পর ঐ সভাগৃহেই বস্‌বে নাচগানের আসর। তখন সেখানে সবার অবাধ গতি। যার খুশী দেখতে যাবে, যার খুশী যাবে না। আপনার মনে হচ্ছে—'গাইড বিকাশের দিকে তাকিয়ে রসিকতা করে বলল—'মেয়েদের নাচ দেখার খুব আগ্রহ আছে ?'

বিকাশ একটু লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলল—'না ঠিক তা নয়। তবে কি না ঐ মেয়েদের দেখলাম'—বিকাশের কথা শেষ না হতেই গাইড রসিকতার মাত্রা বাড়িয়ে বলল—'খুব পছন্দ সই ?'

'না, সে কথা নয়—' বিকাশ একটু গম্ভীর হয়ে বলে—,ওদের অনেককেই আমাদের মত দেখতে।'

কথাটা শোনামাত্র গাইড সতর্ক চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো বিকাশের চোখের দিকে। কী যেন ভাবল কয়েক সেকেণ্ড তারপর টেনে টেনে বলল—'আপনাদের মত দেখতে মনে হচ্ছে বুঝি ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই'—স্বপন আগ্রহ দেখিয়ে বলল।

'এদের কয়েকজনকে তৈরী করা হয়েছে ল্যাবরেটরিতে, আর—গাইড অন্যমনস্কের মত একবার থেমে গেল। পরক্ষণেই সচেতন হয়ে বলতে লাগল—'যাদের আপনাদের মত দেখতে তাদের ধরে আনা—হয়েছে এ্যান্টি পৃথিবী থেকে।'

'এ্যা-ন্টি পৃ-থি-বী?'—বিকাশের গলায় যেন একটি নামের বিস্ফোরণ ঘটে গেল। স্বপনের জোড়া-ভুরু বিস্ময়ে ধনুকের মত বেঁকে উঠল।

গাইড গম্ভীর ভাবে ঠোঁট কামড়ে তীক্ষ্ণ চোখে ওদের দুজনকে দেখতে লাগল। বিকাশ ও স্বপনের বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি দেখে গাইডই আবার কথা বলল—

'আপনারা কিছু বলবেন মনে হচ্ছে?'

বিকাশ এবং স্বপন তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিলো না। কেবল পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। এদিকে দুর্গের ভেতরে ভীড় খুব বেড়ে উঠেছে। ঝল্‌মলে আলোয় চারদিক দিনের বেলার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। খাদ্য-পানীয়ের কড়া গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে এসেছে। দুর্বোধ্য ভাষার কথার টুক্‌রো কোলাহল করে ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে, রাজা রাণীর আসন তখনো শূন্য। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নিজ নিজ আসনে বসে গেছেন। চারদিকে চলছে ঠেলাঠেলি, থালা সাজানোর ব্যস্ততা। কয়েক মুহূর্ত্তেই বিকাশ সম্বিৎ ফিরে পেল। গাইডের দিকে না তাকিয়ে আত্মবিস্মৃতের মত বিড়বিড় করে বলল—

—'ওখানেই তো আমরা যাচ্ছিলাম।'

'মানে'? গাইডের চোখ দপ্‌ করে জ্বলে উঠল।

বিকাশ নীরবে মাথা নাড়ল। স্বপন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল—হ্যাঁ, ঐ এ্যান্টি পৃথিবীতে যাবো বলেই আমরা মহাকাশে এসেছিলাম, কিন্তু কী যে হল···

এবারে বিস্ময়ের পালা স্বয়ং গাইডের। তার মাথায় কিছু একটা

ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে। যেন একটা হিসেবে গরমিল দেখা দিচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি সে জিজ্ঞেস করে—'কী ব্যাপার বলুন তো ?'

স্বপন একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে জানালো কী ভাবে তারা এই নতুন গ্রহে আসতে বাধ্য হয়েছে।

গাইডের মনের যাবতীয় বিস্ময় ফেটে পড়ল একটি তীব্র জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে—'আপনারা তা হলে এ্যান্টি পৃথিবীর মানুষ নন ?'

'না তো'—তুই মর্তবাসীর কণ্ঠে একই বাক্য ধ্বনিত হল।

'আপনারা—'

'আমরা পৃথিবীর মানুষ ?'

'স-ত্যি ?'—গাইডের সর্বাঙ্গে বিস্ময়। শুধুই কি বিস্ময় ? তার সঙ্গে বুঝিবা নৈরাশ্য জড়ানো রয়েছে। খানিকক্ষণ চুপ করে সে বলল—'এ্যান্টি পৃথিবীর মানুষেরা আমাদের শত্রু। আমরা ভেবেছিলাম—'

কথাটা শেষ না করেই সে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে 'আচ্ছা, আপনারা প্রমাণ করতে পারবেন যে আপনারা পৃথিবীর মানুষ ?'

'নিশ্চয়ই পারব'—বিকাশ সোৎসাহে বলে ওঠে।

'পারেন তো ভালো। কালকের বিচারে আপনাদের মৃত্যু না-ও হতে পারে। নইলে ওদের সঙ্গে একত্রে প্রাণ দিতে হবে।'

'ওদের সঙ্গে মানে ?'—স্বপন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

'ঐ নর্তকীদের সঙ্গে'—গাইড ধীরে সুস্থে বললে থাকে—'যাদের ল্যাবরেটরীতে তৈরী করা হয়েছে এবং যাদেরকে আনা হয়েছে এ্যান্টি পৃথিবী থেকে—সবাইকে কাল বধ করা হবে।'

'কেন, কেন ?'—বিমূঢ়তা ওদের তুজনের চোখে মুখে।

'কারণ, রাজার বিয়ের অনুষ্ঠান চুকে গেলে ওদের আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না। তা ছাড়া ওদের অধিকাংশই যে এ্যান্টি পৃথিবীর।'

'সে-কি ? তবে তো…'

'নিজেদের পরিচয় প্রমাণ করতে পারলে বাঁচবেন, নইলে…'

'আমাদের কপালেও মৃত্যু আছে ?'—আঁতকে উঠে স্বপন তুহাতে মুখ ঢাকল। বিকাশ স্তব্ধ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আর সেই স্তব্ধ চোখের মণি আলোকছটায় ঝল্‌সে দিয়ে আসরে উপস্থিত হলেন রাজা এবং তার ভাবী পত্নী। সমাগত অতিথিবৃন্দের হর্ষ ধ্বনিতে সমস্ত রাজগৃহ কেঁপে উঠল, ছাদের দিকে উঁচু করে ধরা অসংখ্য বিজয় পতাকার মত তুলতে লাগল কয়েক হাজার উৎফুল্ল হাত ও আঙুল।

ঝম্ ঝম্ করে বাজনা বেজে উঠল। দরজায় এসে দাঁড়ালো একজন পানীয় বাহক। সে তার চার হাতে ধরে রেখেছে তুটি উজ্জ্বল পান-পাত্র। তার পোষাক আশাকও কম রাজকীয় নয়। কেবল তার দৃষ্টি স্থির নয়, মুখের নির্বিকার উদাসীন। সে যে-কাজ করতে এসেছে সেই কাজের প্রতি যেন তার মনোযোগ নেই, উৎসাহ নেই। দরজার কাছে এসে সে এক সেকেণ্ড দাঁড়ালো। প্রথমে চোখ রাখল রাজা রানীর দিকে। রাজার মুখ খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, কিন্তু দৃঢ় সংযম দেখাবার জন্য পাথরের মূর্তির মত বসে রইলেন। ভাবী রাণীর মুখে সলাজ খুশী উপচে পড়ছে। পানীয় বাহক এবারে দৃষ্টি ফেরালো বিচারকের দিকে। তিনিই বিবাহ-অনুষ্ঠানটির পরিচালক। তার চোখের নির্দেশ পেয়ে লোকটি এসে ঢুকল সভাগৃহে। তারপর সাজানো থালা গেলাসের মাঝখান দিয়ে নির্ধারিত পথ দিয়ে সে এগিয়ে গেল সিংহাসনের কাছে।

রাজার বিয়ে দেখার জন্যে সবাই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। যার যত গুলো হাত আছে স-ব হাত তুলে রাজাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ফলে বিকাশ আর স্বপন উঠে দাঁড়িয়েও ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। বিশেষ করে তাদের সামনে আরো তুই সারি অভ্যাগত একত্রে দাঁড়িয়ে হাত দোলাচ্ছেন। হাতের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে তারা কোন রকমে পানীয় বাহকের পিঠ দেখতে পেল।

মাথা নিচু করে সে প্রথম গ্লাসটি নামিয়ে দিল রাজার সামনে রাখা টেবিলে। বিকাশ উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে উঠল—'রাজা এবারে পান করছেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও-ই তো, ভালো করে দেখুন আপনারা' পাশ থেকে গাইড জবাব দিল।

'কোথায়, আমি দেখতে পাচ্ছি না তো'—স্বপন ব্যস্ত হয়ে দেখতে চেষ্টা করে।

হঠাৎ সমবেত কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদে সভাগৃহ খান্ খান্ হয়ে গেল। আচম্‌কা কিছু বোঝা গেল না। চারদিকে প্রবল চীৎকার কিন্তু সেটা পূর্বেকার হর্ষধ্বনি মোটেও নয়। যেন উপস্থিত সবাই অতর্কিতে খুব ভয় পেয়ে গেছে, অথবা অভাবনীয় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিকাশ আর স্বপন বিহ্বলের মত বলে উঠল—'কী ব্যাপার হল ?'

গাইড কোনো জবাব না দিয়ে সিংহাসনের দিকে ভীড় ঠেলে ছুটে গেল। ছোটাছুটি তখন ঘরময় সুরু হয়ে হয়ে গেছে। কেউ ছুটছে দরজার দিকে, কেউ বা রাজার দিকে। দুর্বোধ্য ভাষার কোলাহল থেকে বিকাশ-স্বপন কিছু বুঝতে পারে না। লোকের পায়ে পায়ে লেগে থালা-গেলাস ঝন্‌ঝন্ করে ছড়িয়ে গেল সব দিকে। একটা বিষম হুটোপাটি আরম্ভ হয়ে গেল। এটাও কি এখানকার বিবাহের একটা রীতি ? তা হলে নিশ্চয়ই গাইড আগেই তা বলত। এটা নির্ঘাৎ কোনো দুর্ঘটনা। দরজার কাছেও একটা বড় জটলা হচ্ছে। আর ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। বিকাশ এবং স্বপন প্রথমে এগিয়ে গেল সিংহাসনের দিকে। কিন্তু সেখানে বেজায় ভীড় লেগে গিয়েছে। তারই মধ্যে ঠেলাঠেলি করে একটু ভিতরে ঢুকে তো তারা অবাক। রাজা এরকম করছেন কেন ? চোখ ঢুলে এসেছে, বশংবদের মত সকলের কাছে যেন কী একটা মিনতি করছেন, বিচারক বা প্রধান কেমিষ্ট যা বলছেন তাতেই অনুগত ভৃত্যের মত

হাসিমুখে মাথা নাড়ছেন। তাঁর পাশের আসনে মর্মর প্রতিমার মত বড় বড় চোখ মেলে ভাবী সাম্রাজ্ঞী বসে আছেন—তাঁর দেহ যেন বজ্রাহত। সামনে পড়ে আছে পূর্ণ পানপাত্র। রাজার পান পাত্র শূন্য, একটু যা তলানি পড়ে আছে! রাণীর পানীয় গ্রহণের পূর্বেই মাত্র ছু-সেকেণ্ডের মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে।

ভীড়ের ভেতর থেকে গাইড বেরিয়ে আসতেই বিকাশ তাকে চেপে ধরল—'কী হয়েছে বলুন তো?

'ঐ যে, ঐযে ওরা ধরে ফেলেছে' বলতে বলতে গাইড দরজার দিকে দৌড়ল। কাল-বিলম্ব না করে স্বপনও তার পেছনে ছুটে গেল। সেখানকার জটলায় দারুণ উত্তেজনা, চীৎকার, হৈ-চৈ। কিন্তু মুহূর্ত কয়েক পরেই বোঝা গেল সবাই মিলে জাপটে ধরে রেখেছে পানীয়বাহক লোকটিকে। লোকটির মুখে কোনো কথা নেই। নিতান্ত বোকার মত অর্থহীন হাসি তার মুখে। অন্যান্যদের গেখ রক্তাক্ত, হাত মুঠোপাকানো। তাকে সবাই মিলে ধরে টানতে টানতে রাজার দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। আর এই টানাটানির সময়েই বিকাশ এবং স্বপন প্রথম লোকটির মুখ দেখতে পেল। বেশ পরিচিত মুখ দেখে ছুজনেই চম্‌কে গেল। এ সেই লোকটা না? হ্যাঁ সেই লোকটাই —যে কি না রাস্তার এক নির্জন ধারে দাঁড়িয়ে আনন্দ-অনুভূতি জাগানো ট্যাবলেট খাচ্ছিল! গাইড বলছিল, রাজার পাত্রীকে তারই বিয়ে করার কথা ছিল। কিন্তু কী এক কারণে সে ঐ মেয়েটিকে না পেয়ে ছুঃখে-বেদনায় ভেঙে পড়ছিল আর ছুঃখ দূর করার জন্যে একা একা আনন্দ-বড়ি গিলছিল। বিকাশ এবং স্বপন ছুজনই অত্যন্ত বিচলিত বোধ করল লোকটাকে দেখে। নির্মমতারও সীমা আছে তো! যে-নিজে ছিল ঐ কন্যার পাণিপ্রার্থী তাকেই কন্যার বিবাহে পানীয় বহনের কাজে লাগানো হয়েছে? আশ্চর্য। কিন্তু তারও চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এখন তাকে সবাই মিলে এমন পাকড়াও করেছে কেন? কী তার অপরাধ?

লোকটিকে রাজার সামনে নিয়ে যাওয়া হল। সিংহাসনের পাশে দাঁড়ানো প্রধান কেমিষ্ট বিচারকের সঙ্গে কী একটা পরামর্শ করে হঠাৎ গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন 'লা, ফুর্, তা…'উপস্থিত সকলে সামান্য গুঞ্জন করল বটে, কিন্তু পরক্ষনেই দল বেঁধে সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। বোঝা গেল তাদেরকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ থালা গেলাস হাতে করে নিয়ে গেল না। নিজেদের মধ্যে হল্লা করতে করতে সবাই দুর্গের বাইরে চলে যেতে লাগল! ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে গাইড বিকাশকে বলল—'চলুন, যাই। রাজার বিয়ে পণ্ড হয়ে গেল, কী কাণ্ড!'

'কী ব্যাপার বলুন তো'—উদ্‌গ্রীব হয়ে বিকাশ আবার সেই প্রশ্ন করে। তখনো ঘরের ভেতর কয়েক দল লোক এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ঘরের চেহারা হয়েছে অনেকটা পরিত্যক্ত রণক্ষেত্রের মত। সব কিছু তছনছ হয়ে আছে। দেয়ালের ধারে তাদের দুজনকে ডেকে নিয়ে গাইড রুদ্ধশ্বাসে বলতে লাগল—'ঐ যে লোকটা, ওকে তো আপনারা পথেই দেখেছেন, তাই না? ঐযে, আনন্দ-ট্যাবলেট খাচ্ছিল, মনে পড়ছে।'

'হ্যাঁ'—বিকাশ এবং স্বপন একত্রে মাথা নাড়ে।

'ঐ লোকটার মনে দারুণ একটা অভিসন্ধি ছিল মনে হচ্ছে। রাজার নির্দেশে ওকেই বিবাহের পান-পাত্র বয়ে আনার ভার দেওয়া হয়েছিল। এটা খুব একটা সম্মানের কাজ। তা ছাড়া রাজার বিশ্বাস-ভাজন ছাড়া এ কাজ আর কাউকে দেওয়া হয়না। কিন্তু লোকটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে [illegible]

'তার মানে?'—বিকাশের [illegible] বড় হয়ে আসে।

'হ্যাঁ, করেছে, নিশ্চয়ই [illegible]ঘাতকতা করেছে—'গাইড ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে বলে—'রাজার [illegible]পাত্রে কিছু একটা গোপনে মিশিয়ে এনেছিল যাতে রাজার [illegible] ঘটে আর বিয়েটা পণ্ড হয়ে যায়।'

'স-ত্যি ?'—স্বপন আকাশ থেকে পড়ে।

'হ্যাঁ' তাই তো, দেখুন না রাজার কী দশা হয়েছে। কয়েক ঢোঁক খাওয়া মাত্র রাজা সিংহাসনে আচমকা ঢলে পড়ে গেলেন। আবার উঠে বসলেন বটে, কিন্তু কী রকম যেন করছেন। আমার ভালো বোধ হচ্ছে না।'

'রাজা কি বাঁচবেন না'—স্বপনের প্রশ্ন দস্তুরমত উদ্বেগ ধরা পড়ল।

'না ততটা ভয় নেই। তবে আমাদের প্রধান কেমিষ্ট বলছেন ঐ পানীয় গ্রহণ করে সম্ভবতঃ রাজার ব্রেইন দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে। বোধহয় উনি জড়বুদ্ধি হয়ে যাচ্ছেন।'

'ইস্, এরকম করল কেন লোকটা ?'—বিকাশ আফশোষ করতে থাকে।

'তা আর বুঝলেন না ?' গাইড একটু দম নিয়ে বলল—'ঐ মেয়েটিকে নিজের স্ত্রীরূপে পেলোনা বলেই হয়তো ঐ মেয়ের বিয়ে হতে দিতে চায়না সে। অন্ততঃ এখন তো আমার তাই মনে হচ্ছে।' 'উফ্ কী সাংঘাতিক! সাহস তো কম নয়' বিকাশের স্বগতোক্তি শেষ হবার আগেই খুব গম্ভীর গলায় কে যেন ধমকে উঠে বলল—'হুর্, তা, মি, শিয়া…'

গাইডও চমকে উঠল। তাকালো সিংহাসনের ছোট জটলার দিকে। ওখান থেকেই কে যেন আবার চেঁচিয়ে বলল—'তা মি, শিয়া'। মন্ত্রচালিতের মত গাইড দুদিকের দুটো হাত বার করে বিকাশ এবং স্বপনকে শক্ত করে ধার ফেলল। তারপর তাদের দুজনকে নিয়ে গেল ঠিক বিচারকের সামনে। বিচারক রক্ত চোখ পাকিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছুক্ষণ ধরে কী যেন বোঝালেন গাইডকে। গাইড তাঁকে অভিবাদন করে বিকাশ-স্বপনের হাত ধরে আবার শূন্য ঘরের মেঝেতে চলে এলো। গাইড তাদের দুজনের দিকে একবার সন্দেহের চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—'আপনাদের যেতে বারণকরা হয়েছে।'

'আ-মা-দের ? কেন ?' — বিকাশ যেন সব গোলমাল করে ফেলছে।

'হ্যাঁ, প্রধান কেমিষ্ট এবং বিচারকের সন্দেহ আপনারা এর পেছনে আছেন।'

'আ-আ-আ···মানে, আ-ম-রা আছি' — স্বপনের কথা জড়িয়ে গেল। বিস্ময়ে ভয়ে তার গলার স্বর বুজে গেল। গাইড এক সেকেণ্ড কোনো কথা বলল না। দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে মাথা নীচু করল। বিকাশ ও স্বপনের দিকে চোখ না তুলে ধরা গলায় বলল — 'সন্দেহটা আমার নয়, ওঁদের। আমি নির্দেশ পালন করতে বাধ্য। রাজার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এখন বিচারকই রাজ দায়িত্ব পালন করছেন। কেউ কেউ চেয়েছিল ঐ লোকটাকে এখনই হত্যা করা হোক। কিন্তু বিচারক তাতে রাজী হলেন না। তিনি দু-একদিন সময় নিয়ে পুরো ব্যাপারটা তদন্ত করতে চাইছেন। তাঁর সন্দেহ যেহেতু আপনারা এ গ্রহের লোক নন, অতএব এখানকার রাজার বিরুদ্ধে আপনাদের কোনো ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। আপনারাই হয়তো ঐ লোকটিকে কোনপ্রকারে কাজে লাগিয়েছেন। তাই···'

'তাই কী ?' — বিকাশ ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে।

'তাই, তদন্তের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনাদের দুজনকে থাকতে হবে তদন্তের কাজে।'

'মানে ?'

'মানে কঠিন কিছু নয়। আপনাদেরকেই কাজে লাগাতে হবে আপনাদের ষড়যন্ত্র উদ্ধার করার জন্যে।'

'কিন্তু, আমরা তো কিছু—'স্বপনের কথায় বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি গাইড বলে উঠল —

'সেটা আমি বলতে পারি। কারণ আপনারা সারাক্ষণ আমার সঙ্গেই রয়েছেন। কিন্তু এখানে আমার কথা বলার কোনো অধিকার নেই। তবে এটুকু বলতে পারি —'

'কী ?'

'আপনারা নির্ভয়ে থাকতে পারেন। কাল আপনাদের বিচার হবার কথা ছিল, সেটা আর হবে না। এই ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হোক আগে। আমি বলি কি, এখন আমার সঙ্গে আপনারা চলুন রাজার অতিথিশালায়। সেখানে আপনাদের রাত কাটাতে হবে। কাল সকাল থেকে রাজদ্রোহের তদন্ত সুরু হবে। আপনাদেরকেও এর জন্যে খাটতে হবে খুব।'

'আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না'—বিকাশ হতভম্বের মত বলে ওঠে।

গাইড এবার দরজার দিকে ইশারা করে তুজনকে নিয়ে এগিয়ে গেল। সান্ত্বনা দেবার মত করে বলল—'আপনারা যদি নির্দোষ হন, তাহলে তো আপনাদের তুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।' সবাই চুপচাপ পা চালিয়ে তুর্গের বাইরে চলে এলো। অতিথিশালার দিকে যেতে যেতে গাইড আবার বলল—'আমাদের এখানে অকারণে কেউ শাস্তি পায় না। এমন কি কৌশল করে কাউকে বিপদ ফেলাও হয় না। আমরা যুক্তি মেনে চলি। প্রবৃত্তি দমন করতে জানি। তুঃখকে আনন্দে পরিণত করি, তেমনি হিংসাকেও প্রীতিতে পরিবর্তিত করা যায়। যে দোষী সে-ই শাস্তি পাবে। আপনাদের ভয়ের কী আছে ?' বিকাশ হঠাৎ বলে ওঠে—'ঐ লোকটা এখন কী করবে ?'

'ওকে বন্দী করে রাখা হবে বন্দীশালায়। তুদিন পরে এই সভাগৃহে-ই তার বিচার হবে। তু-দিনের মধ্যে পুরো তদন্তের ব্যাপারটা সেরে নিতে হবে। চলুন ভেতরে, আমরা এসে গেছি।'

নিজের মনোভাব লুকোবার জন্যে স্বপন হঠাৎ একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে—'রাত ভোর হতে কতটা বাকী ?'

'আর তুই ঘণ্টা'।

'এ্যাঁ ?'

'ঠিক তাই। এখানে চুয়াল্লিশ ঘণ্টায় এক দিন, রাত চার ঘণ্টার।'

নীরবে তিনজন ঢুকে গেল অতিথিশালার শয়নকক্ষে। দারোয়ানের মত একজন এসে তিন থালা খাবার রেখে গেল সুইচ-লাগানো টেবিলের ওপর।

[ছয়]

'কথা বলার চেয়ে বিশ্রামটাই এখন বেশী দরকার'।

'না, আপনি খাবার আগে যা বলবেন বলেছিলেন তা-ই বলুন। দুদিন পরে হয়তো আমরা চির-বিশ্রাম পাব। এখন আর তার দরকার নেই'—বিকাশ নিজের খাট থেকে নেমে এসে গাইডের কাছে দাঁড়িয়ে অনুনয় করতে থাকে। স্বপন সেই গোড়া থেকেই বিমর্ষ মুখে চুপ করে বসে আছে একটি টুলের ওপরে। এবারে সেও এগিয়ে এসে বলে—'অবশ্য আপনার যদি কষ্ট না হয়'।

'ক-ষ্ট? আ-মার? হাঃ হাঃ'—গাইড খুব এক চোট হেসে নিয়ে বলে—'আমাদের কখনো কষ্ট হয় না। একটানা এক বছর বিরামহীন কাজ করতে পারি তেমন তেমন দরকার হলে। বিশ্রাম ছাড়াও ক্লান্তি দূর করা যায়।'

'তা হলে গল্পটা বলুন না'—পীড়াপীড়ি করতে থাকে বিকাশ। গাইড হাসিমুখে তাদের নিয়ে বসে একধারে পাতা লম্বা খাটে। দেয়ালের গায়ে গায়ে জ্বলছে হাল্‌কা গোলাপি আলো। গোলাকার, চৌকো, তেকোণা নানা আকৃতির টালি বসানো মেঝেতে, ঝলমলে রঙের। আয়োজন নিঃসন্দেহে রাজকীয়। স্বপন ও বিকাশ খাটের পেছনে স্প্রিং লাগানো জালের পার্টিসনে হেলান দিয়ে বসল। গাইডের দৃষ্টি যেন দূরের কোনো ঘটনার কেন্দ্রে গিয়ে আটকে রয়েছে। গলার স্বর নামিয়ে সে বিকাশকে প্রশ্ন করল'—আচ্ছা, ঐ মেয়েটিকে আপনার কেমন লাগল? যে-মেয়েটির সঙ্গে রাজার বিয়ের আয়োজন হয়েছিল?'

'অ-পূ-র্ব'—বিকাশ এবং স্বপন দুজনই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। বিকাশ ঐ মুখটি স্মরণ করে বিপদের ভাবনাও যেন একপলকে ভুলে গিয়েছে। সে গভীর মুগ্ধতা নিয়ে বলতে লাগল—'এমন আশ্চর্য সুন্দরী আমি জীবনে দেখিনি। কল্পনাও করিনি কখনো এ-ত রূপ যৌবন কখনো বাস্তব হয় ?'

একই রকম মুগ্ধতা স্বপনেরও। সে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে—'আমাদের পৃথিবীতে গল্প-কথায় এ রকম রূপবতীর কথা শোনা যায়। তাদের কত নাম—উর্বশী, মনিমালা, পরী, কণকলতা এমনি কত। কিন্তু সত্যি সত্যি এরকম হয় তা ভাবা যায় না।'

'হ্যাঁ, খুউব সুন্দরী মেয়েটি'—গাইড সুরু করে—'এমন রূপ আমাদের এই গ্রহেও আর দেখা যায় না। মেয়েটি'—গাইডকে থামিয়ে দিয়ে বিকাশ প্রশ্ন করে বসে—'একেও আপনারা টেষ্ট টিউবে তৈরী করেছিলেন ?'

গাইড মাথা নাড়ে 'না, ও এ্যান্টি পৃথিবীর মেয়ে। আপনাদের মনে আছে কি না জানি না···আমি একবার বলেছি বহু যুগ ধরেই এ্যান্টি পৃথিবীর মানুষেরা আমাদের গ্রহবাসীদের শত্রু। সেই শত্রুদের সঙ্গে বেশ কিছুকাল আগে, অর্থাৎ ল্যাবরেটরিতে আমাকে জন্ম দেওয়ারও আগে, এই গ্রহের রাজার একটা নিদারুণ সংঘাত বেঁধেছিল। তখন আমাদের তিনটি যন্ত্রযান এক সঙ্গে গিয়ে ঢুকেছিল এ্যান্টি পৃথিবীতে। উদ্দেশ্য ছিল রাসায়নিক বিষক্রিয়ায় ঐ গ্রহকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হল না। এ্যান্টি পৃথিবীর মানুষেরা অবিকল আপনাদের মত। 'মত' কথাটা বললাম এই জন্যে যে আপনারা বলছেন আপনারা পৃথিবীর লোক, এ্যান্টি পৃথিবীর নন। এখানকার অন্যরা সবাই অবশ্য এখনো আপনাদের এ্যান্টি পৃথিবীর লোকই ভাবছে। এমন কি ঐ মেয়েটিও নিশ্চয় তা-ই ভেবেছে। কারণ আপনাদের দিকে তাকিয়ে ওর চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। যাক্ সে কথা। যা বলছিলাম—ওখানকার

লোকেরাও বিজ্ঞানে খুবই উন্নত। আর বিজ্ঞানের সাহায্যেই তারা আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করে। আমাদের একটি যন্ত্রযানে আগুন ধরিয়ে ছাই করে দেয়। শুধু অল্প কয়েকজন এ্যান্টি পৃথিবীর অধিবাসীকে বন্দী করে নিয়ে আমাদের দুটো যন্ত্রযান কোন প্রকারে ফিরে এসেছিল।' একটানা কথা বলে গাইড থেমে যায়।

স্বপন উৎসাহে সোজা হয়ে বসে তাড়া দেয়—'তারপর? বলুন।'

'হ্যাঁ, বলছি'—গাইড টেনে টেনে বলতে থাকে—'ঐ বন্দী করে আনা অধিবাসীদের মধ্যে মেয়েটির বাবা-মা ছিল, আরো অনেকে ছিল, মেয়েটিও ছিল। সে তখন একেবারে কচি শিশু। অন্যদের সবাইকে রাজার নির্দেশে মেরে ফেলা হল। শুধু মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখা হল।'

'কেন?'—বিকাশের চোখে মুখে জিজ্ঞাসা।

'বাঁচিয়ে রাখা হল প্রধানত রিসার্চের প্রয়োজনে। এ্যান্টি পৃথিবীর মানুষের জীবকোষ, তার কর্ম প্রণালী, গঠন-প্রকৃতি, রাসায়নিক উপাদান প্রভৃতি জানবার জন্যেই তাকে মারা হল না। তা ছাড়া অল্প কিছুদিন পরেই শিশুটির রূপ-লাবন্য এমন বেড়ে উঠতে থাকে যাতে এই গ্রহের অধিবাসীদের মায়া-মমতাও কেমন যেন জড়িয়ে যেতে থাকে। ল্যাবরেটরিতে কেমিষ্টদের চোখে সে একটি অনিবার্য জরুরী মানুষ, ল্যাবরেটরির বাইরে সাধারন অধিবাসীদের চোখে সে অত্যন্ত স্নেহ-ভালোবাসার পাত্রী। ঐ সৌন্দর্যের আকর্ষণেই একদিন লোকটি গবেষণার পাত্রীকে স্ত্রীরূপে পেতে আগ্রহ দেখাতে আরম্ভ করে।'

'তা হলে ঐ লোকটিও কি গবেষক?'—স্বপন প্রশ্ন করে।

'নিশ্চয়ই। এখন লোকটিকে আমরা অবজ্ঞা করছি বটে, কিন্তু আসলে সে একজন নির্ভরযোগ্য কেমিষ্ট ছিল। আমাদের প্রধান কেমিষ্ট বলতেন ঐ লোকটির মত মেধা নাকি কম কেমিষ্টেরই থাকে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে কী যে হয়ে গেল—'গাইড যেন লোকটির প্রতি করুণা জানাতে নিঃশ্বাস চাপল।

'কী হল তারপর ?'—বিকাশ এক নতুন ধরনের গল্প শুনতে শুনতে নিমগ্ন হয়ে পড়ছে।

'রাজার ওতে খুব আপত্তি ছিল না। স্বয়ং প্রধান কেমিষ্ট যার প্রশংসা করেন সেই গুণী কেমিষ্টের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হলে তিনি খুশীই হবেন—একথা রাজা কয়েকবার প্রকাশও করেছেন। ফলে মেয়েটির সঙ্গে ঐ লোকটির মেলামেশা অবাধে চলছিল। গ্রহের অধিবাসীরা অধীর আনন্দে অপেক্ষা করছিল কবে তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। গ্রহে তো বিয়ের অনুষ্ঠান বেশী হয়নি, মাত্র দু চারটে হয়েছে ইতিপূর্বে। সেই সব বিবাহিত ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততিরা টেষ্ট-টিউবে তৈরী শিশুদের সঙ্গে একই নিয়মে বেড়ে উঠছে। এতে করে দু-রকম মানুষের সহাবস্থান লক্ষ্য করে জীবনের জটিল রহস্য ভেদ করার নিয়মিত চেষ্টা চলছে।'

'আশ্চর্য'—বিস্ময়োক্তি করে স্বপন।

গাইড আবার আরম্ভ করে—'কিন্তু হঠাৎ দিন কয়েক আগে একটা দারুণ ব্যাপার ফাঁস হয়ে পড়ে। রাজার কানেও কথাটা গেল আর তৎক্ষণাৎ স-বটা ব্যাপার উল্‌টে পাল্‌টে গেল। কী করে যেন কথাটা ছড়িয়ে পড়ল যে ঐ লোকটিকে নাকি মেয়েটি বুঝিয়ে-সুজিয়ে এ্যান্টি পৃথিবীতে পালিয়ে যেতে রাজী করিয়ে ফেলেছে। ভাবী স্ত্রীর অনুরোধে গোপনে গ্রহ ছেড়ে পালাবার ব্যবস্থাও নাকি লোকটি করে ফেলেছে। বুঝতেই পারছেন—এই সাংঘাতিক খবর রটে যাওয়ায় কী দারুণ অবস্থার সৃষ্টি হল।'

'স-র্ব-না-শ ! আপনাদের গ্রহে তো একমাত্র শাস্তি মৃত্যু !'

'এই কদিনেও ওদের মেরে ফেলা হল না কেন ?'

পরপর প্রশ্ন করতে থাকে বিকাশ ও স্বপন। গাইড মৃদু হেসে জবাব দিল 'না, এক্ষেত্রে শাস্তি হল একটু অন্য রকমের। হয় তো মেয়েটি অমন সুন্দরী বলেই রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন না। তিনি নিজে মেয়েটিকে বিয়ে করার ব্যবস্থা করলেন এবং লোকটিকে সম্পূর্ণ

বেকার করে দিলেন। বোধ হয় কাম্যবস্তু কেড়ে নিয়ে লোকটিকে তিনি তিলে তিলে যন্ত্রণা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ওদের পরিকল্পনাটির বাস্তব প্রমাণ না পাওয়াতেই হয় তো হত্যার ব্যবস্থা করলেন না। তারপর তো আজকের এই বিয়ে—সবই তো নিজের চোখে দেখলেন। আপনাদের কি এখনো মনে হচ্ছে না যে রাজাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছে ঐ লোকটাই? অবশ্য ভালো করে তদন্ত করেই আপনারা বলবেন। তা ছাড়া আপনারা যে এর সঙ্গে জড়িত নন সেটাও প্রমাণ—'

ঘট্ ঘটাং করে দরজার কপাট দুটো হঠাৎ খুলে গেল। দু-জন ভীমকান্তি পুরুষ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গাইডের উদ্দেশ্যে বলে উঠল 'ফা কো ও'। ভেতরের তিনজনই একসঙ্গে চমকে উঠল। অবিশ্যি গাইড বিছানা থেকে উঠে তাড়াতাড়ি জবাব দিল 'হুর্, পি, রা।' লোক দুটি মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

'কে এসেছিল, কী বলল?'—স্বপন জিজ্ঞেস করে গাইডকে।

'ওঁরা দুজন আইনরক্ষক, বলতে পারেন পুলিশ-ইনস্‌পেক্টর। ওঁরা বললেন—তদন্ত সুরু করতে হবে, সময় হয়েছে।'

'আপনি কি বললেন?'

'আমি বললাম-আপনারা শুরু করুন আমরা যাচ্ছি।'

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বিকাশ ও স্বপন বেরিয়ে গেল গাইডের সঙ্গে। মাঝপথে ইনস্‌পেক্টররাও এসে জুটলেন। তারপর থেকে সারা সকাল ধরে চলল তদন্তের হাড় ভাঙা খাটুনি। গ্রহের প্রতিটি প্রান্তে ঘুরতে হল। বিকাশরা বুঝতে পারছে না এখনো কেন তাদের সন্দেহ করছে গ্রহের লোকেরা। যা হোক, ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে তারা ফিরে এলো খাবার তৈরীর ল্যাবরেটরীতে।

যে বিষয়টা প্রমাণ হয়েই আছে তার জন্যে প্রামাণ্য খুঁজতে হবে? এ যেন একটা খামখেয়ালী খেলা। বেশ তা-ই হোক। বিকাশ হঠাৎ-ই ইনস্‌পেক্টরদের সামনে খুব উৎসাহ দেখিয়ে বলল—

পানীয়টা পরীক্ষা করা হয়েছে ?' গাইড প্রশ্নটি গ্রহের ভাষায় অনুবাদ করে শোনায় ইন্‌সপেক্টরদের। তারা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল। গাইডের দিকে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে কী সব যেন বলে গেল খানিকক্ষণ ধরে। গাইড চুপ করে ওঁদের সব কথা শুনল। তারপর ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল—'কাল রাতেই গেলাসের তলানী নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে এমন দুটি রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া গেছে যা আমাদের গ্রহের কোন কাজেই লাগে না। প্রধান কেমিষ্ট নাকি বলেছেন পানীয়টিতে পাঁচরকম রাসায়নিক দ্রব্য থাকার কথা, কিন্তু এখন তাতে সাত রকমের কেমিক্যাল্‌স পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর বিশ্বাস এ্যান্টি পৃথিবীর লোকেরাই ঐ দুটো কেমিক্যাল্‌স্ নিয়ে এসে কোনো সুযোগে তা পানীয়তে ঢেলে দিয়েছে।'

'কিন্তু এতো অসম্ভব। এখানকার কোনো কেমিষ্টকেই বা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে না কেন ? তাঁদের কারো তো ভুলও হতে পারে।'

'ভুল ? ভুল আমাদের হয় না। বিশেষ করে কেমিষ্টদের কাজ যান্ত্রিক নিয়মে চলে। তাতে এতটুকু ভুল হবার কারণ নেই। তা ছাড়া—' গাইড একটু থামল। কী যেন ভাবল।

বিকাশ উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করল—'তা ছাড়া কী ?'

'কোনো কেমিষ্টের ভুল হবার সম্ভাবনাই তো নেই। প্রত্যেক কেমিষ্টের কাছে থাকে একটি করে কেমিক্যাল্। ভুল করেও দুটো বাড়তি কেমিক্যাল্‌স্ মেশাবেন কোত্থেকে ?' গাইড স্পষ্ট করে বলে '—তাছাড়া…পানীয়টি তৈরী হবার পর কেমিষ্টরা জনে জনে সেটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। সব শেষে স্বয়ং হেড কেমিষ্ট সেটি নিজে কয়েক ফোঁটা মুখে দিয়েও পরীক্ষা করে দেখেছেন।'

'তবে তো পান পাত্র সাজিয়ে নিয়ে আসবার সময় ঐ লোকটাই কিছু মিশিয়েছে'—বিকাশ সরাসরি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়।

গাইডকে দেখে আবশ্যি তেমন নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে না। সে হঠাৎ-ই প্রশ্ন করে বসে 'যে ক্যামিক্যাল্‌স এখানকার কোনো কাজে লাগে না, সেটা সে পেল কোত্থেকে বলুন তো ?'

'তা ও তো বটে'—স্বপন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়।

একজন লোক কোথা থেকে ছুটে এসে ইন্‌স্‌পেক্টরদের কানে কানে কী একটা কথা বলেই আবার চলে গেল। ইন্‌স্‌পেক্টরারও তার সঙ্গে ছুটে গেলেন। ওদের দ্রুত গমন দেখে গাইড বলল—'কোনো সূত্র পাওয়া গেছে বোধ হয়।' তারপর বিকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে আরম্ভ করে—'আচ্ছা, আপনাদের'···গাইড ইতস্ততঃ করতে থাকে। তারপর বলেই ফেলে 'আপনাদের কি মনে হয় আপনাদের ঐ বন্ধুটি এখনো বেঁচে আছেন।'

আচমকা প্রশ্নে দুজন ভূত দেখার মত আঁত্‌কে ওঠে। নির্মল যেন ম্যাজিকের মত অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোথায় সে গেল ? বেঁচে আছে কি না তারা কী করে বলবে! এই গ্রহের লোকেরা বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপে এত উন্নত, অথচ একজন পলাতক মানুষকে ওরা ধরতে পারল না ? না কি নির্মল পালাবার চেষ্টা করে এদের হাতে খুন হয়ে গেছে, এরা সেটা জেনেও প্রকাশ করছেনা। অহেতুক তাদেরকে বিপদে জড়াবে বলে—তাদের প্রতি প্রত্যেকটি গ্রহবাসীর সন্দেহ বাড়িয়ে তুলতে অনুপস্থিত একটি মানুষের নামে অভিযোগ খাড়া করাতে চায় ? যেন সকলকে বোঝাতে চায় ত্রিশূলের একজন অভিযাত্রী গোপনে লুকিয়ে থেকে বড় ধাঁচের ষড়যন্ত্র এঁটে চলেছে এবং বিকাশ ও স্বপন নির্বোধ সেজে সেই ষড়যন্ত্র সফল করার সুযোগ করে দিচ্ছে। কথাগুলো এলোমেলো ভাবে ভাবতে ভাবতে বিকাশের মাথার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। গাইডের দিকে সোজা তাকিয়ে সে বলে—'আমাদের চেয়ে আপনারাই সেটা ভালো জানেন। সিরিঞ্জ হাতে যে লোকটির ওপর দায়িত্ব ছিল নির্মলকে ধরে আনার তাকেই জিজ্ঞেস করুন।'

'আপনি কি আমার প্রশ্নে বিরক্ত হলেন, বন্ধু?' গাইড দুঃখের সঙ্গে প্রশ্ন করে। বিকাশ বুঝতে পেরে লজ্জিত হল। তাড়াতাড়ি বলল—'না, ঠিক তা নয়। আসলে আপনারা আমাদেরকে নানাভাবে সন্দেহ করছেন বলে অবাক লাগছে। সেটা যে অমূলক, সে তো আপনারা—অন্তত আপনি ভালো করেই জানেন। এই নক্ষত্রলোকে ঢোকার মুহূর্ত থেকে আপনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। নির্মলের জন্যে কি আমাদের কম কষ্ট হচ্ছে? কোথায় যে গেল। কত যে কষ্ট পাচ্ছে, কে জানে। নাকি সে আর বেঁচে নেই—তা-ই বা কে জানে।' বিকাশ চুপ করে যায়। টেবিলের ওপর অন্যমনস্কভাবে আঙুল ঘষতে ঘষতে স্বপন নিঃশ্বাস ফেলে।

বেলা বেড়ে গেছে। অবশ্য দিনের বেশীর ভাগ অংশই এখনো পড়ে আছে। এখানে আবার চুয়াল্লিশ ঘণ্টায় দিন। আরো যে কত কাণ্ড হবে কে জানে। স্বপনের অস্থির বোধ হয়। ল্যাবরেটরির সামনে এসে দাঁড়ালেন নতুন ইন্‌সপেক্টর একজন। বিকাশ এবং স্বপনকে একনজরে একবার দেখে নিলেন তিনি। গাইডকে খুব সংক্ষেপে একটা-দুটো নির্দেশ দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলেন। উনি চলে যেতেই গাইড স্বপনকে জিজ্ঞাসা করল—'কী খাবেন বলুন।'

'হঠাৎ এখন!'

'নির্দেশ এল যে। আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করে দিতে। খাওয়ার পর সারাদিনের জন্যে আপনাদেব বেরুতে হবে। অনেক জায়গায় আপনাদের যেতে হবে। কাজেই—'

'দিন একটা কিছু'—খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বিকাশের তিলমাত্র উৎসাহ নেই। তার মাথায় তখন অন্য একটা প্রশ্ন ঘুরছে। যে ইন্‌স্পেক্টর এইমাত্র এসে কথাটথা বলে চলে গেলেন তার চেহারার সঙ্গে গাইডের চেহারার আশ্চর্য মিল। আলাদা করে দেখলে চেনা যাবেনা—কে গাইড আর কে ইন্‌স্পেক্টর। এরকম মিলও হয়?

পৃথিবীতে যমজ-ভাই বোনের একরকম দেখতে হয় বটে। এরাও কি তাই? গাইড খাবার ব্যবস্থা করতে অন্য ঘরে গিয়েছিল। পরমুহূর্তে ফিরে এল হাসিমুখে। এসে বলল—'এক মিনিট বসুন, খাবার হচ্ছে। ভাত-ডাল…'

'আচ্ছা, এই মাত্র যিনি এসেছিলেন তিনি ঠিক আপনার মত দেখতে, কী করে হল?'—বিকাশ হঠাৎ প্রশ্ন করে।

সঙ্গে সঙ্গে স্বপন বলে উঠল 'আমিও তাই ভাবছিলাম, জিজ্ঞেস করব'।

গাইড হো হো করে হেসে উঠে বলল—'এমন তো হামেশাই হয়। মানে, হতে অসুবিধে কি? জীবকোষের জিন্-কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে যেমন খুশী চেহারার মানুষ তৈরী করা যায়। একরকমের কয়েক হাজার মানুষও হতে পারে।'

'আশ্চর্য'—বিকাশ স্বগতোক্তি করে।

'আপনার আশ্চর্য লাগছে? আচ্ছা চলুন, খেয়ে দেয়ে নিই। অনেক কাজ আছে।' —গাইড ব্যস্ত ভাবে ওদের দুজনকে নিয়ে খাবার ঘরের দিকে উঠে গেল।

বিকেল হয়ে এসেছে। সারাদিন অবর্ণনীয় পরিশ্রম করতে হয় ওদের। বলতে গেলে সমগ্র গ্রহটিই ঘুরে বেড়াতে হয়েছে ওদের। সঙ্গে ছিলেন ইন্সপেক্টররা। কত রকম প্রশ্ন, কত রকম জেরা। জবাব দিতে দিতে বিকাশ এবং স্বপন ক্লান্ত হয়ে গেছে। ওদের ওপরে সবার সন্দেহ আরও বেড়েছে। কারণ ত্রিশূলের নীচে ইন্সপেক্টররা নাকি ইস্পাতের একটা মুখোস খুঁজে পেয়েছেন। সেই খবর পেয়েই তখন তাঁরা দৌড়ে গিয়েছিলেন। ওদের সেই মহাকাশ-যানের পোষাক তিনটি একবার জড়ো করে এনে ওদেরই সামনে আদ্যোপান্ত সার্চ করা হয়েছে। না, সেখানেও সন্দেহজনক কিছু মেলেনি। কোন রাসায়নিক দ্রব্য তো নয়ই। আসবার সময় পথে দেখা হয়েছিল ভাবী-সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে একটি

ল্যাবরেটরীর কাছে। ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা বলে গাইড জানতে পেরেছে কাল রাত থেকেই মেয়েটি উন্মাদের মত হয়ে আছে। একটা কিছু বিহিত করবার জন্যে বারকয়েক ছুটে গিয়েছে বিচারকের বাড়ী তারপর বিচারকেরই পরামর্শ সে এসেছিল প্রধান কেমিষ্টের ঘরে—রাজাকে সুস্থ করার কোনো ওষুধ তৈরী করা যায় কিনা সেই অনুরোধ জানাতে। গাইড বিকাশদের খুলে বলেছে মেয়েটির অবস্থার কথা। পথ চলতে চলতে হঠাৎ দুজন ইন্সপেক্টর ঘুরে দাঁড়িয়ে বিকাশ ও স্বপনের হাত সজোরে চেপে ধরেন। ওরা দুজন বোকার মত দাঁড়িয়ে পড়ে গাইডের দিকে তাকালো। একজন মোটামত ইন্সপেক্টর চীৎকার করে উঠলেন সোজাসুজি চোখের দিকে তাকিয়ে—'লে ফা শুন হি, তেমুর তা।' গাইড তাড়াতাড়ি বাংলা করে বুঝিয়ে দেয়—'এঁরা জানতে চাইছেন আপনারা নিজেদের দোষী মনে না করলে ঐ দুর্ঘটনার জন্যে কাকে দায়ী মনে করেন ?'

খুব হকচকিয়ে যাওয়াতে ওরা কেউ প্রথমে কোনো কথা বলতে পারলনা। পরে সামলে নিয়ে বিকাশ গাইডকে লক্ষ্য করে বলল—'যে লোকটি পানীয় বহন করে এনেছিল—তাকেই আমাদের সন্দেহ।' 'প্রমাণ ?' —গাইড এমন ভাবে প্রশ্ন করে যেন সে-ও ইন্সপেক্টর। নিজেই যে স-ব গল্প বলে দিয়েছে এটা যেন সে ইন্সপেক্টরদের সামনে লুকোতে চায়। বিকাশ গাইডের মনের অবস্থাটা বুঝতে পারে। তাই আর অবাক না হয়ে জবাবদিহির মত বলে—'প্রমাণ কিছু হাতে নেই। অনুমান করি। আপনার কাছে শুনেছি তৈরী করার পর পানীয়টি পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন তা নির্দোষ ছিল। অতএব রাজসভায় ঢোকার সময়েই ঐ লোকটি কিছু মিশিয়েছে। এ ছাড়া আর কি ভাবা যেতে পারে।'

বিকাশের কথা গাইড অনুবাদ করে শোনায় ইন্সপেক্টরদের। বিকাশ এবার নিজের থেকেই বলে—'ঘটনাটা ঘটেছে চল্লিশ ঘণ্টারও

আগে। প্রমাণ কিছু থাকলেও এতক্ষণে তা ষড়যন্ত্রকারীরা নষ্ট করে ফেলেছে। এটাও আমার অনুমান মাত্র। তবে—'

'তবে কী?'

'একবার ঐ লোকটার বাড়ী সার্চ করলে হয় না?'

বিকাশের প্রস্তাব গাইড ব্যাখ্যা করে ইন্‌সপেক্টরদের কাছে। তাঁদের মাথা নাড়া দেখেই বোঝা গেল এতে আপত্তির কিছু নেই। এতক্ষণ কেন এ কাজটা হয়নি সেটা ভেবেই বিকাশের অবাক লাগল। আসলে এরা ভুলের পেছনে দৌড়াচ্ছে—বিকাশ তা বুঝতে পারে। ভিন্ন গ্রহের মানুষদের প্রথম থেকে সন্দেহ করায় অন্যান্য সূত্রগুলোর ব্যাপারে তেমন নজর দেয়নি। অন্ততঃ একটি সূত্র ধরিয়ে দিতে পেরে বিকাশ দস্তুর মত আত্মপ্রসাদ লাভ করল।

ওরা দল বেঁধে গিয়ে হাজির হল ঐ পানপাত্র বাহকের ঘরে। একটি মাত্র ছোট কুঠুরি। ছাদ চাপা ঘরটিতে একটি দরজা, একটিই জানালা। ব্যস্, আর কিছু নেই। ঘরে কিছু অব্যবহৃত টিউব, বাল্‌ব, রবারের নল এলোমেলো ভাবে ছড়ানো আছে। আসবাবপত্র বলতে একটি খাট। যেখানে যা কিছু আছে সমস্ত নাড়াচাড়া করে দেখা হল। সন্দেহ করার মত কিছু পাওয়া গেল না। এক ফোঁটা জলীয় দ্রব্য নয়, এক কণা পাউডার নয়, এমনকি ব্যবহার-যোগ্য কোন আস্ত শিশি-বোতলও নয়। তবু সব কিছুর ছবি নেওয়া হল। হঠাৎ গাইড আর্তনাদ করে বলে উঠল—'ফা নি ফা নি।' ইন্‌সপেক্টররা ছুটে এলেন তার কাছে। বিকাশ এবং স্বপনও কিছু না বুঝে কাছে দৌড়ে এলো। গাইড জানালার কপাট চাপ দিয়ে জানালা ও দেওয়ালের জোড় থেকে একটা কাগজের টুকরোর মত কী যেন বার করল। সেটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সকলে। ভালো করে দেখে বিকাশের মনে হল ওতে একটা সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্কের মত কী যেন দাগ কাটা আছে। কিন্তু গাইড এবং ইন্‌সপেক্টরদের তখন চক্ষুস্থির। মুহূর্ত কয়েক সবাই যেন বোবা হয়ে

গেল। একজন ইন্‌সপেক্টর বিদ্যুৎ-বেগে লেখার টুকরোটা গাইডের হাত থেকে কেড়ে নিলেন এবং একাধিকবার পড়তে লাগলেন। স্বপন খুব অবাক হয়ে গাইডকে বলল—'কী ব্যাপার ?'

'এনি ক্লু ? মানে কিছু সূত্র পেলেন ?'—বিকাশও প্রশ্ন করে।

গাইড একটু হতভম্বের মত হাঁ করে ছিল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল—'হ্যাঁ, মিলেছে।'

'কী ?'

'ওতে লেখা আছে'—অন্যমনস্ক ভাবে কথাটা শেষ না করেই গাইড থেমে গেল। বিকাশ আবার জিজ্ঞেস করল—'কী লেখা আছে ?'

'লেখা আছে, মানে আমাদের ভাষাতেই লিখে রেখেছে, খুব অগোছালো ভাবে লিখেছে 'বিবাহের রাত্রেই শেষ চেষ্টা করতে হবে'···

'এ্যাঁ ?'

'হ্যাঁ, তারপর···তারপর লিখেছে 'মাইলো···মাইলো'

'মানে ?'

'মেয়েটির নাম। সব শেষে লিখেছে 'অসহ্য'।

'বলেন কী'—বিকাশ যেন দিশে হারিয়ে ফেলে। উত্তেজনায় স্বপনও নিজের হাত চেপে ধরে। এ্যারোপ্লেনের প্রপেলারের মত ইন্‌স্পেক্টরদের চোখ ঘুরতে থাকে ঘরের চারদিকে। অথচ সবাই কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। স্বপন হঠাৎ বলে উঠল—'তা এ ভাবে লিখে রাখার দরকার কী ছিল ?'

'বুঝতে পারছি না'—গাইড মাথা নাড়ে—'লুকিয়ে ডায়রি লেখে হয় তো লোকটা'।

'কিন্তু, এটা তো ডায়রী নয়, ছেঁড়া পাতা।'

'তা-ই তো ভাবছি।, গাইড এগিয়ে যায় ইন্‌স্পেক্টরদের কাছে। ওঁদের বলে—'হি চা তি ও' ইন্‌স্পেক্টর মাথা দুলিয়ে কী যেন সায়

দিলেন। বিকাশ স্বপনের দিকে তাকিয়ে বলে—'পাছে এই বিশেষ লেখাটা কারো চোখে পড়ে তা-ই হয় তো ডায়রীতে লিখেও পরে পাতা ছিঁড়ে এখানে লুকিয়ে রেখেছিল? একটু দূরে দাঁড়িয়ে গাইড বিকাশের কথা শুনতে পায়। ইন্‌স্‌পেক্টরকে সে বলে 'ভা সি তা রি পিন্‌ ও'। এবারও ইন্‌স্‌পেক্টর নীরবে সায় দেন। গাইড এবারে বিকাশের দিকে ফিরে বলে—'আপনার অনুমান হয় তো মিথ্যে নয়। এঁরাও বলছেন যে ওরকমই একটা কিছু হবে।'

আর দেরী করার অর্থ হয় না। ঘরের ভেতর আরো কিছু তল্লাসী করে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে নিয়ে এলো ছেঁড়া কাগজটা এবং কিছু ভাঙা নল, শিশি এইসব। যদি কোনোটা কোনো কাজে লেগে যায়। তবে প্রধান সূত্র যে ধরা পড়ে গেছে তাতে আর কারো সন্দেহ নেই।

[সাত]

ঘরের গোলাপী আভার আলোগুলি নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। সার্সির ভেতর দিয়ে ভোরের আলো এসে পড়েছে সবার চোখ-মুখে। প্রায় সাত-আটজন লোক ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। এখন তারা প্রত্যেকের কাছেই প্রত্যেকে চেনা। গাইড, বিকাশ, স্বপন, আর পাঁচজন ইনস্‌পেক্টর। সেই পাঁচজনের মধ্যে তিনজন গতকাল সারাদিন ধরে ছিলেন বিকাশদের সঙ্গে। তাঁদের কাছেই রয়েছে সেই সূত্রটি—লেখার কাগজ। আর বাকি দুজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে মধ্যরাতে—যখন তাঁরা একটি ইস্পাতের মুখোশ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন, তখন। রাজার অতিথিশালায় এই আটজনকে একত্রে রাত কাটাতে হল বসে বসে। শুধু বসে নয়—কখনো দাঁড়িয়ে, পায়চারি করে, উত্তেজিত ভাবে, ক্লান্ত ভাবে গড়িয়ে, চীৎকার করে, কখনো বা স্তব্ধ

হয়ে ও ভাবনায় চিন্তায় আবেগে-উদ্বেগে তোলপাড় হয়ে। রাত ফুরোতেই শুরু হবে অপরাধীর বিচার। সেই সভাগৃহে বিচার হবে —যেখানে বিয়ের অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছিল। প্রধান ইন্‌স্‌পেক্টর বলছিলেন বিচারের সময় দুর্গের বাইরে থাকবে বিরাট সৈন্যবাহিনীর কড়া পাহারা। আর সভাগৃহে থাকবে মাত্র জনা চল্লিশেক লোক। অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের সেখানে নাকি ঢুকতে দেওয়া হবে না। এমন কি বিচার দৃশ্য দেখার জন্যেও নয়। বুদ্ধিহীন রাজা থাকবেন, থাকবে মাইলো—বিয়ের পাত্রী। আর থাকবেন বিচারকেরা, কেমিষ্টরা, ইন্‌স্‌পেক্টরবৃন্দ, বন্দী অপরাধী, গাইড, বিকাশ, স্বপন, অন্য কয়েকজন মানী ব্যক্তি এবং নর্তকীরা।

'নর্তকীরা? নর্তকীরা কেন থাকবে?' স্বপন জিজ্ঞেস করেছিল অবাক হয়ে।

প্রশ্নটা শুনে গাইড হেসেছিল ঠোঁটের ফাঁকে। রসিকতা করে বলেছিল—'নর্তকীরা থাকবে শুনে আপনি যে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন দেখছি।'

'না না রসিকতা নয়। কারণটা কী?' স্বপন যথার্থ কারণটাই জানতে চাইছিল। এবারে গাইডও গম্ভীর হয়ে বলল—'অপরাধীর বিচার হবে, মানে শাস্তি দেওয়া হবে অপরাধীকে। রাজা শত্রুমুক্ত হবেন। তাই বিচারের পর শত্রুজয়ের আনন্দটা উদ্‌যাপিত হবে শ্রোতৃমণ্ডলীকে নাচ-গান শুনিয়ে।'

'বাব্বা, আপনারা এতদূর পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছেন?'

'তা না হলে চলবে কেন? সবই ঠিক করে রাখতে হয়। এই ধরুন ভাষার ব্যাপারটা। এটা ঠিক না করলে কি কাজে অসুবিধা হত না?'

'তা *ঠিক*'! *স্বপন নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়েছিল।*

সন্ধ্যার একটু পরেই বিকাশ এবং স্বপন জানতে পেরেছিল পরের দিনই বিচার বসবে। তাই রসদ সংগ্রহকারী ইন্‌স্‌পেক্টররা এবং

বিকাশরা অতিথিশালায় একত্রে রাত কাটাবে। কেউ আর পৃথক হতে পারবে না বিচার না হওয়া পর্যন্ত। তা ছাড়া আবার সিরিঞ্জ দিয়ে তাদের দুজনের মস্তিষ্ক থেকে স্মৃতি ট্রানসফার করা হবে বিচার সভায় আমন্ত্রিত প্রত্যেক ব্যক্তির মস্তিষ্কে। বিচার সভায় উপস্থিত সকলেই যাতে বিকাশদের ভাষা বুঝতে পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু মাত্র দুজনের স্মৃতিশক্তি বা বাক্‌শক্তি কী করে এতগুলো লোকের মাথায় ট্রান্‌স্‌ফার করা যাবে? বিকাশের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে গাইড বুঝিয়ে দিয়েছে ট্রান্‌স্‌ফার হবে রিলে সিস্টেমে। অর্থাৎ বিকাশ-স্বপন এবং গাইডের মাথা থেকে প্রথমে স্মৃতিশক্তি পাঠানো হবে রাজা, মাইলো, বিচারক এবং কেমিষ্টের মাথায়। তারপর তাঁদের মাথা থেকে যাবে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাথায়। সেখান থেকে আবার ইন্‌স্‌পেক্টদের মাথায়—এ ভাবে পালায় পালায় বন্দী অপরাধী, নর্তকী সবাই এক স্মৃতি শক্তি লাভ করে একভাবে কথা বলবে—এক ভাষাতেই বিচারকার্য চলবে। স্বপনের কাছে ব্যাপারটা একটু মজার লেগেছিল গোড়াতে। সে বলেছিল—'আমরা মাত্র দুজন, এই দুজনের ভাষা বোঝার জন্যে সবার মাথায় সিরিঞ্জ ফোটানোর কী দরকার?' গাইড মুখ টিপে হেসেছিল। বলেছিল—'কথাটা অবিশ্যি খুবই বুদ্ধিমানের মত বলেছেন। বরং বিপরীত ভাবে আপনাদের দুজনের মাথায় আমাদের স্মৃতি ট্রান্সফার করলেই ব্যাপারটা সহজে মিটে যেতো। আপনারা দুজন আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারতেন, আমাদের কথা বুঝতে-ও পারতেন। কিন্তু তা হল না বিচারকের নির্দেশে। এই গ্রহের মানুষ চায় নিত্যনতুন গবেষণা, প্রতি মুহূর্তে নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন আবিষ্কার। আসলে এই নতুন অভিজ্ঞতা লাভের জন্যই বিচারের আগেও একটা গবেষণা চালানো হচ্ছে। মনে রিলে সিস্টেমে স্মৃতি শক্তির ট্রান্সফার—আমাদের এখানে আজই প্রথম হবে। তা ছাড়া সিরিঞ্জ ফোটানো ব্যাপারটা তো আর

কষ্টদায়ক কিছু নয়! ওটা তো যন্ত্রণাহীন। আপনাদের কি প্রথমবারে ব্যথা লেগেছিল?'

'কই না তো, আমরা তো কিছু না বুঝতে পেরে আগেভাগেই উফ্ বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। তখনো তো আপনাদের এমন উন্নত বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ছিল না।'—স্বপন কথা বলতে বলতে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিল।

সন্ধ্যের কিছু পরেই বিকাশ-স্বপন এবং গাইডের মাথা থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে স্মৃতিশক্তি নিয়ে যাওয়া হল। পরে একটু রাতের দিকে যখন ইন্‌স্‌পেক্টররা এসে ঘরে ঢুকলেন তখন তাঁরা সবাই বিকাশদের ভাষা অনর্গল বলতে এবং বুঝতে পারেন। অবাক করে দেবার মত কাণ্ড বটে, তাতে সন্দেহ নেই।

বিকাশ লক্ষ্য করেছে সন্ধ্যে থেকে একটানা তিন-চার ঘণ্টা ধরে সেই ইন্‌স্‌পেক্টরটি, যার হাতে ছিল ডায়রীর ছেঁড়া পাতা, একটু পরে পরেই আপন মনে বলছেন—'মাইলো-মাইলো'। ব্যাপারটা যেমন কৌতুকের, তেমনি কৌতূহলেরও। জামার খোপ থেকে লেখাটা বার করে একবার পড়ছেন। একবার রেখে দিচ্ছেন। এই চলছে সন্ধ্যে থেকে। গাইড ও বোধ হয় সেটা লক্ষ্য করেছে। শেষ পর্যন্ত সে একবার জিজ্ঞেসই করে ফেলল—'মাইলো সম্পর্কে আর কিছু জানা গেল?'

ইনস্‌পেক্টরটি খুব হতাশ ভঙ্গি করে বললেন 'না জানা কিছু যায়নি। তবে আমার মনে হচ্ছে মেয়েটার ব্রেইন নষ্ট হয়ে যাবে।'

'কেন, কেন, ব্রেইন নষ্ট হবে কেন?'

'ওর হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে আর কি।'

'সে আবার কী করল?'

'করবে আর কী। রাজাকে ভালো করে দেবার জন্যে প্রধান কেমিষ্টকে একেবারে ধরে পড়ে আছে। কখনো রাগারাগি করছে, কখনো মিনতি করছে, আবার কাঁদছে কখনো।'

গাইডের মুখেও যেন একটু দুঃখের ছায়া পড়ল। মাইলোকে কে না চেনে। অমন যার রূপ সে তো এমনিতেই সবার চোখে পড়ে। তা ছাড়া মনে মনে সবাই তাকে ভালবাসে। গ্রহের যান্ত্রিক জীবনে একমাত্র সান্ত্বনা এবং আনন্দ ঐ মাইলো। রাজা তাকে বিয়ে করবেন শুনে গোটা দেশটায় কী আনন্দ বয়ে গিয়েছিল। মাইলো রাজ-রানী হবে ভেবে সবাই ভারি খুশী হয়ে উঠেছিল। সেই মেয়েটির এমন দুরবস্থায়—কার না খারাপ লাগে। নিঃশ্বাস চেপে গাইড শুধালো—'তা উনি কী বলছেন?'

ইন্‌স্‌পেক্টর প্রথমে বোঝেন নি। গাইড আবার প্রশ্নটা করায় বললেন—'কে? ও, উনি? উনি আর কী করবেন। এতো দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটা এ্যান্টি ডোজ তৈরী করতে না পেরে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন। আমি যখন ঐ মুখোশের ব্যাপারটা দেখতে তোমাদের কাছ থেকে দৌড়ে যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম ল্যাবরেটরির দরজা খোলা। ভাবলাম সাত-সকালে এখানে আবার কে ঢুকল। উঁকি দিলাম। দেখি দুশ্চিন্তায় যেন প্রধান কেমিষ্টের চুল সাদা হয়ে যাবার জোগাড়। কতকগুলো টেষ্ট-টিউব নিয়ে উদ্বিগ্ন চোখে কী খুঁজছেন। মাইক্রোস্কোপে বারবার চোখ রাখছেন। আর পাশে বসে থাকা মাইলোর দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন উদ্‌ভ্রান্ত চোখে।'

'তারপর?' গাইড বসা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'আমি ঢুকতেই তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন 'এ এক অসম্ভব কাজ। কী ধরনের কেমিক্যাল্‌স্ যে ব্যাটারা মিশিয়েছে!' টেবিলে মাথা নামিয়ে বসেছিল মেয়েটা। আমি মুখোশের খবর পাওয়ার কথা বললাম। উনি তো অবাক্ হয়ে একেবারে হাউমাউ করে উঠলেন। বললেন 'যান যান, শীগগীর যান, দেখুন কিছু ধরা যায় কিনা, আশ্চর্য।' আমি ব্যস্ত ছিলাম। তাই আর না দাঁড়িয়ে দৌড় লাগালাম। শুনলাম পেছন থেকে মাইলো চেঁচাচ্ছে—'ইন্‌স্‌পেক্টর, আমার জীবন বাঁচাও। বেচারা!'

'সত্যি বেচারা'—গাইড সায় দিয়ে চুপ করে। ধীরে ধীরে আবার মেঝেতে বসে পড়ে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল স্বপন দেয়ালে হেলান দিয়ে। নানারঙের টালি দিয়ে সাজানো মেঝের ওপর বেঁকে বসে থাকা স্বপনকে দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি এ্যাপলো। চমৎকার স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য। কিন্তু দু-দিনের অযত্নে এখন মুখময় গোঁফ-দাড়ি, রুক্ষ চুল। কিছু একটা ভাবছিল সে। হঠাৎ সে সোজা হয়ে উঠে বসল। ইন্‌স্‌পেক্টরের দিকে তীক্ষ্ণ চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা, ঐ মুখোশের ব্যাপারটা কী?'

'সেটা আপনারাই জানেন, কারণ ওটা আপনাদের যন্ত্রযানের কাছেই পাওয়া গেছে।'

স্বপনের মুখে পীড়িত ভাব ফুটে ওঠে। সে বেশ জোর দিয়ে বলতে চেষ্টা করে—'না কিন্তু, আমরা সত্যি কিছু জানি না।'

'জানেন না? ঠিক বলছেন?'—ইন্‌স্‌পেক্টর আরো একবার বাজাতে চেষ্টা করলেন স্বপনকে।

'উহু'—স্বপন নির্বিকার মুখে সত্য কথা বলে।

'কিন্তু মুখোশের বিষয়টা আপনারা স্বীকার না করা পর্যন্ত কালকের বিচারে রেহাই পাবেন না।'

রেহাই পাবো না, রেহাই পাবোনা···রেহাই···কথাটা ভয়ে ভয়ে কয়েকবার উচ্চারণ করেই স্বপন হঠাৎ বলে উঠল—'একটু দেখাবেন মুখোশটা?'

ইন্‌স্‌পেক্টর ঠোঁট বেঁকিয়ে টিপ্পনী কাটলেন—'চোখে দেখলে বুঝি নিজেদের কুকর্ম মনে পড়বে?'

'কুকর্ম? কী বলছেন আপনি?' স্বপন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বিকাশ তাকে বিজ্ঞের মত বাধা দিয়ে বলে—

'আচ্ছা, দেখাই যাক্ না জিনিষটা।' ইন্‌স্‌পেক্টর ত্বরিতে চোখ ঘোরালেন বিকাশের দিকে। মুখে তাঁর ততক্ষণে একধরণের চাপা

হাসি আর অহংকার ফুটে উঠেছে। ভাবটা এমন যেন তিনি বলতে চান—বাছাধনেরা এবারে নিজে থেকেই ফাঁদে পা দিলেন! পান চিবোনোর মত করে চোয়াল নাচিয়ে বললেন—সময় হলেই দেখানো হবে।'

মুখোশটা ঘরে নিয়ে ঢুকেছিলেন অন্য দুজন ইন্‌স্‌পেক্টর মাঝরাতে। অর্থাৎ রাত ভোর হতে যখন আরো দু-ঘণ্টা বাকী। গাইডের সঙ্গে ঐ দুজনের কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল স্মৃতি-ট্রানসফারের ব্যাপারে তাঁদের আসতে দেরী হয়েছে। আগেকার ইন্‌স্‌পেক্টরের নির্দেশে মুখোশটি রাখা হল মেঝের মাঝখানে। বিকাশ আর স্বপন ওটার দিকে তাকিয়ে একেবারে তাজ্জব বনে গেল। এটা মুখোশ না কাটামুণ্ড? অবিকল একজন গ্রহবাসীর মুখের মত, যেন গলা থেকে কেটে আনা হয়েছে। স্বাভাবিক মুখের রঙ। চারটে চোখ, নাক, ঠোঁট, গাল, কপালের বলিরেখা সব স্বাভাবিক। যেন জ্যান্ত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। অথচ গলার তলায় গর্ত—ঐ দিক দিয়েই মাথায় গলাবার ব্যবস্থা। ভেতরটা ফাঁপা। ওটা যে ইস্পাত জাতীয় কোনো কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরী সেটা বোঝা গেল মেঝেতে রাখবার সময় ঠং শব্দ শুনে। মুখোশটার পেছন দিকে ঘাড়ের কাছে একটা বড় সাইজের বল্টু আঁটা। ধাতুর তৈরী, অথচ রংটা অনুজ্জ্বল। কেউ না বলে দিলেও বোঝা যায় ওটা দিয়ে টাইট করে গলায় আটকাতে হয় আবার ঢিলে করে মুখোশ আলগা করা যায়। মুখোশটা ঘরে আনার মুহূর্ত থেকেই ইনস্‌পেক্টর বিকাশের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। এবারে তিনি শিকারীরর মত একটু একটু করে ওদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলেন। বিকাশের খুব কাছে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করলেন—'কী, চিনতে পারছেন?'

সজোরে মাথা নাড়ল বিকাশ—'না, এরকম অদ্ভুত মুখোশ আমরা কল্পনাও করতে পারিনা।' বিকাশ বেশী কিছু বলতে

পারে না, গলা ধরে আসে। ইন্‌স্‌পেক্টর এবারে একটু হাসলেন। আত্মবিশ্বাসের হাসি। দেয়ালে হেলান দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে বললেন—'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এর আগে এরকম জিনিষ দেখেছেন কিনা সেটা ক-ঘণ্টা পরেই প্রমাণ হয়ে যাবে।'

'প্রমাণ হবে মানে?'

'হবে, হবে। এখন বোকা সাজলে কী হবে। এই গ্রহের বিচার তো এর আগে দেখেন নি।'

'কী সব যা তা বলছেন আপনি? কী বলতে চান?' বিকাশের গলা চড়ে উঠতেই ইন্‌স্‌পেক্টর কোমর সোজা করে উঠে বসে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন—'চো···প্‌, কোনো কথা নয়। চেঁচাতে হলে বিচার সভায় গিয়ে চেঁচিও'।

গাইড তাড়াতাড়ি মধ্যস্থ হয়ে বিকাশকে বসিয়ে দেয়। বিকাশের হাত পা কাঁপছিল। স্বপন স্তম্ভিত হয়ে বসে আছে। তার চোখ মাছির মত আটকে আছে মুখোশটার গায়ে। এমন সময় বারান্দায় একটা আবছা শব্দ হল সুইচ্‌ টেপার। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের গোলাপী আলোর রেশটুকু মুছে গেল। ভোরের আলো-ছায়ার স্তব্ধতা ছাদ থেকে মেঝে অবধি। কারো মুখ আর ভালো করে দেখা যায়না। কিন্তু নজর করলে বোঝা যেত ভোর হবার ইঙ্গিত পেয়ে বিকাশ এবং স্বপনের মুখ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। আসল অপরাধীকে হাতে হাতে ধরা হয়ে গেছে, তার অপরাধের কারণও সবার জানা, তা ছাড়া তার ষড়যন্ত্রের প্রমাণও পাওয়া গেছে—তবু এই গ্রহের অধিবাসীরা বিকাশদেরই এখনো সন্দেহ করছে কেন কে বলে দেবে। কোথায় পৃথিবী আর কোথায় এই গ্রহ! কোথায় জন্মে কোথায় এসে মরতে হচ্ছে! বিকাশ এবং স্বপন বুঝতে পেরে গেছে তাদের অপরাধ বিচার না করেই তাদের বধ করা হবে। এরা যুক্তির বড়াই করে কিন্তু কার্যত এরা হিংসুক। এ্যান্টি পৃথিবীর লোক মনে করে বিকাশদের মারবার জন্যে গোড়া থেকেই প্রস্তুত

হয়ে আছে। প্রমাণ-অপ্রমাণের অপেক্ষা না করেই এরা মেরে ফেল্‌বে। মৃত্যুর মুখোমুখী এসে স্বপন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকারে একবার নীরবে হাত বাড়িয়ে সে বিকাশের হাতের আঙুল স্পর্শ করল। আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে। হাতটা তুলে দিল বিকাশের বাহুতে। ওর পেশীগুলো যেন দড়ির মত পাকিয়ে শক্ত হয়ে আছে। খুব আস্তে করে স্বপন ডাকল—'বি-কা-শ'।

'উঁ'? বিকাশ বুঝি ঘুমের ভেতর থেকে জবাব দিল। স্বপন বুঝতে পারে বিকাশের নার্ভাস ব্রেক ডাউন হচ্ছে। সোজা ঘুরে বসল তার দিকে। আবার ফিসফিস করে বলল—'তুমি একটু শুয়ে নাও, তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ছ।'

'হুঃ'—বিকাশ যেন তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। যেন বলতে চাইল যার মৃত্যু অবধারিত, তার অসুস্থতা নিয়ে আবার ভাবনা।

ঘর স্তব্ধ। কারো মুখে সাড়া নেই। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনে ইন্‌স্‌পেক্টর দরজার কাছে গিয়ে দরজার দিকে পিছন ফিরে ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। ঘরের সবাই তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। ফলে দেয়ালের দিকে আর কারো চোখ ছিল না। সবাই দেখল ইন্‌সপেক্টরের চোখ হঠাৎ-ই বিস্ফারিত হয়ে উঠল। মুখ হাঁ হয়ে গেছে। চোখ দুটো সবার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে পেছনে দেয়ালের দিকে। মুহূর্তে সবাই ঘুরে দাঁড়লো দেয়ালের দিকে।

দুটো দেয়ালের জোড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষ। তার দুটো হাত দুই দেয়ালের গায়ে। পা দুটো ফাঁক করা। যেন সে এক্ষুনি লাফিয়ে পড়বে সবার ওপরে। টকটকে ফর্সা রঙ কিন্তু মলিন। গোঁফ-দাড়িতে খোঁচা খোঁচা মুখ। পোষাকটা এই গ্রহেরই। শুধু বুকে একটা বাল্‌ব লাগানো তবে নেভানো। লোকটা সবাইকে চম্‌কে দিয়ে ভারী মোটা গলায় টেনে টেনে বলল—'আ-মি'।

অকল্পনীয় মুহূর্তে চোখের সামনে জলজ্যান্ত নির্মলকে দেখে ঘরের প্রত্যেকটি মানুষ কিছুক্ষণের জন্য পাথর হয়ে গেল। যেন

আটটি প্রাণের স্পন্দন মুহূর্তে থেমে গেছে। নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যায়না। হঠাৎ, সেই স্তব্ধতা খান্ খান করে ভেঙে দিয়ে স্বপন বুক ফাটা চীৎকার করে উঠল-'নি-ই-র-ম-অ-ল্'। নির্মল পর্যবেক্ষকের মত সবার চোখে চোখ বুলিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল 'হ্যাঁ, আমি'।

সম্বিৎ ফিরে পেল গাইড, তারপর ইন্‌স্‌পেক্টর। দুজনে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল নির্মলের কাছে। দুজনের চল্লিশ হাত ঘিরে ধরল তাকে। মাথা নাড়ল নির্মল—'না, আমাকে বন্দী করতে হবে না। আমি তো নিজেই ধরা দিয়েছি।'

'তু-তু-তুমি'—বিকাশ কী যেন বলতে গিয়ে পারল না। অন্যান্য ইনসপেক্টররা দেয়ালের কাছে এগিয়ে গেলেন। নির্মল কারুর দিকে না তাকিয়ে চোখ টান টান করে ধরে রেখেছে মেঝেয় পড়ে থাকা মুখোশটার দিকে। হঠাৎ-ই সে বলে উঠল—'একটু বসব।'

'বসুন, এই-এই এখানটায়'—গাইড তার হাত ধরে এনে ঘরের মাঝখানে বসিয়ে দিল। শিকড় উপড়ানো গাছের মত সবাই বসে পড়ল তাকে ঘিরে। শুধু দুজন ইনসপেক্টর দাঁড়িয়ে রইলেন কিং-কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে। উপস্থিত সকলের মন বিস্ময়ে-জিজ্ঞাসায়-চমক লাগানো উত্তেজনায় তোলপাড় হতে থাকল। কিন্তু কারো মুখে কথা ফুটলনা।

সকলের বাক্‌যন্ত্র বিকল হয়ে গেছে। কেবল মাছের মত গোল চোখ মেলে নির্মলের দিকে তাকিয়ে আছে। সকালের ঠাণ্ডা আলোয় এতোক্ষণে ঘর ভরে গেছে। নির্মল মাথা ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্‌স্‌পেক্টরর দুজনের উদ্দেশ্যে বলল—'আমাকে মারবেন জানি, কিন্তু তার আগে কিছু কথা বলতে দেবেন?'

'কী কথা? আপনি কে?' —বজ্রপাত হল প্রধান ইনসপেক্টরের কণ্ঠে।

'বলছি, স-ব বলছি। আমি কে, কোথায় ছিলাম, কী করে এখানে এলাম সমস্ত বলব। তবে—'

'তবে কী ?'

'আমি বোধ হয় রাজদ্রোহী শয়তানকে চিনিয়ে দিতে পারব।'

'কী বললেন ?'—ইনসপেক্টরের গলা চিরে গেল।

'ঠিকই বলছি। আপনারা আমার কাছে বসুন। দেখুন আমার, এই যে, দেখছেন তো, বুকে একটা বাল্‌ব আছে। এই আলোটার রং এমন······'

আলো, আলোর রং, আত্মগোপন, অপরাধীর সন্ধান, গাইড ইন্‌স্‌পেক্টর ও বন্ধুদের একে একে স-ব বলতে আরম্ভ করল নির্মল। কাকে তার সন্দেহ এবং কেন—সেটুকু সে বলতে পারলনা সন্ধানের কাজ বাকী আছে বলে। অন্ততঃ আরো দু-ঘণ্টা তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অনুরোধ জানালো।

বিচার সভায় যাবার সময় হল আরো দেড় ঘণ্টা পরে।

[আট]

দুর্গের সিংহদ্বার সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। এতোক্ষণ দুর্গের বাইরে জনতার কোলাহল শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সব গোলমাল থেমে গেল। ঘরের ভেতর দু-এক সেকেণ্ড ধরে টুকরো কথার আওয়াজ মাছির মত উড়ে বেড়ালো। তারপর সব স্তব্ধ। দরজার ঠিক ডান দিকের দেয়ালে একটি উঁচু কাঠগড়া—সেখানে বন্দী অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে পানীয়-বাহক। তার মুখ জীবন্মৃতের মত। চোখের চাউনি ঠাণ্ডা পাথরের মত, চোয়াল আল্‌গা হয়ে ঝুলে পড়েছে। তার চারটি হাতই বড় শিকলে বাঁধা। ঠিক তার কাঠগড়ার নীচে দাঁড়িয়ে আছে, দু-জন ঘাতক, তাদের হাতে মারণরশ্মি নিক্ষেপের যন্ত্র। আর একজন বলিষ্ঠ ইন্‌স্‌পেক্টর। এই কাঠগড়াটার বিপরীত দিকের দেয়ালে রাজ-সিংহাসন। জাঁকজমক পোষাক পরে রাজা তাতে বসে আছেন বিমূঢ়ের মত।

তাঁর পাশে আজ আর দ্বিতীয় সিংহাসন নেই। ভাবী-সম্রাজ্ঞীর আসন পড়েছে রাজার বাঁ দিকের দেয়ালের কাছে, যেখানটায় অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আসন সারি দিয়ে সাজানো। রাজার ডান দিকের উঁচু আসনে একজন প্রধান এবং দুজন সহকারী বিচারকের বসার জায়গা। ডান দিকে আরো সরে এসে দেয়ালের গা ঘেঁষে লাইন দিয়ে বসেছেন ইন্সপেক্টরবৃন্দ, বিভিন্ন ল্যাবরেটরীর কর্মীবৃন্দ এবং গাইড।

দরজার বাঁ দিকের ছোট ফাঁকটুকুতে অপর একটি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে নির্মল-বিকাশ-এবং স্বপন। তাদের হাতে শেকল পরানো নেই বটে, তবে তিনজন ইন্সপেক্টর কাঠগড়ার পাহারায় নিযুক্ত আছেন। তাদের হাতেও কী সব ছোট ছোট যন্ত্রপাতি।

অতিথিশালা থেকে এসে দুর্গে ঢুকেই গাইড সোজা এগিয়ে গিয়েছিল একজন সহকারী বিচারকের কাছে। তাঁর সঙ্গে ফিস্‌ফিস্‌ করে কয়েকটা কথা বলে গাইড ফিরে এসেছিল নির্মলের কাছে। পাহারারত ইন্‌স্‌পেক্টরের সঙ্গেও দুচারটে কথা বলে নিয়ে কাঠগড়ায় উঠে এলো। নির্মলের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল—'শুধু দু-ঘণ্টা নয়, আপনার যতক্ষণ সময় লাগে আপনি কথা বলার সুযোগ পাবেন। তা ছাড়া আপনার দু-ঘণ্টা শেষ হতে তো আর মিনিট কয়েক বাকি। এই কয়েক মিনিটেই কি আপনি স-ব কথা, যা আমাদের কিছু কিছু বলেছেন—তা শেষ করে ফেলতে পারবেন?' নির্মল নীরবে মাথা নাড়িয়ে না জানিয়ে দেয়। গাইড আবার বলতে থাকে—'বিচারকদের অভিমত—যদি আপনি সত্যকার অপরাধীকে বার করে দিতে না পারেন তাহলে আপনার কথা শেষ হওয়া মাত্র···আর যদি নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেন তবে বেকসুর খালাস হয়ে যাবেন।'

গাইডের কথার কোনো জবাব দিলোনা নির্মল। গাইড স্বস্থানে ফিরে গেল।

কাঠগড়ার ভেতরে তিন পৃথিবী-বাসী মানুষ এতোক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। কে কোথায় বসেছে ভালো করে দেখে নিয়ে স্বপন নিজের টুলের ওপর চুপ করে বসে রইলো। বিকাশ আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপরে একসময় টুলটিকে কাঠগড়ার রেলিঙের কাছে টেনে নিয়ে বসে পড়ল। তারা কেউই আর কথা বলতে পারছেনা। নির্মল যে ঠিক কোন দিকে কখন তাকাচ্ছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, অন্তত গাইড বা ইনসপেক্টররা তার চোখের তাকানো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করেও কিছু ধরতে পারছে না। ডান দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে দ্বিতীয় কাঠগড়ার বন্দীটিকে বেশ সময় নিয়ে দেখল নির্মল। তারপর ধীরে ধীরে তার চোখ সরে গেল গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের লাইনে। লাইন ডিঙিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা একদল নর্তকীকেও যেন একবার ভালো করে দেখে নিল। তারপর হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে দিলো বাঁ দিকে প্রধান ইনসপেক্টরের টেবিলের দিকে। ঐ টেবিলে সাজানো ছিল একটি ইস্পাতের জ্বলজ্যান্ত মুখোশ আর লাল রঙের পাথর খণ্ডে চাপা দেওয়া এক টুকরো কাগজ। কাগজ কিংবা ঐ ধরণের একটা কিছু। ওটার রঙ ধাতব নীল—স্টীল ব্লু। নির্মল যেন একবার বিড়বিড় করে আপন মনে বলল 'স্টীল ব্লু'। ইনসপেক্টরদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে আনতে যাবে, এমন সময় ঢং ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল।

নির্মল নিজের আসনে বসে পড়ল। এবার বিচার শুরু হবে।

রাজাকে অভিবাদন করে প্রধান বিচারপতি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সমাগত অতিথিবৃন্দকে অভিবাদন জানিয়ে কথা আরম্ভ করলেন—

'রাজার বিবাহের রাত্রে রাজাকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করা হয়েছে। সকলেই জানেন, বিয়ের অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে চলছিল। এমন কি পানীয় বাহকও পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী যথাসময়ে পান পাত্র

নিয়ে সভাগৃহে আসে। সে নিজের হাতে রাজা এবং মাননীয়া ভাবী সাম্রাজ্ঞীর পান পাত্র বিতরণ করে। বিয়ের রীতি অনুযায়ী রাজা প্রথমে গ্রহণ করেন। রাজার পান পাত্র শূন্য হলে ভাবী সম্রাজ্ঞী পান শুরু করবেন—এটাই কথা ছিল। এটাই আমাদের বিবাহরীতি। কিন্তু ইতিমধ্যে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। পানীয় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রাজা প্রথমে বেহুঁশ এবং পরমুহূর্তে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে যান। বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ পানীয় বাহক-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করার মুহূর্তে সে তেমন পালাবার চেষ্টা করেনি। তবু সকলে মিলে খুব স্বাভাবিক উত্তেজনা বশতঃই বেশ ধস্তাধস্তি করেছে তার সঙ্গে। যা হোক, বিয়ের অনুষ্ঠান তখনকার মত বাতিল করা হয়। পানীয়তে কী মেশানো ছিল, কেন মেশানো হল, কে মিশিয়েছে এই সব তথ্য জানবার উদ্দেশ্যে আমি ঐ দুজন নতুন ধরনের মানুষকে আটকে রাখার নির্দেশ দিই। প্রথম থেকেই আমরা জানি ওরা আমাদের শত্রু, এ্যান্টি পৃথিবীর অধিবাসী। কিন্তু তাদের এখানে আগমন-সংক্রান্ত বিচার স্থগিত রাখা হয়েছিল রাজার বিবাহ উপলক্ষ্য করে। ইতিমধ্যে এই পরিস্থিতি দেখা দিল। আমি গাইডের তত্ত্বাবধানে মানুষ-দুজনকে এবং একজন পদস্থ ইন্‌স্‌পেক্টরের তত্ত্বাবধানে পানীয় বাহককে আটক রাখার নির্দেশ দিয়েছি। সেই সঙ্গে অন্যান্য ইন্‌স্‌পেক্টরদের এই বলে নির্দেশ দিয়েছি তাঁরা যেন ঐ দুজন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চক্রান্তের মূলসূত্র খুঁজে বার করে আনেন। এর মধ্যে—অর্থাৎ বিয়ের রাত থেকে আজ পর্যন্ত তদন্ত করে পাওয়া কিছু কিছু খবর এবং প্রমাণ হাতে এসেছে। আজকের এই বিচার আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ আগে আরো একটি মানুষ আশ্চর্য কৌশলে হঠাৎ-ই আত্মপ্রকাশ করে বলে আমি খবর পেয়েছি। এখানে তাকেও উপস্থিত করা হয়েছে। ও-ই যে—'

বিচারকের অঙ্গুলি নির্দেশ অনুসারে ঘরে উপস্থিত প্রত্যেকটি

লোকের দৃষ্টি ছুটে গেল নির্মলের দিকে। বিস্ময়ের ধ্বনি উঠল অনেকের গলায়।

'সে নাকি অকল্পনীয় কৌশলে'—বিচারক আবার তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন'—নিজেকে প্রথম থেকে লুকিয়ে রেখেছিল। এমন ঘটনা এই গ্রহে আর ঘটেনি। তাই আমাদের সন্দেহ আরো গভীর হয়েছে। যাক সে কথা। ওর নিজের মুখেই স-ব শুনতে পাবেন। তার আগে আমি বলতে চাই—আজকের সওয়াল-জবাব পরিচালনা করবেন আমাদের এই দুজন সহকারী বিচারক'—হাত দিয়ে দুজনকে দেখিয়ে দিলেন তিনি। আর দ্বিতীয়বার অভিবাদন করে তিনি নিজের আসনে বসে পড়লেন। প্রথম সহকারী বিচারক উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করলেন প্রধান ইন্‌স্‌পেক্টরকে—'আপনিই তদন্তের কাজ পরিচালনা করেছেন?'

'হ্যাঁ'।

'কোথায় কোথায় তদন্ত করেছেন।'

'গ্রহের সর্বত্র'।

'সঙ্গে কে কে ছিল?,

'আমরা তিনজন ইন্‌স্‌পেক্টর গাইড এবং এই দুজন।'

বাকী দুজন ইন্‌স্‌পেক্টরকে কাজে নেননি কেন?'

নিয়েছি। তাঁদের দুজনকে অন্য দিকে পৃথক ভাবে তদন্ত করতে পাঠিয়েছিলাম। তাঁদের সঙ্গে দুজন গাইড ছিল।' প্রথম সহকারী বিচারক একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করলেন—'তদন্ত করে আপনারা কোনো সূত্র বার করতে পেরেছেন কি না সে ব্যাপারে বিস্তারিত বলুন। কিছু পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি। এই দুটো—'ইন্‌স্‌পেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাতে দুটো দ্রব্য নিয়ে উঁচু করে বিচার-সভাকে দেখালেন। একটি ইস্পাতের মুখোশ আর একটি টুকরো কাগজ। সমস্ত সভাগৃহ মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। হাতের ইঙ্গিতে সকলকে শান্ত হতে

বলে সহকারী বিচারক ইনস্পেক্টরকে প্রশ্ন করেন—'ওই মুখোশটা কোথায় পেয়েছেন ?'

'এটা পাওয়া গেছে মানুষদের যন্ত্রযানের কাছে, এই ব্যাপারে তিন নম্বর এবং পাঁচ নম্বর ইনস্পেক্টর সব বলতে পারবেন।'

তিন নম্বর ইনস্পেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন —'আমি আর পাঁচ নম্বর ইনস্পেক্টর দুজন গাইডকে সঙ্গে নিয়ে যখন তল্লাশি শুরু করি তখনই আমরা স্থির করে নিই যে মানুষদের যন্ত্রযান থেকেই কাজ আরম্ভ করব। কারণ ওদের সম্পর্কে আমাদের গোড়া থেকেই বদ্ধমূল সন্দেহ ছিল। ওদের যন্ত্রযানের ভেতরে ঢুকে সমস্ত যন্ত্রপাতি, বসার আসন, বার্তাপ্রেরক যন্ত্র, রকেট, সুইচ বোর্ড সব কিছু ভালো করে পরীক্ষা করি। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে বাইরে নেমে আসি। আমাদের একজন গাইড আমারই নির্দেশে হামাগুড়ি দিয়ে যন্ত্রযানটির পেটের নীচে ঢুকে পড়ে এবং ঢুকেই খুব জোরে চীৎকার আরম্ভ করে দেয়। আমরা বাকীরা তৎক্ষণাৎ ঐ ভাবে হামাগুড়ি দিয়ে যন্ত্রযানের নীচে প্রবেশ করি এবং খুবই অবাক হয়ে দেখতে পাই এই ধাতু নির্মিত মুখোশটি সেখানে পড়ে আছে। আমরা সময় নষ্ট না করে অন্য ইনস্পেক্টরদের কাছে খবর পাঠাই। তাঁরাও ছুটে আসেন এবং সব কিছু ভালো করে পরীক্ষা করে আপনাদের কাছে খবর পাঠান।'

'বেশ'—সহকারী বিচারকের গলায় যেন একটু আত্মপ্রসাদ ফুটে উঠল। এবারে তিনি প্রধান ইনস্পেক্টরকে আবার জেরা করতে থাকেন—'আর ওইটা ? লেখা কাগজের টুকরোটা কোথায় পেলেন। ওতে কী লেখা আছে ?'

কাগজের টুকরোটা চোখের সামনে মেলে ধরে ইনস্পেক্টর পড়ে শোনালেন—'বিবাহের রাত্রেই শেষ চেষ্টা করতে হবে···মাইলো, মাইলো···অসহ্য। কথাগুলো লেখা হয়েছে খুব এলোমেলো ভাবে। আর···আর এটা পাওয়া গেছে পানীয়-বাহকের ঘরে।' ইনস্পেক্টরের

কাগজ পড়া শুনে সারা ঘরে ফিসফাস বেড়ে উঠল, চাপা অস্থিরতা দেখা গেল। আর সবাই সোজাসুজি তাকিয়ে দেখল কাঠগড়ায় বন্দী উদাসীন পানীয়-বাহকটিকে।

'আপনারা ওর ঘরে গিয়েছিলেন কী মনে করে? আপনাদের কোনো উদ্দেশ্য ছিল?' বিচারকের গলা এবারে রীতিমত গম্ভীর। 'তা তো ছিলোই'—ইন্‌স্‌পেক্টর বলেন—'যে পানীয় বহন করে এনেছিল সে-ই প্রধান অপরাধী এরকম অনুমান তো আমরা করছিলামই। তারপর তদন্ত চলাকালে হঠাৎ ঐ মানুষটি—(বিকাশকে দেখিয়ে) পানীয়-বাহকের ঘর তল্লাসী করার পরামর্শ দেয়।'

বিচারক বিকাশকে দাঁড়াতে বলে প্রশ্ন শুরু করেন—'ওর ঘর তল্লাস করার কথা মনে এলো কেন?'

. বিকাশ উঠে দাঁড়াতেই কয়েক শত কৌতূহলী চোখ তার দিকে ছুটে গেল। খুব ক্লান্ত বিকাশ—বিষাদে মন ছেয়ে আছে। তবু একটা কথা বুঝে তার এখন ভালো লাগছে যে ইন্‌স্‌পেক্টররা সত্যবাদী, কোনো কিছু বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলছেন না। তদন্তের কাজে যে যতটুকু সাহায্য করেছে তা-ই তাঁরা স্বীকার করছেন। নিজের কৃতিত্ব বাড়িয়ে দেখাবার চেষ্টা করছেন না। এ সব কথা ভাবতে গিয়ে বিকাশের একটু দেরী হয়ে যাচ্ছিল। বিচারক তাড়া দিল—'কই, বলুন।'

হ্যাঁ বলছি'—স্বপ্নোত্থিত মানুষের মত টেনে টেনে কথা বলে বিকাশ—'আমরা, মানে আমি আর আমার বন্ধু, বিয়ের রাত্রে অতিথিশালায় রাত কাটিয়েছিলাম আমাদের গাইডের সঙ্গে। সেই রাত্রেই গাইডের কাছে পানীয়-বাহকের এবং ভাবী সাম্রাজ্ঞীর আগের গল্পটা শুনেছি। তাতে আমাদের অনুমান হয়েছে ঐ লোকটা ব্যক্তিগত আক্রোশে অর্থাৎ মাইলোকে না পাবার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। তা-ই সে পান-পাত্রে কিছু বিষ মিশিয়ে থাকতে পারে। এমন যদি হয়েই থাকে, তা হলে তার ঘরে অনুসন্ধান করে

সন্দেহজনক কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় কি না তা দেখা দরকার বলে মনে করছিলাম। আমি সেই মর্মে ইন্‌স্‌পেক্টরকে অনুরোধ করি। এবং ঘর তল্লাসীতে যাই। তারপর খোঁজাখুঁজি করতে করতে জানালা ও দেয়ালের জোড় থেকে লেখাটা বেরিয়ে আসে। লেখার ভাষা আমি পড়তে পারিনি—গাইড বুঝিয়ে বলেছে। তখন আমার মনে হয়েছে ডায়রীতে লিখে আবার ধরা পড়ে যাবার ভয়ে ডায়রী থেকে পাতাটা ছিঁড়ে ওরকম গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ওখানে থেকে অবিশ্যি—'

'বলুন, থামবেন না।'

'অবিশ্যি আরো দু একটা ভাঙা টিউব, ভাঙা শিশি এসবও নিয়ে আসা হয়েছে। সেগুলো ইন্‌স্‌পেক্টর দেখাতে পারেন দরকার হলে।'

ইন্‌স্‌পেক্টর শিশি নল ইত্যাদি দেখালেন। বিচারকের নির্দেশে সেগুলো মাইলোর পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট প্রধান কেমিষ্টের হাতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অন্যান্য কেমিষ্টরাও সেগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। বিচারক হঠাৎ বিকাশকে প্রশ্ন করে বসেন,—'আপনি কি ঐ লোকটিকেই চক্রান্তকারী মনে করেন?'

'আমি? আমি, মানে…' আমতা আমতা করে বিকাশ, বন্দী লোকটির দিকে আড় চোখে তাকায়। তারপর বলে—'হ্যাঁ, মানে, আমি তো আর কাউকে সন্দেহজনক মনে করতে পারছি না।'

'বেশ'—বিচারক বিকাশকে বসতে ইঙ্গিত করে মাথা ঘুরিয়ে তাকান প্রধান কেমিষ্টের দিকে।

'আপনি তো পানীয়টি নিজে মুখে দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, তা-ই না?' বিচারক প্রধান কেমিষ্টকে প্রশ্ন করেন। প্রধান কেমিষ্ট তার পেশীবহুল শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন—'নিশ্চয়ই। নিজে পরীক্ষা না করে সেই পানীয় বিবাহ-সভায় পাঠানোর তো রীতিই নেই।'

'ঠিক ঠিক'—বিচারক সায় দিয়ে মাথা নাড়েন। তারপর বলেন

'আচ্ছা, দুর্ঘটনা ঘটার পরে যখন আপনারা গেলাসের তলানী পরীক্ষা করলেন তখন কী ধরণের কেমিক্যালস পেলেন ?'

'অদ্ভুত দুটো রাসায়ণিক দ্রব্য। আমরা তার ব্যবহার এখনো জানি না।'

'ঐ জন্যেই কি আপনি বিষক্রিয়া বন্ধ করার মত কোনো ওষুধও সৃষ্টি করতে পারেন নি ?

'আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার সহকারী কেমিষ্টরা এবং আমি নিজে শত চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত কোনো এ্যান্টি ডোজ বার করতে পারছি না।'

'আশ্চর্য, আচ্ছা, আপনিও কি ঐ পানীয় বাহককেই এর জন্যে দায়ী মনে করেন ?'

'একশোবার, হাজারবার। সে ছাড়া এমন কুকর্ম আর কে করবে ? মনে আছে নিশ্চয়ই আপনাদের, ওই লোকটাই একদিন আমাদের মাননীয়া ভাবী-সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে এ্যান্টি পৃথিবীতে পালাবার ব্যবস্থা করেছিল ? ওই লোকটা সাংঘাতিক। আমি অন্তত ওকে কোনোমতে বিশ্বাস করতে পারিনা। আর সেই সঙ্গে সন্দেহ করছি ঐ মানুষগুলোকে। ওই তিনজন মানুষকে পানীয়-বাহকই নির্ঘাৎ এ্যান্টি পৃথিবী থেকে জুটিয়ে এনেছে এবং রাজার তথা গ্রহের সর্বনাশের জন্য ফাঁদ পেতেছে।'

আপনার সুচিন্তিত মন্তব্য এবং বিশ্লেষণের রীতির জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি'—বিচারক কৃতজ্ঞ মুখে হাসলেন প্রধান কেমিষ্টের দিকে তাকিয়ে। কেমিষ্ট আসনে বসলেন। বিচারক কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর অন্য সহকারী বিচারককে আস্তে করে বললেন—'আপনি কি পানীয় বাহককে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান ?' সেই বিচারকটি মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ জানালেন এবং বেশ একটু আলসে ভাব নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। প্রথম সহকারী আসনে বসলেন। দ্বিতীয় বিচারকের মুখটা খুবই বিজ্ঞজনের মত। তিনি

গম্ভীর গলায় বন্দীকে সম্বোধন করে বললেন—'তোমাকে দুটো প্রশ্ন করব।'

লোকটা তাকিয়ে রইলো, কোনো কথা বললনা। নির্মল একটু উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়েই আবার বসে পড়ল। বিকাশ আর স্বপনের চোখে পলক পড়ছে না। দ্বিতীয় বিচারক বন্দীকে প্রশ্ন করলেন—'তুমি মৃত্যুকে ভয় পাও?'

বন্দী কিছু না বলে শুধু মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

'তা হলে তুমি একাজ করলে কেন?'

লোকটি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছে। যেন সে কথার কোনো অর্থই বুঝছে না।

'তুমিই তা হলে এই জঘন্য অপরাধ করেছ?'

লোকটি আবার মাথা নাড়াল—হ্যাঁ।

বিচারক একটু থতমত খেয়ে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'অপরাধ তুমি করনি, অন্য কেউ করেছে, এই তো?' এবারেও লোকটি নীরবে জানালো-হ্যাঁ।

কাণ্ড দেখে স্বপনের হঠাৎ-ই খুব হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু সামলে নিল, কারণ ব্যাপারটা তো হাসির নয়। নিশ্চয়ই নার্ভাস্‌নেস্ থেকে লোকটার ব্রেইন নষ্ট হয়ে গেছে। বিকাশের মুখেও দুঃখের ভাব ফুটে উঠল। আর বিচারক তো অপদস্থের একশেষ। তিনি যা-ই প্রশ্ন করেন, লোকটি বলে হ্যাঁ। একে আর কী প্রশ্ন করা যায়? তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে তিনি আর-একটা প্রশ্ন করেন—'এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ'—লোকটি হেসে ফেলল।

বিচারক একেবারে তাজ্জব হয়ে বললেন—'বেশ, বল।'

ঘরে কোনো শব্দ নেই। শুধু এক উদ্বিগ্ন অপেক্ষা। দু-সেকেণ্ড-তিন সেকেণ্ড-চার-পাঁচ···

'কই, কিছু বলছ না যে? বলবে না কিছু?'—বিচারক অধৈর্য হয়ে ওঠেন।

'না'—লোকটি মাথা নাড়ায়।

'আশ্চর্য'—কথাটা উচ্চারণ করতে করতে হতাশভাবে দ্বিতীয় বিচারক বসে পড়েন। সারা ঘরে অস্বস্তি এবং নীরবতা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান প্রধান বিচারক। একটা কোণে চুপ করে বসে থাকা গাইডকে উদ্দেশ্য করে বলেন—'গাইড, ঐ নতুন লোকটি সম্বন্ধে তুমি কী জানো বল।'

গাইড বোধহয় এতোক্ষণ একটু অন্যমনস্ক ছিল। বিচারকের মুখে নিজের নাম শুনে সম্বিৎ ফিরে পায়। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় বিব্রত মুখে। এক সেকেণ্ডও লাগলনা নিজেকে সামলে নিতে। চোখ নীচু করে বলল—'এই নতুন লোকটিকে আমি ঠিক মত চিনি না। ওকে আমি প্রথমে দেখেছিলাম মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্যে। যন্ত্রযান থেকে নামিয়ে পোষাক বদলিয়ে ওদের তিনজনকেই আমি নিয়ে যাই ল্যাবরেটরিতে। সেখানে স্মৃতি-বদলানোর কথা ছিল। কিন্তু আমাদের সিরিঞ্জ দেখে ওরা ভয় পেয়ে যায়, নানা ভাবে পালাতেও চেষ্টা করে। যাদেরকে প্রথম থেকে দেখছেন তারা দুজন পালাতে পারেনি কিন্তু তৃতীয়জন গিয়ে ঢোকে পাশের ঘরে। সেখান থেকে সে অদ্ভুত কৌশলে নাকি পালিয়ে যায়। সে সব কথা যদিও আমরা একটু আগে শুনেছি, তবু ওর কাছেই সেটা শুনতে চান। আমার মনে হয় সেটাই ভালো হবে।' কথা শেষ করে গাইড বসে পড়ে।

প্রধান বিচারক আঙুলের ইশারায় নির্মলকে দাঁড়াতে বলেন। কাঠগড়ার রেলিঙ শক্ত করে চেপে ধরে নির্মল উঠে দাঁড়ায়। তার দীর্ঘ গড়ন, উজ্জ্বল ফর্সা রঙ, মুখে দাড়ি-গোঁফ, তীক্ষ্ণ চোখ সব কিছু এমনই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে যে কেউ তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছেনা। সকলের কাছেই সে এখন একটা আশ্চর্য জীব, অদ্ভুত কিছু একটা। কোথায় ছিল, কেমন করে ছিল,—স-ব কিছু জানবার আগ্রহে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে

উঠল। সবাই দেখল নির্মলের পোষাক আর-সকলের মতই, কিন্তু বুকে একটা বাল্‌ব লাগানো। প্রধান বিচারক আসনে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখতে লাগলেন। ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নির্মল জোরালো গলায় তার কথা আরম্ভ করে—

'গোড়াতে খুব ভয় পেয়েছিলাম। এখানকার একজন অধিবাসীর হাতে বড় আকারের একটা সিরিঞ্জ দেখতে পেয়ে আমরা তিনজনই ভেবেছিলাম আমাদের হত্যা করা হবে। তাই দরজা ভেঙে পালাতে চেষ্টা করেছি। দরজা খোলেনি। আমরা দুই বন্ধু, এই যে এখানে আমার দুপাশে বসে আছেন তাঁরা আপ্রাণ ধস্তাধস্তি করেও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেলেন। আমি জানতাম, এরপর আমাকে ধরার পালা। তাই কিছু না ভেবেই ল্যাবরেটরির দ্বিতীয় কামরায় পালিয়ে গিয়ে লুকোতে চেষ্টা করি। অথচ ঘরটির কোথাও লুকোবার মত আড়াল নেই। শুধু দেয়ালের কোণে একটা কালো কাচের পার্টিশান। সেটার পেছনে লুকোতে যাব, এমন সময় আমার পিঠে লাগে একটা সুইচ। সঙ্গে সঙ্গে দেখি পার্টিশানের গায়ে একটা ঝুলন্ত বাল্‌ব আশ্চর্য ধরণের রঙ নিয়ে জ্বলে উঠেছে। এই রং আলাদা করে পৃথিবীবাসীরা দেখতে পায় না। এখানকার লোকেরাও হয়তো দেখতে পাবে না এই আশায় বাল্‌ব এনে নিজের পোষাকে লাগাই এবং ব্যাটারীতে যুক্ত করে জ্বালিয়ে দিই। তারপর···তারপর কী করে যে একটা ভেন্টিলেটার বেয়ে লাফ দিয়ে ল্যাবরেটরির বাইরে এসে পড়ি এখন তা নিজেও আর ভাবতে পারি না।'

প্রধান বিচারক হঠাৎ বাধা দিয়ে বলেন—'জ্বালান তো বাল্‌বটা!' নির্মল আলো জ্বালানো মাত্র রঙের আবরণে অদৃশ্য হয়ে গেল। একি যাদু? সারা ঘরে কোলাহল শুরু হয়ে যায়। বিচারক স্বগতোক্তি করেন—'আশ্চর্য!'

আলোর আবরণের আড়াল থেকে নির্মল বলে—'ব্যাপারটা

কিন্তু খুব আশ্চর্যের নয়। এখানকার বৈজ্ঞানিকরাও এই আলোটিকে চেনেন আর সেজন্যেই অন্য রঙের পাশে এটিকে রেখেছিলেন।' নির্মল আলো নিবিয়ে আবার সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়। বলে— 'আমার অবশ্য অনেকক্ষণ লেগেছে ভয় কাটাতে। আমি সবাইকে দেখছি, কেউ আমাকে দেখছে না—এ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পরই আমি স্থির করেছিলাম ত্রিশূলে উঠে আমি পালাব।'

'ত্রিশূল কী ?'—একজন ইন্‌স্‌পেক্টর কথা বলে ওঠেন।

'ও ত্রিশূল, মানে, ত্রিশূল-পনেরো, মানে আমাদের যন্ত্রযানটির নাম। আচ্ছা, তারপর যা বলছিলাম—পালাবো ভেবেও কিন্তু যেতে পারলাম না। যেতে চাইলেই যে যেতে পারতাম তা নয়। কারণ পরে ভেবে দেখেছি আমাদের নিজস্ব পোষাক ছাড়া পৃথিবীতে ফেরা যাবে না। যাক্ সে কথা—তখন যেতে চাইলাম না তার কারণ হোল একটা অদ্ভুত দৃশ্য।'

'কী রকম ?'—প্রশ্ন করেন প্রথম সহকারী বিচারক।

'দেখলাম একজন দশ-হাতওয়ালা কুঁজো লোক আর একটি চার-হাতওয়ালা লোককে পাকড়াও করে খুব ধস্তাধস্তি করছে। পেরে উঠছে না। লোকটাকে দেখতে ঠিক এই বন্দী লোকটার মতো। অবিকল একরকম।'

চোখ বড় বড় করে প্রধান কেমিষ্ট প্রশ্ন করেন—'বলেন কি, এই লোকটিই ?'

'হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। এখনও বুঝতে পারছি না। যা হোক্, লোকটাকে চেপে ধরে সেই ভয়ঙ্কর চেহারার কুঁজো লোকটা কী একটা গুঁড়ো পাউডারের মত জিনিস জোর করে খাইয়ে দিল। আর লোকটা বমি করতে করতে একটা ট্যাবলেট উগরে দিল।

'তারপর—তারপর ?' প্রধান বিচারক গল্প-পাগল শিশুর মত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বিচার-সভায় উপস্থিত প্রত্যেকটি লোকের স্নায়ু যেন টান টান হয়ে আসছে। কেবল কাঠগড়ার বন্দীটি নির্বিকার।

নির্মল বলতে থাকে—'পেট থেকে ট্যাবলেটটি বেরিয়ে আসতেই…'

'ট্যাবলেটটা কী রঙের ছিল দেখেছেন?'—কথার মাঝখানে আবার বাধা দিলেন সহকারী বিচারক।

'রঙ? তা বোধ হয় সবুজ-মত ছিল। ঠিক দেখতে পাই নি।'

'সবুজ? আরে, সে তো আনন্দ অনুভূতির ট্যাবলেট।'

হঠাৎ বিকাশ বলে উঠল—'আমরা কিন্তু এই লোকটিকেই আনন্দ অনুভূতি ট্যাবলেট খেতে দেখেছিলাম রাস্তার ধারে।'

নির্মল কৌতুকের স্বরে বলে—'এই লোকটিকেই দেখেছিলে? ঠিক তো?'

'হুম্'—বিকাশ প্রত্যয়ের সঙ্গে মাথা নাড়ে।

'আচ্ছা যাক সে কথা। ঐ কুঁজো লোকটা বীভৎস মুখে হাসতে থাকে। পরে লোকটিকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে একটা ল্যাবরেটরীর শূন্য ঘরে টুলের ওপর বসিয়ে তালা চাবি দিয়ে ঘর আটকে বেরিয়ে আসে। কৌতূহল বশতঃ আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সব দেখেছি। ল্যাবরেটরির মূল দরজা বন্ধ করেই কুঁজো লোকটি পাগলের মতো দৌড় লাগায়। আমিও তার পেছন পেছন দৌড়োই। কিন্তু হঠাৎ দেখি কুঁজো লোকটা অন্য একটা ল্যাবরেটরির সামনে কয়েক হাজার লোকের ভীড়ে হারিয়ে গেল। গেল তো গেলই। আর তাকে দেখতে পেলাম না। ঐ ভীড়ের মধ্যে থেকেই আমি আমার বন্ধুদের এবং গাইডকে দেখতে পাই। ওরা থালা হাতে বিয়ের অনুষ্ঠানে এখানে আসছিল। আমি ততক্ষণে একটা রহস্যের আভাস পেয়ে গেছি বলে ইচ্ছে করে বন্ধুদের কাছে ধরা দিলাম না। ওদের সমস্ত কথা শুনলাম। ওরা যে দিকে গেল আমিও সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে গেলাম। আমার নজর শুধু রহস্য সন্ধানের দিকে। বিয়ের অনুষ্ঠানে ঢুকেও আমি একটি ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।' নির্মল হঠাৎ কথা থামিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো নর্তকীদের দিকে তাকায়।

তারপর আবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে আসে প্রধান বিচারকের দিকে। বলে—'আমার কাহিনী খুব দীর্ঘ। আপনাদের ধৈর্য থাকবে তো ?'

'নিশ্চয়ই। আপনার কাহিনী না শুনলেই যে চলবে না'—বিচারক উৎসাহ দেন।

'আচ্ছা আপনাদের কি মনে পড়ে, সেদিন বিয়ের অনুষ্ঠান যখন আরম্ভ হয়-হয় তখন একজন নর্তকী হঠাৎ দেরী করে এসে দৌড়ে ঢুকেছিল ?'

নির্মলের প্রশ্ন শুনে শ্রোতারা একটু হকচকিয়ে যান। পরস্পরের মুখের দিকে তাকান। শুধু একজন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—'হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট মনে আছে। নর্তকীদের পুরো লাইন ঘরে ঢুকে যাবার পর অভ্যাগতরা ঘরে আসেন। কিন্তু একজন নর্তকী বেশ দেরী করে এসে খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে লাইনে দাঁড়ায়। এই জন্যে আমি তাকে পরে ভর্ৎসনাও করেছি। তার চেহারা ছবি আর আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে সে কৈফিয়ৎ দিয়েই নাকি লাইনেই আসছিল। হঠাৎ তার হাত থেকে নাচের পাত্রটা সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়ে যাওয়ায় তার ঢুকতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল।'

প্রধান বিচারক বক্তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'পদার্থ-বিদ্, আপনার ব্যাপারটা মনে আছে তা হলে ?'

'হ্যাঁ স্পষ্ট মনে আছে।' পদার্থবিদ বসলেন নিজের আসনে।

নির্মল বলল—'আমারও চোখে পড়েছে নর্তকীটি তার হাতের কাত হয়ে যাওয়া ধূপদানীটি কোন রকমে সামলে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। কারণটা অবশ্য সিঁড়িতে পড়ে যাওয়া নয়।'

'তবে ?' বিচারক প্রশ্ন করেন।

'বলছি। তার আগে বলে রাখি—যে-লোকটিকে বন্দী করা হয়েছিল সেই লোকটিকেই আবার পান-পাত্র হাতে বিবাহ সভায়

ঢুকতে দেখে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যাই। বুঝতে পারিনি এটা কী করে সম্ভব। লোকটা যখন আসছিল তখনই দেখলাম সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে ঐ নর্তকীটি তার হাতের ধূপদানী কাত করে কী যেন পানপাত্রে ঢেলে দিল। আর পলকের মধ্যেই সে লজ্জিত ভাব মুখে নিয়ে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল।'

'এঁ্যা ?' গোটা ঘর বিস্ময়ে চম্‌কে উঠল।

'হ্যাঁ, ঘরের সবাই তখন বিয়ের রীতি পালনে মশগুল ছিলেন। তাই কারো বারান্দার ঘটনাটি চোখে পড়ে নি।'

বিচারপতি গর্জন করে ওঠেন—'কোন্ সে নর্তকী।'

নির্মল কাকুতি-মিনতি করে বলে—'দোহাই, একটু সময় দিন। আমি তো এতজন মেয়ের মধ্যে চিনে বার করতে পারব না। তা ছাড়া এরা অনেকেই প্রায় একরকম দেখতে। আমার মনে হচ্ছে সময় মত তাকে ঠিকই ধরা যাবে। আমাকে বাকীটা বলতে দিন—'

'বেশ বলুন'—বিচারপতি ক্রমশঃ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন।

'বন্দী লোকটাই পান পাত্র এনেছে এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে রাজাকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করে দিয়ে আবার ধরা পড়েছে—এই ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ গোলমেলে বোধ হল। তবু আমার বন্ধুদের আটক করে অতিথিশালায় নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি তাদের সঙ্গেই ছিলাম। তারা যেই বিশ্রাম নিতে ঘরে ঢুকলেন আমি অমনি ছুটে যাই সেই তালাবন্ধ ল্যাবরেটরির কাছে। দেখি আগের মতই তালা চাবি ঝুলছে। কান পেতে শুনি বন্দী লোকটার হা-হুতাশের ও কান্নার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে আমি উড়ে চলে গেলাম ত্রিশূলে।'

'কেন ?'—গাইড প্রশ্ন করে।

'এই যে এটা আনতে গিয়েছিলাম।' নির্মল বুকের খোপ থেকে সিগারেট লাইটারের মত চৌকো সাইজের যন্ত্রটা বার করে দেখায়।

'এটা একটা টেপ্ রেকর্ডার। এটার খুবই দরকার ছিল। একটু বাদেই আপনারা এর প্রয়োজন বুঝতে পারবেন।' বিকাশ এবং

স্বপন অবাক হয়ে যায়। এসব কথা তো ভোর বেলা তাদের বলেনি নির্মল।

নির্মল কথা বলতে বলতে একটু থেমে ছিল। কিন্তু মিছিমিছি সময় নষ্ট করে কী হবে? আবার শুরু করল—'এই টেপ্ রেকর্ডারটা নিয়ে আমি আবার ল্যাবরেটরির দরজায় ফিরে আসি। হাতে করে রেকর্ডারটাকে দরজার সঙ্গে চেপে ধরে ভেতরকার গোঙানির শব্দ ধরে নিলাম। শুনবেন?' নির্মল প্রশ্ন করে বিচারককে। কিন্তু জবাব দিল উপস্থিত সবাই মিলে সমস্বরে—'হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনব, শুনব।'

এক হাতে টেপ রেকর্ডার ধরে আরেক হাতে বোতাম টিপে ধরতেই একটা স্পষ্ট কান্নার আওয়াজ ঘরের মধ্যে বেজে উঠল। একটি পুরুষের ভাঙা-চোরা গলা। নির্মল বোতাম টিপে সেটিকে বন্ধ করে দিল। তার দেহের প্রতিটি ভঙ্গিতে প্রবল আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে। দেখে বিকাশ স্বপন তো বটেই, অন্যান্য সকলেও ক্রমশঃ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

নির্মল বলল—'এরপর ফিরে এসে সমস্ত রাত কাটালাম অতিথি শালার জানালার নীচে। গাইড সেখানে আমার বন্ধুদের কাছে পানীয়-বাহক এবং ভাবী-সম্রাজ্ঞীর আগেকার গল্পটা শোনাচ্ছিলেন। স-বটা শুনলাম। তখনো আমার কেবলই খটকা লাগছিল একই লোক দু-জায়গায় কী করে থাকতে পারে? ল্যাবরেটরীতে যে বন্দী হয়ে আছে সে-ই আবার রাজগৃহে এলো কী করে? পরের দিন ভোরেই সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল।' বিচারক উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে বললেন 'আপনি আমাকে সত্যি অবাক করে দিচ্ছেন। শিগগিরই বলুন কেমন করে তা পরিষ্কার হল আপনার কাছে।'

নির্মল মৃদু হাসল। হাতে টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে এক দণ্ড দেখে নিল। তারপর বলল—'আমি আমার প্রয়োজন বুঝে সারাক্ষণ আমার বন্ধুদের অনুসরণ করেছি। সকালে যখন ইন্‌স্‌পেক্টররা

মুখোশের খবর পেয়ে ছুটে গেলেন তখন গাইড আর আমার বন্ধুরা তাঁদের অপেক্ষায় খাবারের ল্যাবরেটরীতে বসে ছিলেন। তাদের কথাবার্তা রেকর্ড করছিলাম। ঐ সময়েই কথা প্রসঙ্গে গাইড বললেন যে প্রয়োজন বা ইচ্ছে হলেই এখানে এক রকমের একাধিক মানুষ গড়া যায়। আমার কাছে আর অস্পষ্ট কিছু রইল না। আমি বুঝতে পারলাম যাকে আপনারা ধরেছেন এবং যাকে কুঁজো লোকটা ল্যাবরেটরীতে বন্দী করে রেখেছে—এই দুজন এক আকৃতির আলাদা লোক। একজন আসল পানীয়-বাহক আর একজন তার ডুপ্লিকেট।

'ডু-প্লি-কে-ট'—বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে যান বিচারক।

'হ্যাঁ, ডুপ্লিকেট। এবং আমার সন্দেহ, যে পানপাত্র বহন করে এনেছিল অর্থাৎ যে-লোকটা এখানে বন্দী অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সে আসল লোক নয়। ভাবী-সম্রাজ্ঞীর পানিপ্রার্থী ছিল ঐ ল্যাবরেটরীর লোকটা।

'আপনি এসব কী বলছেন?'

'আমাকে অনুগ্রহ করে শেষ করতে দিন। আমাদের ভাবী সম্রাজ্ঞীর নাম যে মাইলো সেটা আমি জেনেছি। বন্ধুদের অনুসরণ করেই জেনেছি। তা ছাড়া 'মাইলো' নামটি আরো একজনের মুখেও উচ্চারিত হতে শুনেছি। তার কথা পরে আসছে। ল্যাবরেটরীতে যাকে বন্দী করা হয়েছে তার কান্নার শব্দেও 'মাইলো' কথাটি দুবার শুনেছি। আপনারও তো শুনলেন। তাই মনে হচ্ছে, যে প্রকৃতপক্ষে মাইলোর পানিপ্রার্থী ছিল তাকে বন্দী করা হয়েছে ল্যাবরেটরীতে, আর আপনারা সেটা জানতেন না। জানতেন না যে তার প্রমাণ আপনারা সেই লোকটির ডুপ্লিকেটকেই আসল ভেবে পানীয়বহনের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। আপনারা তো এখনো ডুপ্লিকেটকে আসল লোকই মনে করছেন!'

নির্মলের কথা শুনে সারা ঘরে হৈ চৈ পড়ে গেল। খানিকটা

সময় গোলমালের মধ্যে কেটে গেল। বিচারকের নির্দেশে দুজন ইন্‌স্‌পেক্টর ছুটে চলে যান কোন্ ল্যাবরেটরীতে একজন লোক বন্দী হয়ে আছে তাকে খুঁজে নিয়ে আসতে। হৈ হৈ গোলমালের মধ্যেই নির্মল একবার গাইডকে প্রশ্ন করে—'গাইড, সিরিয়ানা কথাটার মানে কী?'

'সি-রি-য়া-না···সিরি-য়ানা, মানে', গাইড একটু ভেবে বলে 'এটা আমাদের গ্রহের কোনো শব্দ নয়। মনে হচ্ছে কারো নাম। এ্যান্টি পৃথিবীতে এরকম নাম বোধ হয় চলে।'

'ও, তা হলে আমার অনুমানই ঠিক।'

'কেন?' গাইড প্রশ্ন করে।

'বলছি, দাঁড়ান, গোলমালটা থামুক।'

আস্তে আস্তে কোলাহল থিতিয়ে এলে নির্মল আগের মত সোজা দাঁড়িয়ে কথা আরম্ভ করে—'আমি এখানকার ভাষা বুঝি না বলে কোনো কোনো ব্যাপার আমার কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেছে। নইলে আমি অপরাধীকে আরো আগেই ধরে ফেলতে পারতাম। আচ্ছা, এর মানে কী?'—প্রশ্ন করেই নির্মল টেপ রেকর্ডারেব বোতাম টিপে দিল। সবাই বিস্মিত হয়ে শুনতে পেলো রেকর্ডে বাজছে মাইলো এবং একটি পুরুষের কণ্ঠ—

মাইলো—সি রি য়া না লা ফু ত?

পুরুষ—ফা নি হু সি রি য়া না।

মাইলো—হুর ফা তি হো···

পুরুষ—লা সিন্ তি হো সি রি য়া না।

মাইলো—স্থ আন্ লু তর্···

পুরুষ—পা হি নি সে তু মাইলো

মাইলো—স নি অ পুন্।

পুরুষ—রি কি মাইলো···রি কি মাইলো···হা তু নি অস্···

নির্মল টেপ্ বন্ধ করে দিলো। ঝড় বয়ে গেল বিচার-সভায়।

কারো মুখে সাড়া নেই। একজন ইন্‌স্‌পেক্টর হঠাৎ চাপা গলায় বলে উঠলেন—'ভাবী সম্রাজ্ঞী অজ্ঞান হয়ে গেছেন।'

'তাকে দেখাশোনার ব্যবস্থা করে দিন'—বজ্রের মত গম্ভীর আর স্তম্ভিত গলায় নির্দেশ দেন বিচারক। আবার স্তব্ধতা। নির্মল গাইডের দিকে তাকিয়ে বলল—'একটু বুঝিয়ে দেবেন?' গাইড নির্দেশের অপেক্ষায় বিচারকদের দিকে তাকায়। সহকারী বিচারক অনুমতি দিয়ে বললেন—'মনে হচ্ছে উনি আমাদের সাহায্য করতেই চান। ওঁকে কথাগুলো বুঝিয়ে দাও।'

গাইড বলল—'আপনি যে কথাগুলো শোনালেন তার অর্থ বড় ভয়ানক। ঐ পুরুষের গলাটি ঠিক চিনতে পারলাম না। কিন্তু মাইলোর গলা ঠিকই চিনেছি। মাইলো এবং পুরুষটি নিদারুণ আক্রান্ত করছেন। মাইলো বলছেন সিরিয়ানার হাতে বিষটা না দিলেই পারতে। পুরুষটি বলছেন—সিরিয়ানাই সব চেয়ে নির্ভর যোগ্য। মাইলো এরপর বলছেন—এখন আমরা কী করব। পুরুষটি জবাবে বলছে—সিরিয়ানা এবং তোমাকে এক সঙ্গে নিয়ে পালাবো। মাইলো বলছেন—আমি যে আর অভিনয় করতে পারছি না। পুরুষটি বলল—ধৈর্য হারালে চলবে কেন মাইলো! মাইলো কেঁদে বলছেন—আর কত সইব? পুরুষ সান্ত্বনা দিয়ে বলছে—'তুমি তো খুব ভালো মেয়ে মাইলো, মাইলো তুমি কত ভালো, আমার কথা শোনো আগে…" অনুবাদ শোনাতে গিয়ে গাইড একেবারে ঘেমে উঠল। প্রধান বিচারক অতর্কিতে চিৎকার দিয়ে উঠলেন—'এটা আপনি কোত্থেকে রেকর্ড করেছেন, বলুন, বলুন…' উত্তেজনায় তাঁর সারা দেহ কাঁপতে আরম্ভ করেছে।

উত্তেজনা তখন সকলেরই মনে। বিকাশ এবং স্বপন টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে নির্মলের পাশে। গাইড আসন ছেড়ে সেই যে দাঁড়িয়েছিল রেকর্ডের অনুবাদ শোনাতে—আর বসেনি। কেবল

অন্য কাঠগড়ার বন্দী লোকটি কখন থেকে যেন টুলে বসে ঝিমোচ্ছে। নির্মল বিচারকের উত্তেজনা দেখে একটু বিচলিত বোধ করল। মিনতির সুর মিলিয়ে শান্ত গলায় বলল—'আপনি বিচারক। আপনিও যদি অধৈর্য হয়ে ওঠেন কী করে কাজ চলবে। আমি সব বলব, স-ব বলব। যা আমি জোগাড় করেছি, কষ্ট করে জেনেছি এবং যা আমার অনুমান—কিছু বলতেই বাকী রাখবনা। আপনি সবাইকে একটু শান্ত হতে বলুন। আমি চাই আপনারা আসল দোষীকেই শাস্তি দিন। একটি নিরপরাধ মানুষকে অযথা হত্যা করে কী লাভ!' নির্মল ঢোঁক গিলে বলে—'আচ্ছা, বিচারক—আপনিও কি রেকর্ডের ঐ পুরুষ কণ্ঠটি চিনতে পারেন নি?'

হ্যাঁ, পেরেছি। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না। কারণ বিশ্বাস করার কোনো যুক্তিও নেই।'

নির্মল ঠোঁট ফাঁক করে হাসল। বলল—'আচ্ছা থাক। আপনাকে এখুনি বিশ্বাস করতে বলছিনা। তবে এটুকু বলছি—আমার বন্ধুরা যখন পানীয়-বাহকের ঘরে গিয়ে ডায়রীর পাতা খুঁজে পায় তখনই আমি ওদের স্থান থেকে ছুটে চলে যাই ল্যাবরেটরীতে। সেখানে আমার ঢোকার প্রয়োজন হয়নি। কথাগুলো ল্যাবরেটরীর পেছন দিকের জানালা দিয়ে বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। আলোচনাটি হচ্ছিল একেবারে পেছন দিককার ঘরেই। আমি বাইরে থেকে রেকর্ড করে নিই বিচারের দিনে কাজে লাগতে পারে এই ভেবে। তারপর একসময় ওঁরা দুজন ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়ে যান। সামনের দিকের দরজা বন্ধ করতে ভোলেন-নি তাঁরা। কিন্তু পেছনের জানালাটা লাগাতে ভুলেই গিয়েছিলেন। খুব উত্তেজিত ছিলেন তো ওঁরা দুজনেই, তাই বোধহয় ওরকম ভুল হয়েছিল। আমি সেই ভুলের সুযোগ নিয়ে জানালা দিয়ে ল্যাবরেটরীতে ঢুকে পড়ি। প্রত্যেকটি কামরা তন্ন তন্ন করে খুঁজি কিছু প্রমাণ জোগাড়ের আশায়। শেষকালে একটি টেবিলের

াবি-খোলা ড্রয়ার থেকে এই জিনিষ দুটো পাই।'—নির্মল কোমরের পকেট থেকে বার করে আনে একটা নীল্‌চে রঙের ধাতুর পাতের প্যাড বা ছোট সাইজের খাতা এবং একটি পেরেকের মত ছুঁচলো লোহার কাঠি। জিনিষদুটো ইন্‌স্‌পেক্টরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে—'দেখুন তো ইন্‌স্‌পেক্টর, আপনার কুড়িয়ে পাওয়া স্লিপ্‌টার কাগজের সঙ্গে এই প্যাডের কাগজটা মেলে কি না এবং লেখাগুলো ঐ লোহার শলারই দাগ কিনা।'

হাতবাড়িয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর জিনিষগুলো নিলেন। বাকী দুজন ইন্‌স্‌পেক্টর এবং গাইডও সেগুলো পরীক্ষা করতে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল। প্রধান ইন্‌স্‌পেক্টর পরক্ষণে চীৎকার করে বলে উঠলেন—'এ যে দেখছি একেবারে একই কাগজে, একই কাঠির দাগ। কিন্তু এ খাতা তো থাকবার কথা…'

'হা-আ-স্‌'—নির্মল ঠোঁটে আঙুল চেপে ইন্‌স্‌পেক্টরকে থামিয়ে দিয়ে বলে—'এখনো কিছু বলবেন না। আপনারা ঠিকই ধরেছেন এই প্যাড আমি কোথায় পেয়েছি। আরো একটু প্রমাণ চাই…' ইন্‌স্‌পেক্টর অনেকক্ষণ ধরেই সব কিছু গুলিয়ে ফেলছিলেন। এখন নির্মলের নির্দেশে একেবারে ছাই মুখ করে বসে পড়লেন। নির্মল বিচারককে লক্ষ্য করে বলল—'আপনি নির্দেশ দিলে সবাই তা মানতে বাধ্য। আপনি কি দয়া করে একবার তাকে ডাকিয়ে আনাবেন যার নাম সারিয়ানা?'

'আলবৎ আনাবো।' বিচারক গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—'সা-রি-য়ানা? সারিয়ানা কে?'

পিছন দিকের দেয়ালে নর্তকীদের দলে একটা নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি হল। হৈ চৈ, ধাক্কাধাক্কি, আর সেই নর্তকীদের ভেতর থেকে সারিয়ানা বেরিয়ে আসছে কি না দেখার জন্যে সামনের সারির সবাই একযোগে পিছন দিকে ঘাড় ফেরালেন। নির্মল এটাই চাইছিল। গণ্যমান্যদের ঘাড়ের দিকটা একবার দেখার দরকার ছিল তার।

সারিয়ানা ফ্যাকাসে মুখে চাবি ফুরিয়ে যাওয়া কলের পুতুলের মত এগিয়ে এলো। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলছে। মৃত্যুভয়ে সে সম্পূর্ণ বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বিচারক রক্ত চোখ নিয়ে কিছু একটা বলতে যাবেন—এমন সময় নির্মল ভয়ানক উত্তেজিত ভাবে চীৎকার করে উঠল—'বিচারক, বিচারক—আমার সমস্ত অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। দাঁড়ান, দাঁড়ান—সারিয়ানাকে এখুনই শাস্তি দেবেন না। ওকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রাখুন। আর··· আর রেকর্ডে গলার স্বর শুনে আপনি যাকে চিনতে পেরেছেন অথচ বিশ্বাস করতে পারছেন না—তাকে এক্ষুণি গ্রেপ্তার করুন। বিচারক, দেরী করবেন না। আমি স-ব প্রমাণ পেয়ে গেছি।'

বিচারক দ্রুত পায়ে উঁচু আসন থেকে নীচে নেমে এলেন। ইন্‌স্‌পেক্টরদের কাছে দৌড়ে গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি করে নির্দেশ দিলেন। ইন্‌স্‌পেক্টররা একযোগে লাফ মেরে এগিয়ে গিয়ে পাকড়াও করলেন প্রধান কেমিষ্টকে।

চীৎকার এবং বিস্ময়োক্তিতে বিচার-সভা একটা হল্লায় পরিণত হল। উঁচু আসনে উঠে বিচারক প্রচণ্ড গর্জন করে সব গোলমাল নিমেষে ঠাণ্ডা করে দিলেন। প্রথমে হতচকিত, পরে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রধান কেমিষ্ট তারস্বরে চ্যাঁচাতে আরম্ভ করেছেন—'এসবের মানে কী? আমাকে এভাবে অপমান করা? মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা বলে এখন আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা? সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে যাবে আমি বলে দিচ্ছি···'আরো অনেক কথাই তিনি চীৎকার করে বলছিলাম। কিন্তু তাঁর সব কথা শোনার অবকাশ ছিল না। মাননীয় চীফ কেমিষ্টকে হিঁচড়ে টেনে ঘরের মাঝখানে নিয়ে আসা হল। বিচারক নির্মলের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠলেন—'কই, প্রমাণ করুন যে এই সব কিছুর জন্যে আমাদের এই কেমিষ্ট-ই দায়ী? কী করে প্রমাণ করবেন আপনি? আমি বলে রাখছি, যদি অবিশ্বাস্য আজগুবি কথা শোনান তা হলে আপনাদের কেউ রক্ষা পাবেন না।'

নির্মল আর বিচলিত বোধ করে না। স্বপন উত্তেজিত ভাবে নির্মলের হাত চেপে ধরে বলে উঠল—'এটা কী করলে তুমি।'

নির্মল কথা না বলে স্বপনের কাঁধে হাত রাখল। মৃদু হেসে বলল—'ঠিকই করেছি। ভয় পেয়ো না।' বিকাশও ব্যতিব্যস্ত হয়ে নির্মলকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। নির্মল তাকে বাধা দিয়ে বলল—'তুমি তো জানো বিকাশ, আমি ছেলেমানুষী পছন্দ করি না। নিজে কখনো তা করিও না। আমি দস্তুরমতো তৈরী হয়ে কাজে নামি। কাজেই আস্থা হারিও না। বরং আমার সমর্থনে তোমরা কথা বলবে।'

'সে তো নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু'—

'কিন্তু, আমি গোয়েন্দা নই, এই তো? ঠিকই বলেছ—আমি গোয়েন্দা নই। তবু আমার যতটুকু বুদ্ধি আছে তা-ই দিয়ে আমি প্রমাণ করব সব অপরাধের মূলে আছে ঐ চীফ কেমিষ্ট।'

'পারবে?'—বিকাশের যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

'পারবো না মানে? পারবোই। আমার হাতে অ-নে-ক প্রমাণ আছে। চুপ করে ছাখো আমি কী করি।'

নির্মল কাঠগড়া থেকে মেঝেতে যাবার জন্যে বিচারকের অনুমতি প্রার্থনা করল। বিচারক অনুমতি দিলেন বটে, তবে নির্মলকে সারাক্ষণ পাহারা দেবার জন্যে একজন পদার্থবিদকে ডেকে এনে নিযুক্ত করলেন। বিকাশ এবং স্বপন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কাঠগড়ায়। নির্মল মেঝেতে নেমে গিয়ে সরাসরি দাঁড়ালো চীফ কেমিষ্টের মুখের সামনে। বিচারকেরা সবাই এগিয়ে এলেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা চেয়ার ছেড়ে কাছাকাছি এগোতে লাগলেন। সেই প্রথম থেকে ঘাতক দু-জন মারণরশ্মি হাতে নিয়ে বন্দীর পাশে এক-ঠাঁয় দাঁড়িয়েই আছে। রাজার পাশে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে আছে সারিয়ানা।

নির্মল চারিদিক ভালো করে দেখে বলল—'মাইলোকে কি আর আনা হবে না? এখনো সুস্থ হন নি?'

'মাইলো এখানেই আছেন'—গাইড পেছন থেকে জবাব দেয়। নির্মল ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে মাইলো এখন গাইডের পাশের আসনে মুমূর্ষুর মত পড়ে আছে। নানাভাবে নির্মল দেরী করছে দেখে বিচারক আবার ধমক দিয়ে ওঠেন—'অযথা দেরী করার কি কোনো দরকার আছে?'

'অযথা নয় বিচারক। একটু দরকার ছিল। যা হোক্ আমার বক্তব্য আমি একে একে সাজিয়ে বলছি।' নির্মল প্রধান কেমিষ্টের চোখে চোখ রেখে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে—'যে লোকটি মাইলোকে বিয়ে করতে চেয়েছিল সে মাইলোকে নিয়ে এ্যান্টি পৃথিবীতে পালাতে চেয়েছিল—এই গুজব আপনি রটিয়েছিলেন?'

না, না, কক্‌খনো না।' প্রধান কেমিষ্ট দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওঠেন। রাজার বিয়ের দিন আপনিই লোকটিকে গুঁড়ো পাউডার খাইয়ে তাকে অসুস্থ করে বন্দী করে রেখেছেন?'

'মিথ্যে, ডাহা মিথ্যে। আমি কেন তা করতে যাব। আপনি তো নিজেই বললেন একজন কুঁজো লোক—তার বীভৎস মুখ। আমি কি কুঁজো? আমার মুখ কি বীভৎস?'

'তা কেন, আপনি নিঃসন্দেহে সুপুরুষ। কিন্তু আপনিই সেই কুঁজো। ওটা ছিল আপনার ছদ্মবেশ। ইচ্ছে করে কুঁজো হয়ে হাঁটছিলেন। আর, আর ঐ যে ঐ মুখোশটা, ঐ বীভৎস মুখোশটা আপনি পরেছিলেন। তার প্রমাণ চান?'—নির্মল প্রধান কেমিষ্টের বিমূঢ়তা উপেক্ষা করে বিচারকদের ডেকে দেখালো প্রধান কেমিষ্টের ঘাড়ের কাছে একটা কালশিরে দাগ। নির্মল বলল—'সারিয়ানাকে ডাকতে বলেছিলাম এই ভেবেই। সারিয়ানাকে ডাকতে বললে সবাই পিছন ফিরে নর্তকীদের দিকে তাকাবে জানতাম। হলও তাই। সেই ফাঁকে আমি দেখে নিয়েছি কার ঘাড়ে মুখোশের বল্টু

আঁটার দাগ আছে। হাতে নিয়ে আপনারা মুখোশটা দেখুন। বল্টুর ভেতর দিকটা কী রকম কাটা-কাটা। ঐ বল্টু আঁট করে লাগালে চামড়ায় কালশিরে দাগ পড়তে বাধ্য। এই সেই দাগ।'

বিচারক কথার মাঝখানে চীৎকার করে উঠলেন—'কিন্তু ওটা পাওয়া গেছে আপনাদেরই যন্ত্রযানের নীচে।'

'জানি এবং সেটাও এনারই কীর্তি। রাজার বিয়ে পণ্ড হয়ে যাবার পর উনিই কোনো ফাঁকে মুখোশটা ত্রিশূলের পেটের নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছেন। উদ্দেশ্য সকলের সন্দেহ যেন আমাদের দিকেই যায়।'

প্রধান ইন্‌স্‌পেক্টর প্রশ্ন করলেন—'কিন্তু ঐ লোকটার পেট থেকে ট্যাবলেট বার করে দেবারই বা কী দরকার ছিল, আর বন্দী করারই বা কী প্রয়োজন?'

'সেটাই ভাবছি' নির্মল চিন্তিত ভাব দেখায়। তারপর বলল—'গাইডের কাছ থেকে লোকটির গল্প শুনে এবং একটু আগে আমার বন্ধুর কথা শুনে বুঝতে পারছি লোকটি মাইলোকে না পাবার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। সেই যন্ত্রণা ভোলার জন্যে খেয়েছিল আনন্দ-অনুভূতি ট্যাবলেট। সেটা এই কেমিষ্টও জানতেন। তাই একসময় চুপিসাড়ে এসে তাকে পাকড়ে ধরে বমি করার ওষুধ জোর করে খাওয়ান। আনন্দ-অনুভূতি নষ্ট না করে দিলে লোকটিকে বন্দী করা সহজ হত না। আর, বন্দী করা হল কেন তা জানতে চাইছেন? ওকে বন্দী না করে কেমিষ্টের উপায় ছিল না। ওকে আড়াল না করলে আপনারা ওকেই পানীয় বহনের কাজে লাগাতেন। আর সে কিছুতেই পানীয়তে বিষ মেশাতে রাজী হতনা। মাইলোকে সে ভালোবাসে—তাই মাইলোর সর্বনাশ সে করতে চাইতো না। মাইলোর মঙ্গল চায় সে, তাই নিজেকে ভুলে থাকার জন্যে আনন্দ-অনুভূতি ট্যাবলেট খেয়ে পানীয় বহনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। অথচ—'নির্মল একটানা কথা বলে হাঁপাতে থাকে।

'অথচ কী ?' সহকারী বিচারক বিচক্ষণ দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন করেন।

'অথচ আপনাদের সন্দেহ যাতে ওর ওপরই শেষ পর্যন্ত থাকে তার ব্যবস্থাও আগে থেকে করা ছিল। ওই, ওই যে লোকটি কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে আছে—তাকে আসল ব্যক্তির ডুপ্লিকেট হিসেবে আগে থেকেই টেস্ট-টিউবে তৈরী করে রাখা হয়েছিল। সে খবর কেউ জানত না শুধু এই কেমিষ্ট ছাড়া। তার প্রমাণ চান? যে ল্যাবরেটরীতে মানুষ তৈরী করা হয় সেখানে গত দুসপ্তাহে একটিও মানুষ গড়া হয়নি। আমি ঐ ল্যাবরেটরীর দুজন কর্মীর পারস্পরিক আলাপ থেকে সেটা জেনেছি। এ-ও জেনেছি রিসার্চের দোহাই দিয়ে চীফ কেমিষ্ট ঐ ল্যাবরেটরীর বহু যন্ত্রপাতি নিজের বসবাসের ঘরে নিয়ে রেখেছেন। এ খবর আপনারা কেউ জানতেন না ?'

নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করতে এরকম ভাবে যন্ত্রপাতি প্রায়ই ঘরে নিয়ে যান। এ ভাবে তিনি অনেক কিছু নতুন ব্যাপার সৃষ্টিও করেছেন'—জবাব দিলেন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পদার্থবিদ্।

'এবারকার এক্সপেরিমেণ্ট হল ওই লোকটা। তা হলেই বুঝুন।'

কিন্তু, একটা কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন। ঐ লোকটার ঘর থেকেই আমরা ষড়যন্ত্রের সূত্র খুঁজে পেয়েছি। কাগজের লেখার কথাটা ভুলে গেলেন এরি মধ্যে ?' প্রধান ইন্‌সপেক্টর একেবারে মুখিয়ে আসেন।

নির্মল ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দেয়—'না ভুলিনি। বরং আপনিই একটু আগেকার ব্যাপার ভুলে যাচ্ছেন। আপনি তো নিজেই মিলিয়ে দেখলেন কেমিষ্টের প্যাডের কাগজের সঙ্গে ঐ কাগজ পুরো-পুরি মিলে যাচ্ছে—আকার এবং রং পর্যন্ত ? আর ঐ লোহার শলার খোঁচা দিয়েই কথাগুলো লেখা হয়েছে ? এতে তো সহজেই বোঝা যাচ্ছে ঐ লোকটার প্রতি সন্দেহ পাকা করবার জন্যে কেমিষ্ট নিজেই কথাগুলো লিখে তার ঘরে গিয়ে লুকিয়ে রেখে এসেছেন। তাই নয় কি ?' হাতের লেখা পরীক্ষা করলেই সেটা ধরা পড়বে।

প্রধান কেমিষ্টের চোখ মুখ ক্রমশঃ উন্মাদের মত দেখাচ্ছে। শেষ অস্ত্র ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গি করে তিনি বলে উঠলেন—'ঐ বিষ এলো কোথেকে শুনি? বাজে কথা বলার জায়গা পাও না, শয়তান?'

'শয়তান! কে যে শয়তান বোঝা যাচ্ছে'—নির্মল উত্তেজিত হয়ে গলা চড়িয়ে বলে উঠল—

'ঐ বিষও তোমারই সৃষ্টি। তুমিই এটা তৈরী করেছ। আর কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। সব কেমিষ্টের কাছে থাকে, আমি গাইডের কথা থেকে জেনেছি, মাত্র একটি করে কেমিক্যাল। ইচ্ছে থাকলেও তাঁদের কারো পক্ষে একাধিক কেমিক্যালস্ মিশিয়ে নেবার অধিকার নেই। কিন্তু তুমি সমস্ত কেমিক্যাল্সের একচ্ছত্র মালিক, কারণ তুমি প্রধান কেমিষ্ট।' নির্মল উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। প্রধান কেমিষ্টকে সম্মান করে কথা বলার আর দরকার মনে করেনা। সে চীৎকার করে বলতে থাকে—'তোমার নির্দেশে পাঁচজন কেমিষ্ট তোমারই সামনে পানীয় তৈরী করেছেন। তুমি পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দিয়েছ। অন্যদিকে একাধিক কেমিক্যালস্ মিশিয়ে তুমি গোপনে বিষ তৈরী করে রেখেছিল। সেই বিষ যে-কোনো লোকের বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটাতে পারে। রাজার পাত্রে বিষ মেশাবার ভার দিয়েছিলে সারিয়ানার হাতে। আর যে লোকটাকে সবাই আসল লোক ভেবে পানীয় বহনের কাজে লাগিয়েছে তাকেও তুমি আগে থাকতেই ঐ বশীকরণ বিষ খাইয়ে রেখেছিলে। যাতে সে আজ্ঞাবহ হয়, যাতে সারিয়ানা বিষ ঢালতে গেলে সে নিজে থেকে বাধা না দেয়। আর···আর···আরো শুনতে চান আপনারা? নির্মল হাঁপাতে হাঁপাতে অন্যদের দিকে তাকায়। পাথরের মত মুখগুলিতে কোনো সাড়া নেই। নির্মল নিজেই বলতে থাকে—'নিজে বিষ তৈরী করেছে বলেই বার বার জানিয়েছে এই কেমিক্যাল্স্ অন্য গ্রহের হতে পারে, এর নাকি এ্যান্টি ডোজ হয় না, রাজাকে কী ওষুধ দেবে সে কেমিষ্ট হয়েও ভেবে পাচ্ছে

না। একজন কেমিষ্টের পক্ষে—বিশেষ করে এরকম উন্নত গ্রহের একজন বৈজ্ঞানিক হয়েও এরকম ব্যর্থতা সম্ভব? কক্‌খনো তা হতে পারে না। এই ব্যর্থতা ওর স্বেচ্ছাকৃত। তা ছাড়া, তা ছাড়া মাইলো কখনো তার কাছে ওষুধ চায় নি। ইন্‌স্‌পেক্টর তখন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকছিল দেখে ওরা দুজনে ওষুধ-ওষুধ বলে অভিনয় করছিল মাত্র। বিচারকের কাছে বার বার গিয়ে যে মাইলো কান্নাকাটি করছিল সেটাও মাইলোর নিপুণ অভিনয়। তার প্রমাণ তো এই রেকর্ড। আপনারা নিজের কানেই তো শুনেছেন মাইলোর কথা—স্যু আন্‌ লূ তর্‌—আমি আর কত অভিনয় করব? শোনেননি?' নির্মল থামতে না থামতেই 'ফুঃ রি ইন্‌' বলে একটি নারীর আর্তনাদ শোনা গেল। গাইড চীৎকার করে উঠল—মাইলো অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে।' কিন্তু কেউ সে ব্যাপারে চঞ্চল হলনা। সবাই নির্মল আর প্রধান কেমিষ্টকে ঘিরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। স্থির না স্তম্ভিত?

'আমি···আমি আপনার একটি কথাও আর অবিশ্বাস করিনা' ভাবলেশহীন ধীর কণ্ঠে কথাগুলো থেমে থেমে উচ্চারণ করলেন প্রধান বিচারপতি। প্রধান কেমিষ্টের মুখ সাদা হয়ে গেল। বিড় বিড় করে কিছু বলার জন্যে ঠোঁট নাড়লেন, কথা বেরুলো না। ইন্‌স্‌পেক্টরদের হাতে বন্দী অবস্থায় তিনি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর বাকী সবাই প্রধান বিচারকের হাতের নির্দেশে স্বস্থানে ফিরে গিয়ে আসনে বসে পড়ল। সূঁচ-পতনের শব্দ শোনা যাবে—এমন নীরবতা সারা ঘর জুড়ে। তিন হাতে কেমিষ্টকে জড়িয়ে ধরে প্রধান ইন্‌স্‌পেক্টর একা একটু চঞ্চলতা প্রকাশ করতে লাগলেন। বিচারকের নির্দেশে তিনি কেমিষ্টকে ধরে রাখার কর্তব্য পালন করছেন বটে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বিচারক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাচ্ছেন দেখে তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠেছে। নীরবতা ভেঙে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—'আমার এখনো কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।'

'বলতে পারেন'—আসনে মাথা হেলিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বিচারক অনুমতি দিলেন। তাঁকে খুব বিচলিত দেখাচ্ছে।

'ধরে নিলাম এই বন্দী লোকটা আসল ব্যক্তি নয়'—ইন্‌স্‌পেক্টর বলেন—'কিন্তু আসল লোকটাকেই বা কেমিষ্ট বশীকরণ করলেন না কেন?'

কাঠগড়ায় ফিরে এসে নির্মল সবেমাত্র রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়েছে। ইন্‌স্‌পেক্টরের প্রশ্ন শুনে একটু চিন্তিত হল। কিন্তু পরক্ষণেই সপ্রতিভের মতো জবাব দিলো—'সে কাজটা করার মত সময় ছিল না। সম্ভবও ছিল না। শুধু বমির ওষুধ খাওয়াতেই কেমিষ্টকে দীর্ঘক্ষণ বেগ পেতে হয়েছে। কারণ, বলেছি তো ঐ লোকটির মনে দারুণ তেজ লক্ষ্য করেছি আমি। তাকে বিষ খাওয়াতে গেলে কেমিষ্টকে আরো অ-নে-ক সময় ধস্তাধস্তি করতে হত উদ্দেশ্য সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। বিয়ের অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে তখন আর দেরী ছিল না। এটাই আমার অনুমান।'

'তা না হয় বুঝলাম'—ইন্‌স্‌পেক্টরের কণ্ঠ নরম হয়ে এলো—'কিন্তু সারিয়ানাকে কাজে লাগানো হল কেন?'

সারিয়ানার নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল চীৎকার-ধ্বনি করে ওপড়ানো গাছের মত সারিয়ানা সশব্দে মেঝের ওপর পড়ে গেল। গাইড ছুটে এসে অন্য দুজন লোকের সাহায্যে সারিয়ানাকে সরিয়ে নিয়ে গেলো অচেতন মাইলোর কাছে। তাদের দেখাশোনার জন্যে গাইড ব্যস্ত হয়ে একটা ঝোলা থেকে ট্যাবলেট-পাউডার বার করতে লাগল।

নির্মল হেসে বলল—'সারিয়ানা খুব নির্ভরযোগ্য—শুনলেন না রেকর্ডে কেমিষ্টের নিজের মন্তব্যটি? আপনি বলতে চাইছেন বশীভূত লোকটার হাতে বিষ দিয়ে দিলেই তো হোত, তাই না? কেমিষ্ট কিন্তু অতটা কাঁচা লোক নয়। সে তো সবরকম কাণ্ড-কারখানা দেখে বুঝতেই পারছেন। বিয়েটা রাজকীয়। সবাই

সেখানে উপস্থিত। বিশেষ করে পানীয় নিয়ে আসা হয়েছে যে ল্যাবরেটরী থেকে সেখানে তো অন্যান্য কেমিষ্টরাও ছিলেন। তাঁদের সামনে পানীয় পরীক্ষা করে বাহকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সবার সামনে তো আর গোপন বস্তু তুলে দেওয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, বাহকের পাত্র ধরে থাকা দুটো হাত ছাড়াও আরো দুটো হাত ছিল। তাদের যে-কোনো একটিতে কেমিক্যাল্স গছিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও প্রধান কেমিষ্ট সাবধান থেকেছেন। লোকটা তখন পুরোপুরি বশীভূত বলেই তার উপর নির্ভর করা যায়-নি আর কি। যদি কোনো প্রহরী বা অন্য কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করে বসত—সে তো তখন হাত খুলে দেখিয়েও দিতে পারে—এই ভয়েই হয়তো নর্তকীর সাহায্য নিতে হয়েছে। বিশেষ করে সে নর্তকী মাইলোর স্বদেশবাসী—এ্যাণ্টি পৃথিবীর মেয়ে।'

'আশ্চর্য—আশ্চর্য—আপনার বিশ্লেষণ ক্ষমতা। আমার আর কোনো সন্দেহ নেই'—বিচারক নিজের আসন থেকে চীৎকার করে ওঠেন।

এমন সময় দু'জন ইন্‌স্‌পেক্টরের সঙ্গে এসে ঢুকলো আসল লোকটি। কী বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে তার। নির্মল উৎফুল্ল চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। বিকাশ এবং স্বপন উত্তেজনায় নির্মলের দু-হাত চেপে ধরল। ইন্‌স্‌পেক্টর-দুজন লোকটিকে সরাসরি প্রধান বিচারকের সামনে নিয়ে গিয়ে নিবেদন করল কোন্ ল্যাবরেটরীতে সে বন্দী হয়ে আছে সেটা খুঁজে বার করতে এবং পরে নিজেদের মাথা থেকে ওর মাথায় স্মৃতি-ট্রান্‌সফার করতে ওদের এতটা বিলম্ব হয়ে গেছে। লোকটি হঠাৎ সকলকে চমকে দিয়ে হাউমাউ করে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে জেরা শুরু করলেন প্রধান বিচারক। প্রধান কেমিষ্টকে দেখিয়ে বিচারক জিজ্ঞেস করলেন—'ইনি তোমাকে বন্দী করেছিলেন?'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও শয়তান, ও দুষমণ।' লোকটি হাঁপাতে থাকে।

কেন, শয়তান বলছ কেন ?'

চার হাত নাড়িয়ে, চীৎকার করে, হাঁপিয়ে, কেঁদে অস্থির হয়ে লোকটি যা বলল—তার সরল অর্থ হল এইরকম—মাইলোকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল—কিন্তু প্রধান কেমিষ্ট মাইলোকে নিয়মিত প্রলোভন দেখাতো সে তাকে নিয়ে এ্যান্টি পৃথিবীতে চলে যাবে। এ্যান্টি পৃথিবীর মেয়ে হিসেবে মাইলো তাতে মুগ্ধ হয়ে যেতো। এদিকে তার সঙ্গেও মাইলো মেলামেশা করত। বিয়ে করার প্রস্তাবে রাজী হত। আর তাকে দিয়ে নানারকম কাজ করিয়ে নিতো। মাইলোকে পাবার আশায় একজন সহকারী কেমিষ্ট হয়েও সে একেবারে আত্মহারা হয়ে যায়। হঠাৎ একসময় সে শুনতে পায় সে নাকি রাজদ্রোহী, চক্রান্তকারী। রাজা তাকে ল্যাবরেটরী থেকে বরখাস্ত করে দেন। আর নিজেই মাইলোকে বিয়ে করার আয়োজন করেন। সে তখনই বুঝেছিল এই চক্রান্তের মূলে আছে প্রধান কেমিষ্ট। সুন্দরী মাইলোকে লাভ করার জন্যে প্রধান কেমিষ্ট শয়তানের মত জাল পেতেছিল। আর স্বয়ং মাইলো ছিল তার সহায়ক। নিজের দুঃখের কথা কাউকে জানায়নি লোকটি। মূলতঃ ভয়ে। প্রধান-কেমিষ্ট রাজার ডান হাত। অথচ স্বয়ং রাজাও জানতেন না যে মাইলোর দিকে লোভী হাত বাড়িয়ে রেখেছে প্রধান কেমিষ্ট। কাকে সে নালিশ জানাবে? তার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, বরং তাকে বধ করার ব্যবস্থা হবে। এই আতঙ্কে সে নিজেকে ভুলতে চেয়েছিল। রাজার নির্দেশ অনুযায়ী পানীয় বহন করতেও প্রস্তুত হয়েছিল। তারপর—বিয়ের দিন সন্ধ্যের আগে মুখোশ পরে বিচিত্র ভঙ্গিতে দেহ নুইয়ে প্রধান কেমিষ্ট তার কাছে এসে তাকে পানীয়তে বিষ মেশানোর প্রস্তাব করে। মুখোশ পরা হলেও গলার স্বরে সে প্রধান কেমিষ্টকে ঠিক চিনতে পারে। কিন্তু তার প্রস্তাব সে মানতে রাজী হয়নি। তার মন তখন আনন্দিত। প্রধান কেমিষ্টের পরিবর্তে স্বয়ং রাজা হবেন মাইলোর

স্বামী এই ব্যাপারটায় সে বরং খুশীই হয়েছিল। তার মতোই ওই শয়তানটাও বঞ্চিত হচ্ছে দেখে তার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তখন প্রধান কেমিষ্ট তাকে মারবার ভয় দেখায়। তাতেও সে রাজী হয় না। তখন তাকে অসুস্থ করে বন্দী করে নিয়ে যায়।

লোকটার বক্তব্য শুনে বিচার-সভার সকলে কাঁটা হয়ে বসে রইলো। বোঝা গেল বিচারপতি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন। তিনি উঁচু আসন থেকে নেমে এসে রাজার কাছে এগিয়ে গেলেন। রাজার কানে দুটো কথা বলে ঘুরে দাঁড়ালেন শ্রোতৃবৃন্দের দিকে। লাউড-স্পীকারের মত গম্ গম্ করে উঠল তার গলার আওয়াজ—প্রধান কেমিষ্ট, মাইলো, সারিয়ানা এবং ডুপ্লিকেট বন্দী ছাড়া আর সকলকে ঘরের বাইরে চলে যাবার নির্দেশ। ভেতরে থাকবেন রাজা, বিচারক, ইন্‌স্‌পেক্টররা আর দুই ঘাতক।

দুর্গের দ্বার খুলে গেল। দলে দলে সবাই বেরিয়ে গেল। নির্মল, বিকাশ এবং স্বপনের সঙ্গে গাইডও বেরিয়ে এলো।

'আপনি ধন্য, আপনি আশ্চর্য বুদ্ধিমান, আপনাকে কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো'—আবেগে গাইডের গলা বুজে আসে।

নির্মল হেসে বলে—'থাক্, থাক্। এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। কেবল কুড়িয়ে পাওয়া সূত্রগুলো জুড়ে দিয়েছি। আচ্ছা বলুন তো অপরাধীদের সঙ্গে ঐ নিরপরাধ ডুপ্লিকেটকেও মারণরশ্মি দিয়ে মারা হল কেন?"

'ওর তো কোনো প্রয়োজনই নেই। অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে এগ্রহে বাঁচতে দেওয়া হয় না।'

'তাই নাকি?' নির্মল তাকায় বিকাশের দিকে, বিকাশ একসঙ্গে তাকালো নির্মল ও স্বপনের দিকে। গাইডের কথাটিতে পৃথিবীর তিনটি মানবচিত্ত ব্যথিত হল। তারা বুঝল এদের অনেক ক্ষমতা আছে-শুধু মানবতার বোধটুকু নেই।

খাবারের টেবিলে ভুরি-ভোজের আয়োজন করেছে গাইড।

কথায় কথায় জানালো ইতিমধ্যে অন্যান্য কেমিষ্টরা রাজার ওষুধ তৈরী করে রাজাকে খাইয়েছেন। তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। নির্মলরা যে এ্যান্টি পৃথিবীর মানুষ নয়, কোনো বন্ধু-গ্রহের মানুষ— এখবর পেয়ে রাজা খুব আহ্লাদিত হয়েছেন। গাইড আরো জানালো তাদের ফিরে যাবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

খাবার শেষ করে নির্মল-বিকাশ ও স্বপনকে গাইড নিয়ে গেল রাজসমীপে। সেই সভাগৃহে। রাজা আনন্দিত মুখে বিদায় জানিয়ে বললেন—'হু চি তা ও'। রাজগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে গাইড বোঝালো—রাজা আবার আপনাদের আসবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন।

'তাই না কি? আচ্ছা—' তিনজনে প্রাণ খুলে হাসতে লাগল।

তারপর তাদের মহাকাশ-যানের কাছে নিয়ে গিয়ে পুরণো-পোষাক পরিয়ে দিলো গাইড নিজের হাতে। মহাকাশযান ঠিক করে বুঝিয়ে দিল কি করে ফিরে যেতে হবে পৃথিবীতে। বন্ধুদের হাত ছুঁয়ে ম্লান মুখে বিদায় জানালো।

সুইচ টিপতেই ত্রিশূল উড়ে গেল। কিছুদূর যেতে না যেতেই বার্তা যন্ত্রে পৃথিবীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—হ্যালো···হ্যালো··· ট্রম্বে···ট্রম্বে···।